বিলাসকুঞ্জ বোর্ডিং

মনোজ বসু

বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড
কলিকাতা, বারো

উপন্যাস ঃ এক বিহঙ্গী (৩য় সং) ॥ সৈনিক (৭ম সং) ॥ ওগো বধূ সুন্দরী (৪র্থ সং) ॥ বকুল (৩য় সং) ॥ নবীন যাত্রা (৩য় সং) ॥ জলজঙ্গল (৩য় সং) ॥ শত্রুপক্ষের মেয়ে (৪র্থ সং) ॥ যুগান্তর (২য় সং) ॥ ভুলি নাই (২৬শ সং) ॥ বাঁশের কেল্লা (৪র্থ সং) ॥ আগস্ট, ১৯৪২ (৩য় সং) ॥ সবুজ চিঠি (২য় সং) ॥ বৃষ্টি, বৃষ্টি !

গল্পগ্রন্থ ঃ মনোজ বসুর শ্রেষ্ঠ গল্প (৩য় সং) ॥ বনমর্মর (৪র্থ সং) ॥ উলু (৩য় সং) ॥ কাচের আকাশ (২য় সং) ॥ দেবী কিশোরী (৩য় সং) ॥ খদ্যোত (২য় সং) ॥ কুঙ্কুম (২য় সং) ॥ কিংশুক ॥ পৃথিবী কাদের ? (৪র্থ সং) ॥ নরবাঁধ (৪র্থ সং) ॥ দিল্লি অনেক দূর (২য় সং) ॥ দুঃখ-নিশার শেষে (৩য় সং) ॥ একদা নিশীথকালে (৪র্থ সং) ॥

নাটক ঃ প্লাবন (৪র্থ সং) ॥ নূতন প্রভাত (৫ম সং) ॥ বিপর্যয় ॥ রাখিবন্ধন (২য় সং) ॥ বিলাসকুঞ্জ বোর্ডিং ॥ শেষ লগ্ন ॥

ভ্রমণ ঃ চীন দেখে এলাম ১ম পর্ব (৭ম সং) ॥ দ্বিতীয় পর্ব (৩য় সং) ॥ পথ চলি ॥

প্রথম প্রকাশ : অগ্রহায়ণ, ১৩৬৩। প্রকাশক : শচীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ১৪, বঙ্কিম চাটুজ্জে স্ট্রীট, কলিকাতা-১২। মুদ্রাকর : জিতেন্দ্রনাথ বসু, দি প্রিন্ট ইণ্ডিয়া, ৩।১, মোহনবাগান লেন, কলিকাতা-৪। প্রচ্ছদপট-শিল্পী : বিনয় সরকার। ব্লক ও প্রচ্ছদপট-মুদ্রণ : ভারত ফোটোটাইপ ষ্টুডিও, কলিকাতা-১২। বাঁধাই : বেঙ্গল বাইণ্ডার্স।

দেড় টাকা

অনুজোপম কথাসাহিত্যিক

শ্রীমান হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়

করকমলেষু

চরিত্র

মহিম	নামজাদা উকিল
নীলাদ্রি	মহিমের ছেলে
সুরেন	মুহুরি
সমীর	নীলাদ্রির এক সময়ের সহপাঠী
বিপিন	সমীরের সঙ্গী
পরেশ	একজন ভদ্রলোক
কুঞ্জ	বিলাসকুঞ্জ বোর্ডিং-এর মালিক
বিলাস	কুঞ্জের ছেলে
গিরিধারী	বোর্ডিং-এর ভৃত্য
ভোলানাথ	ডাক্তার
মহামায়া	মহিমের স্ত্রী
অমিতা	পরেশের ভাগনী
তরঙ্গিণী	ভোলানাথের স্ত্রী
মীরা	অমিতার বান্ধবী
লতিকা	তরঙ্গিণীর মেয়ে

ট্যাক্সি-ড্রাইভার, মক্কেলরা, ফতে সিং, দু-জন দাবাড়ে, কথক, পুরোহিত, মিস্টার ও মিসেস রে ইত্যাদি।

প্রথম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

পোড়ো বাগান। অশ্বত্থ গাছ। পুরোনো মন্দিরের খানিকটা দেখা যায়। ভাঙাচোরা চাতাল। দিগ্ব্যাপ্ত জ্যোৎস্না—জ্যোৎস্না যেন পিছলে পিছলে পড়ছে অতিকায় অশ্বত্থের পত্রপুঞ্জ থেকে। যত অন্ধকার জমেছে গিয়ে ঐ গাছতলায়।

দু'টি তরুণ-তরুণী—সমীর আর অমিতা—চোরের মতো সন্তর্পণে এসে ঢুকল। সমীরের হাতে গ্লাডস্টোন-ব্যাগ; অমিতার হাতে এটাচি-কেস। উত্তেজনায় যেন হাঁফ ধরেছে অমিতার। চাতালের উপর তারা ব্যাগ ও এটাচি কেস রাখল।

সমীর—চাঁদমারি। আমরা হাতের তাক ঠিক করি এখানে। রাতে দেখা যাচ্ছে না—দিনমান হলে দেখতে, বুলেট বিঁধে বিঁধে গাছের গায়ে বসন্তর দাগ হয়েছে।

অমিতা—আগেকার দিনে বিপ্লবীরা, শুনেছি, এমনি সব জায়গায় জমায়েত হতেন। স্বাধীন দেশে এখন এসবের কি দরকার সমীর-দা ?

সমীর—রণদেব আসছেন। তোমার রণু-কাকা। তাঁকেই বরঞ্চ জিজ্ঞাসা কোরো দরকার আছে কিনা। (একটু থেমে, তীক্ষ্ণ কণ্ঠে) সে রাত্রের কথা ভুলে গেছ অমিতা ? পালিয়ে সীমান্তের স্টেশনে এসে নামলে। জায়গা না পেয়ে, লুঠ হয়ে-যাওয়া এক দোকানঘরে ঢুকে পড়েছ। রাত দুপুরে রে-রে

করে এসে পড়ল এক'শ দু'শ লোক। দরমার বেড়া কাটছে, দমাদম কুড়ুল মারছে খুঁটিতে—

অমিতা—(শিউরে উঠল) বোলো না, বোলো না সমীর-দা। ভাবতে গেলে পাগল হয়ে উঠি। উঃ, সে দিন যদি মরে যেতাম—

সমীর—বেঁচে যেতে তাহলে। তবু ভালো যে ধরতে পারেনি। ভাবো দিকি, সেদিন যদি বন্দুক না থাকত রণদেবের, অব্যর্থ টিপ যদি না হত তাঁর হাতের? সে টিপ এমনি-এমনি হয় নি—মাসের পর মাস গোপনে অনেক প্রাকটিশ করতে হয়েছে।

অমিতা—চোর-ডাকাত-গুণ্ডা সে লোকগুলো; হিন্দু নয়, মুসলমানও নয়। অথচ দাঙ্গা বলে বাইরের মানুষ জেনে গেল। সরকার কোথায় শিরোপা দেবেন রণু-কাকাকে—

সমীর—পাঁচটা খুনের চার্জ রণদেবের নামে। এর পরে সত্যি সত্যি যে দাঙ্গা হল, তার সমস্ত দায় চাপাল তাঁর উপরে। স্বাধীন ভারতেও অমন মানুষটাকে আজ ফেরারি হয়ে বেড়াতে হচ্ছে।

অমিতা—কত বছর দেখিনি তাঁকে—

সমীর—আজ দেখবে। আর তাঁর কাজ এই দেখতে পাচ্ছ। তাঁরই নির্দেশ, মেয়েপুরুষ সবাই আত্মরক্ষা করতে শিখবে। সরকারকে জানিয়ে এসব হয় না। অনেক ফ্যাকড়া, অনেক নিয়মকানুন—

অমিতা—আমি বন্দুক ছোঁড়া শিখব। শেখাবে সমীর-দা? আমার মতো দরকার কারো নয়। দুশমনকে মারতে না পারি, নিজের বুকে অন্তত মারব।

সমীর—(মুখে হাসি খেলে গেল। আঙুল দিয়ে চারিদিক দেখিয়ে দেখিয়ে জায়গাটার পরিচয় দিচ্ছে) কেমন জায়গা বেছেছি বলো। ভাঙা মন্দির—ওদিকটায় শ্মশানঘাট। শ্মশানকালীর মন্দির প্রতিষ্ঠা করেছিল কেউ এখানে। সন্ধ্যার পর জনমানব ঢোকে না, শুধু আমরাই কয়েকটি প্রাণী—

গেট খোলার আওয়াজ। সমীর চকিতে নেপথ্যের দিকে চেয়ে চুপ করল। অমিতা স'াঁ করে গাছের আড়ালে সরে গেল।

সমীর—কে ?

এক হাতে টেনিস-র‍্যাকেট আর এক হাতে ট্রফি, নীলাদ্রি প্রবেশ করল।

নীলাদ্রি—ঠিকই ধরেছি—

তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে সে চাতালের উপর ব্যাগ ও এটাচি-কেসের দিকে তাকাচ্ছে। ট্রফি ও র‍্যাকেট নামিয়ে রাখল সেখানে। সিগারেট ধরাল। দেশলাই-কাঠি একটু বেশিক্ষণ জ্বালিয়ে রাখল, নেপথ্যবর্তিনীর যদি কিছু হদিশ পাওয়া যায়।

নীলাদ্রি—টেনিস-টুর্নামেণ্টে জিতল আমাদের ক্লাব। সেক্রেটারির বাড়ি খানাপিনা হৈ-হল্লা—

সমীরকে সিগারেট দিল। দেশলাই জ্বেলে ধরিয়ে দিচ্ছে, আড়চোখে দেখবার চেষ্টা করছে অমিতাকে।

নীলাদ্রি—তোমায় দেখতে পেয়ে এদিকে এলাম। মুখ দেখতে পাইনি, কিন্তু চলন দেখেই ঠিক ধরেছি আমাদের সমীরকুমার না হয়ে যায় না।…এখানে কি হচ্ছে ?

সমীর—চন্দ্রগ্রহণ কিনা ! রক্ষিবাহিনীর হয়ে কাজ করছি। জগত্তারিণী-ঘাট সামলানোর ভার দিয়েছে আমার উপর।

নীলাদ্রি—এই শ্মশানঘাট হল জগত্তারিণী ?

সমীর—বলো কেন ভাই ! বিশটা ভলান্টিয়ার—বিশ দিকে তাদের রোখ। ছাগল তাড়ানোর সামিল—হিমসিম হয়ে গেছি। এতক্ষণে ফুরসৎ পেলাম, নিরিবিলি একটু জিরিয়ে যাবো—

নীলাদ্রি—(পরিহাসতরল কণ্ঠে) ভলান্টিয়ার উনিও ? কথায় কথায় দেরি করিয়ে দিলাম, তোমাদের জিরানোর অসুবিধা হচ্ছে।…আচ্ছা—

র‍্যাকেট তুলে নিয়ে নীলাদ্রি তাড়াতাড়ি চলে গেল, অমিতা গাছের আড়াল থেকে এগিয়ে এলো।

অমিতা—অভদ্র ! মেয়েছেলের ওরা এমনি পরিচয়ই জেনে রেখেছে।

সমীর—কনে-বউ হয়ে দাঁড়িয়েছিলে। লোকে ওতে বেশি সন্দেহ করে।

অমিতা—কে বলো তো ইতর লোকটা ?

সমীর—নীলাদ্রি চৌধুরি—

অমিতা—নীলাদ্রি চৌধুরি, মানে—

সমীর—ঠিকই ধরেছ। খেলোয়াড় নীলাদ্রি। হাতে র‍্যাকেট—সিঁদকাটি নিয়ে বেড়ালে চোর নয় তো সে কি ? কাগজে হরদম ছবি বেরোয়। কলেজে ঢুকে দু-বছর একসঙ্গে পড়েছিলাম, ভাবসাবও হয়েছিল—

অমিতা—তুমি তারপরে ইস্তফা দিলে—

সমীর—ওর-ও প্রায় ইস্তফা। কলেজ-টীমে খেলবে আর হস্টেলে থাকতে পাবে, ল-কলেজে সেই জন্য নাম টেনে বেড়াচ্ছে। পাছে ছেড়ে যেতে হয়, তাই ফেল হয়ে যাচ্ছে নিয়মমতো বছরে দু-বার করে।

ঢং করে অনেক দূরে কোথায় ঘড়ি বাজল। অমিতা ব্যস্ত হয়ে ওঠে।

অমিতা—এত রাত গেছে, এলেন কই রণু-কাকা ?

সমীর—এইবারে এসে পড়বেন।

অমিতা—কোনদিকে কেউ নেই—আমার ভয় করছে।

সমীর—ভয়ের কথা, অমিতা, তোমার মতো মেয়ের মুখে মানায় না কিন্তু। সে রাত্রে অতগুলো গুণ্ডার চোখ এড়িয়ে একলা একটি প্রাণী কেমন চুপিসারে পালিয়ে এলে !

অমিতা—প্রাণের দায়ে। তখন আমি আর-এক মানুষ হয়ে গিয়েছিলাম। ওসব মনে করিয়ে দিও না—ভাবতে গেলে পাগল হয়ে উঠি।

অমিতার গলা আটকে যায়, চোখ জলে ভরে আসে। শাড়ির প্রান্তে চোখ মুছে বলল।

অমিতা—তুমি বলেছিলে সমীর-দা, আরও অনেক ছেলেমেয়ে আসবে—

সমীর—আসবেই তো! রণদেব আসছেন—তোমার একারই রণু-কাকা নয়, সব ছেলেমেয়ের তিনি আপন। সেই মানুষের সামনে কায়দা-কসরৎ দেখাবে না, এদ্দিন ধরে শিখল এরা তবে কি? দুটো-তিনটে মেয়ে—এই তোমারই বয়সি—এমন তাদের টিপ হয়েছে, মিলিটারির তা-বড় তা-বড় লোক পাল্লায় পেরে উঠবে না। আসছে তারা—এক্ষুণি এসে যাবে, নিজের চোখেই দেখতে পাবে।

অমিতা—কারও আসার লক্ষণ দেখিনে—

সমীর—অনেক দেখেশুনে সামাল হয়ে আসতে হয়। কি জানি, কি ব্যাপার—এত দেরি হওয়ার কথা নয়।

অমিতা—আমি চললাম—

সে উঠে দাঁড়াল।

সমীর—দেখবে না রণদেবকে?

অমিতা—আমাব ভাগ্যে নেই।

সমীর—সে কি? তোমারই জন্য বিশেষ করে আসছেন আজ। তুমি যে বিপদে আছ, বুড়ো বরের হাতে গছিয়ে দিয়ে পরেশবাবু গয়নাগুলো হাতাবার ফিকিবে আছেন—সমস্ত বলেছি।

অমিতা—রাত হয়ে যাচ্ছে। জান তো মামাকে—

সমীর—গঙ্গাস্নানে এসে ভিড়ের চাপে দল-ছাড়া হয়ে পড়েছ। রাত তো হবেই।

অমিতা—তা হলেও পথ খুঁজে বাড়ি ফিরতে ন'টার বেশি কিছুতে লাগতে পারে না।

সমীর—একটা মিথ্যে বলে বেরিয়েছ, আর-একটা ভেবে পাবে না?

অমিতা—বড় আশা করে বেরিয়েছিলাম, রণু-কাকার সঙ্গে দেখা হলে একটা-কোন উপায় তিনি বাতলাবেনই। কিছু না হোক, তাঁর কাছে মনের কথা বলে হালকা হব। কিছু হল না। কী যে কাণ্ড হবে, ভাবতে বুক শুকিয়ে উঠছে।...কোন দিন

শুনবে আত্মহত্যা করে জ্বালা জুড়িয়েছি। কলেরায় মরেছি, মামা রটিয়ে দেবে।

সমীর ব্যাগ খুলল। আর তাকাচ্ছে বারবার অলক্ষ্যে একদিকে।

অমিতা—(উদ্বিগ্ন কণ্ঠে) কি?

সমীর—কিচ্ছু নয়। পাতা খড়খড় করে উঠল কি না, তাই ভাবলাম—এলো বুঝি কেউ। মাথায় শুধু নয়, পিঠের উপরেও আমাদের দুটো কান রাখতে হয়।

ব্যাগের জঠর থেকে বেরুল খাকি প্যান্ট ও সার্ট। বেরুল ছ-ঘরা রিভলভার।

সমীর—আমাদের রক্ষিবাহিনীর ইউনিফর্ম। আর এই হল—

অমিতা—(সাগ্রহে হাত বাড়িয়ে) রিভলভার? দেখি দেখি—

সমীর—উঁহু, লোড করা আছে। চালাতে জানো না তো!

অমিতা—দেখিয়ে দাও। ঠিক পারব আমি—

সমীর—সে জানি। তুমি ঠিক পারবে। সেই রাতে ঠাণ্ডা মাথায় যা উপস্থিত-বুদ্ধি দেখিয়েছিলে, মেয়েদের মধ্যে বন্দুক-রিভলভারের দাবি তোমার সকলের আগে। আমাদের রক্ষিবাহিনীতে ভর্তি হয়ে পড়ো।...আচ্ছা, ধরো—পিছিয়ে এসো খানিকটা—

অমিতা—না, থাকগে—

সমীর—সঙ্কোচ কিসের? রণদেব ওঁরা এসে না পড়া পর্যন্ত চলুক। শক্ত কিছু নয়। টর্চ ফেলছি। ঐ যে ডাল বেরিয়েছে—তাক করো ডালের গোড়ার ঐ জায়গাটায়। এত কাছের থেকে নয়, পিছিয়ে এসো খানিকটা—

অমিতা লক্ষ্যভেদের চেষ্টা করছে। ফ্লাশ-আলো চকিতে তার মুখের উপর খেলে গেল।

অমিতা—ফোটো তুলে নিল যেন কেউ?

সমীর—কি সর্বনাশ! নেতাজী সুভাষের সম্বন্ধেও শোনা যায়, পুলিশ নাকি এমনি অবস্থায় তাঁর ছবি নিয়েছিল।

অদূরবর্তী ঝোপের দিকে অমিতা ছুটল।

সমীর—আহা, যাও কোথা ?

অমিতা—আলো ঐ দিক থেকে পড়ল—ঐ যে, ক্যামেরা গুটিয়ে নিচ্ছে দুটো লোক—

ছুটে বেরুল। মুহূর্ত পরে কঠিন মুখে ফিরে এলো।

অমিতা—তোমারই লোক সমীর-দা। একটাকে সেদিন দেখেছি, তোমার সঙ্গে মামার কাছে গিয়েছিল।

সমীর—কক্ষণো না। তোমার ভুল হচ্ছে।

অমিতা—বোকা বোঝাতে যেও না। কেন ছবি তুলে নিলে ?

সমীর—তোমার একটা ছবি রেখে দেবো—

অমিতা—কেন ?

সমীর—ধরো, ভালবাসি তোমায়—

অমিতা—(আগুন হয়ে উঠল) চললাম আমি—

সমীর রিভলবারসুদ্ধ তার হাত এঁটে ধরল। বজ্রমুষ্টিতে ধরেছে। বাঁ-হাতে ছিনিয়ে নিল রিভলবার। অমিতা কণ্ঠস্বর যথাসম্ভব সংযত করল।

অমিতা—মতলব কি তোমার ?

সমীর—হাত ধরা দেখে বুঝলে না ? ভালবাসা।

অমিতা—ছেড়ে দাও—

সমীর—প্রতিজ্ঞা-পত্র লিখে দাও আগে—

বলে হাত ছেড়ে সত্যি সত্যি সে ফাউণ্টেন-পেন বের করল পকেট থেকে।

অমিতা—কিসের প্রতিজ্ঞা ?

সমীর—আজ থেকে আমাদের রক্ষিবাহিনীর দলে এলে। দুর্জনের শত্রু, দুর্গতের বন্ধু—

অমিতা—রণু-কাকার সঙ্গে দেখা হোক। তিনি যদি বলেন—

সমীর—দেখা হবে না।

অমিতা—আজকে না-ই হোক, কোন একদিন—

সমীর—কোন দিনই নয়।

অমিতা—কেন, আমার কথা বলোনি তাঁকে ?

সমীর—না। বলবার ফুরসৎ হল কই ?

অমিতা সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে।

সমীর—সেই দাঙ্গায় মরে তিনি ভূত হয়েছেন। জানাই কেমন করে ?

অমিতা—মহাপাষণ্ড তুমি !

নিজের যশোকীর্তন রসিয়ে রসিয়ে যেন উপভোগ করছে, সমীরের ভাবখানা এমনি। শেষটায় আর সামলাতে পারে না, হি-হি করে হাসে অমিতার উত্তেজনা দেখে।

অমিতা—ছোটবেলা সেই মামার বাড়ির গাঁয়ে থেকে পড়তে—তারপরে এত অধঃপতন হয়েছে তোমার ? সরো—

সমীর পথ আটকাল।

সমীর—লিখে দিয়ে তারপর যেখানে খুশি চলে যাও।

অমিতা—তোমাদের দলে যাবো না; কোন প্রতিজ্ঞাপত্র লিখব না আমি।

সমীর—প্রতিজ্ঞাপত্র নয় গো—প্রেমপত্র।

অমিতা—মানে ?

সমীর—বুদ্ধিমতী মেয়ে হয়ে এ তুমি কি একটা বললে ? প্রেম-পত্রের মানে থাকে নাকি ? তুমি আমায় ভালবাস, আমায় না পেলে হাবড়ার পোল থেকে লাফিয়ে পড়বে, অতএব লেকের ধারে অতি অবশ্য যেন দেখা করি—পাতাখানেক এমনি আবোল-তাবোল লিখে যাও দেখি। আহা, রাগ করো কেন—এমন লিখেছ নিশ্চয় কত জনকে—

অমিতা কলম ছুঁড়ে ফেলে দেয়।

সমীর—মনের মধ্যে যে কথা আঁকুপাঁকু করছে, লিখতে তাই এত আপত্তি ?

মরীয়া হয়ে অমিতা চেঁচিয়ে উঠল।

অমিতা—পথ ছাড়ো শয়তান—

সজোরে র‍্যাকেটের আঘাত এসে পড়ল সমীরের চোয়ালে। হকচকিয়ে সে দিল ছুট। নীলাদ্রি এসেছে। অমিতার চোখে জলের ধারা।

নীলাদ্রি—(ব্যঙ্গের সুরে) কাঁদছেন? কাঁদতেও জানেন তা হলে। চোখ মুছুন—কান্না দেখলে দলের মেয়েরা বলবে কি?

অমিতা—দলের মেয়েদের যখন জানেন না, তাদের কথা কেন? আমায় যা ইচ্ছে বলতে পারেন, আপনি আমার ইজ্জত বাঁচিয়েছেন।

নীলাদ্রি—দৈবাৎ বেঁচে গেছে। বিশ্বাস করুন, ইজ্জত বাঁচাতে আসি নি। ট্রফি ফেলে গিয়েছিলাম।

চাতাল থেকে ট্রফি তুলে নিল।

নীলাদ্রি—আপনাদের ইজ্জতের চেয়ে এই জিনিসটার দাম অনেক বেশি—

নীলাদ্রি চলে যাচ্ছে। অমিতা অনুসরণ করে।

নীলাদ্রি—ওকি, পিছু নিচ্ছেন যে?

অমিতা—আমায় বাড়ি পৌঁছে দেবেন।

নীলাদ্রি—এ তো বড ফ্যাসাদে পড়লাম ইজ্জত বাঁচিয়ে—

দৃঢ় ভাবে সে ঘাড় নাড়ল। অমিতা ক্রন্দনাকুল কণ্ঠে বলছে।

অমিতা—ওরা রয়েছে কোথাও আশেপাশে। আপনি সরে গেলে আবার হয়তো অপমান করতে আসবে—

নীলাদ্রি—আপনাদের আবার অপমান! সে বোধ থাকলে সমীর দত্তের মতো লোকের সঙ্গে বেরুতেন না। রক্ষে করুন—আপনার লজ্জা না থাক, আমার আছে। আপনাদের এই শ্রেণীকে আমি ঘৃণা করি।

অমিতা—বেশ যান চলে আপনি। আমারই অন্যায় হয়েছিল বলতে যাওয়া—

ধনুকের তীরের মতো ছিটকে সে সরে দাঁড়াল। মেয়েমানুষ জাত, তায় কমবয়সি—রাগ-অভিমানের অগ্নিগিরি। বিস্ফোরণে স্থান-কালের বাছ-বিচার নেই। নীলাদ্রি তাকাল তো মুখ ফিরিয়ে নিল সে অন্যদিকে। নীলাদ্রি চলে গেল। সুড়সুড় করে সমীরও এলো ঝোপঝাড়ের আড়াল থেকে।

অমিতা—আবার ?

সমীর—চটো কেন ? এতই যখন আপত্তি, কোন-কিছু লিখতে হবে না। কাজ নেই প্রেমপত্রের—

সমীরের হাতে এখনো সেই রিভলবার। অমিতা ব্যাকুল হয়ে বলল।

অমিতা—গুলি ভরা আছে—মারো একটা, চুকেবুকে যাক। আর পারি নে—

সমীর—(হেসে উঠল) তাতে আমার কি মুনাফা ? উল্টে হাতে দড়ি পড়বে—সে দড়ি গলা অবধি উঠে ফাঁসির দড়ি হওয়াও বিচিত্র নয়।

অমিতা—কি তোমার মতলব স্পষ্টাস্পষ্টি বলো—

এক নতুন কণ্ঠের খ্যানখেনে আওয়াজ এলো সমীরের পেছন থেকে। সেই লোক, যে ফোটো তুলে নিয়েছে। তার নাম বিপিন।

বিপিন—কিছু টাকা চায়। আজ্ঞে হ্যাঁ·· বড্ড লাজুক কিনা, মুখ ফুটে কথাটা বলতে পারছে না—

সমীর—(ঘাড় নেড়ে সায় দেয়) ঐ বিপনে যা বলল—

অমিতা দৃপ্ত ভাবে দু-পা এগিয়ে গেল।

বিপিন—কিছু তো জবাব দিলেন না দিদি-ঠাকরুন, কিন্তু আপনার চাঁদমারির ঐ প্লেটটার রাতারাতি যে অনেকগুলো প্রিণ্ট হয়ে যাচ্ছে—

অমিতা—(সমীরের মুখের দিকে সোজা তাকিয়ে) কেন তুলেছ তোমরা ও-ছবি ?

সমীর—বিলি করা হবে। থানায় একটা। টালিগঞ্জে বড় ডাকাতি হল, তাতে রিভলভার-হাতে একটা মেয়ে ছিল—এর থেকে সেই ব্যাপারের যদি কিছু কিনারা করতে পারে। আর তোমার মামাকে আসি মাস্ত করি—থানার সঙ্গে তাঁর বড্ড দহরম-মহরম। ভাগনী ডাকাতের দলে গিয়ে জুটেছে, তাঁরও সেটা

জানা দরকার।—তাঁকে দেবো একটা। তাছাড়া ভেবে দেখতে হবে আর কোথায় দিলে কি রকমটা হয়—

অমিতা—জানো, আপন মামা নন উনি—সত্যিকার সম্বন্ধ কিছু নয়। আমায় হয়তো পথে বের করে দেবেন—

সমীর—হয়তো কেন—নিশ্চিত দেবেন। বিয়ে ঘটিয়ে তারপরে দিতেন, সে অজুহাতের আর দরকার হল না। তোমাকে তাড়াবেনই; আমাকেও টাকা দেবেন ছবি কাউকে যাতে না দিই—ডাকাত মেয়ে বাড়ি রেখেছিলেন, কোন সূত্রে উনি হাঙ্গামায় না পড়েন।

অমিতা—কি করেছি আমি, কেন আমার সর্বনাশ করবে সমীর-দা?

সমীর—নিজের সর্বনাশ ঠেকাতে।

অমিতা—নিঃস্ব নিরাশ্রয়—কেন আমায় নির্যাতন করছ? দয়া করো সমীর-দা। আমার বাপ নেই, মা নেই—

সমীর—কিন্তু মায়ের গয়নাগুলো আছে। কাপড়ের নিচে ক্যাশ-বাক্স নিয়ে সেই যে রেললাইন ধরে ছুটেছিলে। বিবেচনা করে দেখ অমিতা। দেনার ঝামেলায় পালিয়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছি—রাতে ঘুম নেই, সারাদিন সোয়াস্তি পাইনে। তোমার খান চারেক গয়না দিয়ে দিলে হাজার দুই হয়ে যায়। এই সামান্য পেলেই আমি খুশি।

নীলাদ্রি আবার এলো।

নীলাদ্রি—চলুন, কোথায় যেতে চান।

বিপিন—দেরি হবে, কাজকর্মের ফয়শালা হয় নি।

নীলাদ্রি পাণ্ডপাত-অস্ত্র সেই ব্যাকেট তুলে ধরতে সমীর রিভলবার তাক করেছে।

অমিতা—রিভলভার নীলাদ্রি বাবু। লোড করা আছে—

নীলাদ্রি দেখল তাকিয়ে; তারপর অবহেলার ভাবে পিছন ফিরে দাঁড়াল। রিভলভার উদ্যত ছিল বুকের সামনে, এবার পিঠের দিকে পড়ল। পরম নিশ্চিন্ততায় সে অমিতাকে বলল।

নীলাদ্রি—যাবেন কিনা বলুন—

ঘাড় কাত করে একটু পিছনে হেসে একই সঙ্গে নীলাদ্রি হুকার দিয়ে উঠল।

নীলাদ্রি—পিটুনি আর-এক দফা খাবার ইচ্ছে রয়েছে? মাথা ফাটিয়েছি, নাক ভেঙেছি, কান দুটো ছিঁড়ে নেবো এবার—

গতিক বুঝে বিপিন আগেই সরেছে। রিভলবার নামিয়ে সমীরও পিঠটান দিল। অমিতা অবাক, এতক্ষণে কথা ফুটল।

অমিতা—ডাকাত মানুষ আপনি। রিভলভারে ভয় হল না?

নীলাদ্রি—সমীর দত্তের হাতে রিভলবার? কী যে বলেন।… আসুন। দেরি হলে আমার হস্টেলের গেট বন্ধ হয়ে যাবে।

অমিতা—কি আশ্চর্য, সত্যি রিভলভার নয়? দেখতে তো অবিকল—

নীলাদ্রি—বাইরের দেখায় কি সত্য পরিচয় মেলে? এই আপনি দেখতে এমন সুন্দর—চোখে না দেখলে কি বিশ্বাস করা যেত, রাত্রিবেলা এই জায়গায় ঐ লোকগুলোর সঙ্গে…ও কি, দাঁড়িয়ে গেলেন যে?

অমিতা—আমি যাবো না, আপনি চলে যান।

নীলাদ্রি—ওঃ, আচ্ছা—বুঝতে পেরেছি—

অমিতা—দাঁড়ান। কি বুঝতে পেরেছেন, বলে যান।

নীলাদ্রি—কাজের ফয়শালা হয়নি, যাবেন না এখন—

অমিতা—(অশ্রুসজল কণ্ঠে) আলবৎ যাব, আপনার সঙ্গেই যাব। ওদের চেয়ে বেশি অপমান করেছেন আপনি। আপনার হৃদয় নেই, মনুষ্যত্ব নেই—অসহায় মেয়েকে জানোয়ারের মুখে ফেলে যেতে আপনার বিবেকে বাধে না। আপনি ওদের চেয়েও ভয়ানক।

বলতে বলতে অমিতা দুঃখ ও অবসাদে ভেঙে পড়ে। থরথর করে কাঁপছে, মাটিতে পড়ে যায় বুঝি। নীলাদ্রি তাকে ধরে চাতালের উপর বসিয়ে দিল, সেইখানে এলিয়ে পড়ল। মোটরের হর্ন বাজল একটু দূরে।

নীলাদ্রি—উঠবেন না—শুয়ে থাকুন। (নেপথ্যে তাকাল) ট্যাক্সি, এই ট্যাক্সি—। ইধার আও, এই ড্রাইভার—

ট্যাক্সি-ড্রাইভার এলো। অস্মিতা উঠে দাঁড়াল। টলে পড়ে যায় সে যেন। নীলাদ্রি কাছে যেতে তার কাঁধে ভর দিল। নীলাদ্রি ড্রাইভারকে বলে।

নীলাদ্রি—জিনিস ক'টা নিয়ে এসো ভাই—

ড্রাইভার চাতাল থেকে এটাচি-কেস, গ্লাডস্টোন-ব্যাগ, র‍্যাকেট ও ট্রফি তুলে নিল। সকলে চলে যাচ্ছে।

দ্বিতীয় দৃশ্য

কুয়াশাচ্ছন্ন ম্লান জ্যোৎস্না।

পূর্বদৃশ্যের শেষে যে ট্যাক্সির প্রসঙ্গ আছে, তার হর্ন শুনতে পাচ্ছি। মোটর যেন হুড়মুড় করে পড়ে গেল কোথায়। আর্তনাদ। লোকে হৈ-চৈ করে উঠল। কেউ বলছে 'একেবারে উল্টে গেছে ট্যাক্সিটা'; কেউ বলে 'মানুষ আছে ভিতরে'; কেউ বলছে—'জল'; কেউ বলছে—'অ্যাম্বুলেন্স আনো'; কেউ বলছে 'ডাক্তার', কেউ বলে—'সরুন সরুন, ভিড় জমাবেন না'; কেউ বলে —'রাস্তা থেকে কোথাও নিয়ে চলো—ঐ বোর্ডিং-হাউসে'। কেউ বলে—'হ্যাঁ হ্যাঁ, বিলাস-কুঞ্জে নিয়ে তোলা যাক, সে রকম লাগেনি'; ইত্যাদি ইত্যাদি।

আধ-অন্ধকারে দেখা গেল, মঞ্চের উপর দিয়ে দুটি প্রাণীকে ধরাধরি করে নিয়ে যাচ্ছে।

তৃতীয় দৃশ্য

বিলাস-কুঞ্জ বোর্ডিং-এর ড্রইংরুম। বর্ণনা নিষ্প্রয়োজন। কলকাতার মাঝারি হোটেলে যেমন দেখে থাকেন। এক প্রান্তে সেক্রেটারিয়েট-টেবিল পেতে অফিস বানানো হয়েছে। টেলিফোন আছে।

সকালবেলা। হোটেলের মালিক কুঞ্জবিহারী হন্তদন্ত হয়ে ঢুকে আরাম-চেয়ারে বসলেন। কলিং-বেল টিপলেন; আওয়াজ হয় না।

কুঞ্জ—গিরিধারী, ও গিরিধারী—

সাড়া না পেয়ে চটেমটে জানলার ধারে গেলেন। তাঁ-মুখ খিঁচিয়ে ডাকাডাকি করছেন।

কুঞ্জ—গিরি, গিরি, কোথায় মরে আছিস—ওরে গিরে শয়তান—

নেপথ্যে গিরি—আজ্ঞে—

গিরিধারী ছুটে এলো।

কুঞ্জ—এতক্ষণ জবাব দিসনি কেন?

গিরি—টের পাইনি কর্তা। আপনার মুখে 'গিরিধারী'—আমি ভাবলাম, কোন বাবু-খদ্দের এলেন বুঝি ঐ নামের।

কুঞ্জ—ছোটবাবু কোথায় রে? বিলাস, আমাদের বিলাস হতভাগা—

গিরি—তিনি ঘুমুচ্ছেন।

কুঞ্জ—ঘুমুচ্ছিলে তুমিও তো? চোখ ফোলা-ফোলা—আমার বোর্ডিং-এ ঘুমের পাল্লা চালিয়েছ তোমরা মনিবে-চাকরে।

গিরি—সেই যে মোটর-অপঘাত হল—রাত একটা অবধি আমরা রোগি দুটো নিয়ে—

কুঞ্জ—রাত একটা অবধি আমার শ্রাদ্ধের যোগাড় করছিলে। যাও—গরম জল নিয়ে এসো শিগগির। ভোলা ডাক্তারকে ডেকে এসেছি। আসছেন তিনি। বলে দিলেন গরম জলের ব্যবস্থা করতে—

টেলিফোন-গাইড নিয়ে তাড়াতাড়ি পাতা উল্টাচ্ছেন। এমন সময় তরঙ্গিণী এলেন। পুষ্ট-দেহ বিগতযৌবন মহিলা। ব্যাগ ও এটাচি-কেস দরজার পাশে—পায়ের ঘায়ে ফুটবলের মতন উড়িয়ে দিয়ে তিনি ঢুকলেন।

তরঙ্গিণী—দেখুন দিকি, জিনিসপত্তোর রাখবার এই জায়গা?

কুঞ্জ—এই গিরে! 'শয়তান' কি জন্যে বলতে হয়, বোঝ তাহলে—

গিরিধারী জিনিস দুটো তুলে রাখল খাতাপত্র-রাখা তাকের উপরে।

গিরি—সেই রোগি দুটোর জিনিস। কি কাণ্ড, জানেন না কর্তা। তখন কি মাথার ঠিক ছিল?

কুঞ্জ—(তরঙ্গিণীকে) আপনি তো বেরিয়ে পড়েছেন। ডাক্তারকে ডেকে এলাম—তিনি কোথায় ?

তরঙ্গিণী—আসছেন—

কুঞ্জ—কিসে আসছেন ? গজে না দোলায় ? রাত্রে ক'দাগ অষুধ দিয়ে ঘাড়ে মুখে ক'টা পটি মেরে এলেন, তাইতে অমনি হয়ে গেল ? বলি, ফ্লু-লাইন ডেথ-সার্টিফিকেট লিখে দায় সারবার মতলব নাকি ?

তরঙ্গিণী—তা নয়। মেয়ের বিয়ের দায় বোঝেন তো ? ছুটোছুটি করে কলকাতায় আসা। স্তেথিসকোপ আনতে ভুল হয়ে গেছে। বুক দেখতে হবে, পরাশর-ফার্মেসিতে একটা স্তেথিসকোপ চেয়ে আনতে গেছেন।

কুঞ্জ—বুক আর দেখতে হবে না। বুকের কি আছে যে দেখবেন। একেবারে ছাতু—

তরঙ্গিণী—বলেন কি ?

টেলিফোনের ডায়াল ঘোরাতে ঘোরাতে কুঞ্জ বললেন।

কুঞ্জ—বেহুঁশ হয়ে পড়ে আছে। কচি বয়স—আহা, কি কষ্ট যে পাচ্ছে !

তরঙ্গিণী—কষ্ট আবার কিসের ? মরে গেলেও কষ্ট নেই ভাল রকম ইনসিওর করা যদি থাকে।

কুঞ্জবিহারীকে সাগ্রহে প্রশ্ন করলেন।

তরঙ্গিণী—ইনসিওর করবার মতো কেউ আছেন এখন বোর্ডিংয়ে ? আঁতুড়ঘর থেকে অন্তর্জলী সব মানুষের সর্বরকমের স্কীম আছে। আপনি আমায় কয়েকটা নাম দিয়ে দিন, কমিশনের বখরা পাবেন। তারপরে যা করতে হয় আমি করব।

কুঞ্জ—হাতে বেড়ি পড়বে, মাথায় আগুন জ্বলছে এখন, আপনি বলেন ইনসিওরেন্স।—চুপ করুন, ফোন করছি দেখতে পান না ?

তরঙ্গিণী—নতুন যাঁরা এলেন, লিস্টটা দিন তো একবার।

কুঞ্জ—নতুন এসেছে তো। কালকের ঐ জোড়া। মরতে যাচ্ছে, প্রোপোজাল সই করবে কি করে?

তরঙ্গিণী—পুরানো খাতাই দেখি আর একবার। দেশের যে কি অবস্থা—কেউ ইনসিওরেন্স করবে না; যমদূতের মত ডরায় আমাদের।

তরঙ্গিণী খাতা নিয়ে সোফায় বসে একান্তে নোট নিচ্ছেন। ওদিকে কুঞ্জবিহারীর টেলিফোনে সাড়া এসেছে।

কুঞ্জ—(টেলিফোনে) থানা? আমি কুঞ্জ চাকলাদার কথা বলছি··· সেই যে সেবার খুব আলাপ হল স্যার। আজ্ঞে হ্যাঁ, বোর্ডিং খুলেছি—লেক থেকে এক মিনিটের পথ। বিলাসকুঞ্জ নাম—বাপে বেটায় বোর্ডিং খুলেছি কিনা—আমার নাম কুঞ্জ, ছেলের নাম বিলাস। ছুটো জুড়ে গিয়ে ঐ দাঁড়িয়েছে। বিপদে পড়ে গিয়েছি স্যার। কাল রাত এগারোটা নাগাদ হোটেলের কাছাকাছি মোটর অ্যাকসিডেণ্ট হয়। রাস্তা খুঁড়ে পাইপ বসাচ্ছে, ড্রাইভার রঙে ছিল বোধ হয়, হুড়মুড় করে গর্তে গিয়ে ফেলেছে। দু'জন ছিল গাড়িতে—স্বামী-স্ত্রী—অল্পবয়সি। আমার ছেলে আর জনকয়েক মিলে পথের আপদ হোটেলে এনে তুলেছে। মরবে না স্যার, মাথায় চোট লেগেছে, ভোগান্তি আছে এই মনে হয়। আজ্ঞে জিজ্ঞাসা করে বলছি।

বিলাস এসে দাঁড়িয়েছে। ফোনের মুখে হাত চাপা দিয়ে কুঞ্জবিহারী প্রশ্ন করলেন।

কুঞ্জ—ট্যাক্সি কোথায়? নম্বর নিয়েছ?

বিলাস—তখন এদের নিয়ে ব্যস্ত। অত মাথায় আসেনি। তারপরে ভাবলাম, থাকুক অমনি পড়ে গর্তের ভিতরে। সকালবেলা যা করতে হয় করা যাবে। বেটা ইতিমধ্যে রাতারাতি গাড়ি তুলে নিয়ে সরে পড়েছে।

কুঞ্জ—হাঁদারামের হদ্দ। (টেলিফোনে) এরা স্যার এই সব

তালে ব্যস্ত। ড্রাইভার বেটা ট্যাক্সি তুলে নিয়ে চম্পট দিয়েছে।…আজ্ঞে? তা তো বটেই! জিজ্ঞাসা করছি ওদের।

কুঞ্জ পুনশ্চ ফোনে হাত চাপা দিয়ে তর্জন করছেন।

কুঞ্জ—পুলিশ খবর দেওয়া হয় নি কেন?

বিলাস—ডাক্তারকে দিয়েছিলাম। বিছানা থেকে উঠে এসে তিনি দেখে গেলেন। পুলিশ এসে কি ব্যাণ্ডেজ বাঁধাবাঁধি করত?

কুঞ্জ—তোমার আর আমার হাত বেঁধে টানতে টানতে নিয়ে যাবে এইবার। (টেলিফোনে—অত্যন্ত মোলায়েম কণ্ঠে) ছেলে-ছোকরা কি না স্যার, অতটা বুঝে দেখে নি।..আমি বুড়ো-মানুষ, আফিঙের ধাত—সাড়ে-আটটায় তেতলায় উঠে পড়ি, নিচে কুরুক্ষেত্তোর হয়ে গেলেও কানে যায় না। উপায় কি, দয়াধর্ম করে মানিয়ে গুছিয়ে নিতে হবে স্যার…আসছেন আজকে? আসুন, আসুন—বোর্ডিং-এর কবিরাজি-কাটলেট একটু চেখে দেখতে হবে। 'না' বললে মরমে মরে যাবো। একটু ধরুন স্যার, জিজ্ঞাসা করে বলছি। (রিসিভার নামিয়ে) এই বিলাস, বলি নাম-টাম জানা গেছে ওদের?

বিলাস—অজ্ঞান হয়ে পড়েছিল, নাম বলবে কি করে?

কুঞ্জ—নাম দুটো বলেও তো অজ্ঞান হতে পারত। (টেলিফোনে) নাম না বলে অজ্ঞান হয়েছে স্যার।…আজ্ঞে হ্যাঁ—সনাক্তকরণের দরকার বই কি! আপনারা আসতে লাগুন, আমিও দেখি—

টেলিফোন ছাড়লেন। গিরিধারী প্রবেশ করল।

গিরি—গরম জল রাখব কোথায়?

কুঞ্জ—আমার মাথায়—

বিলাস—বাঃ, গরম জল হয়ে গেছে? দে—দে, রাত জেগে গলা খুসখুস করছে।

গরম জলের পাত্র নিয়ে বিলাস চলল

কুঞ্জ—দেখ, দেখ হারামজাদার কাণ্ড—

তাড়াতাড়ি বিলাসের পিছনে যেতে নজর পড়ল এটাচিকেসের দিকে।

কুঞ্জ—আরে এটাচিকেসের উপরে নাম রয়েছে যে! ঠিকানাসুদ্ধ। অমিতাদেবী—৬২নং ভানু মল্লিক লেন।···বৌটির নাম পাওয়া গেল, বরের নামটা? গিরে, দেখ্ না—

কুঞ্জ অমিতার এটাচিকেসের ভিতরকার শাড়ি ও টুকিটাকি জিনিসপত্র খুঁজছেন। গিরিধারী সমীরের গ্লাডস্টোন-ব্যাগ ঘুরিয়ে এপাশ-ওপাশ দেখছে।

গিরি—এতে কিছু নেই—

কুঞ্জ—বাঘ-ভালুক নেই রে! কি আছে বের করে ফেল। আবার তুলে রাখিস।

গিরিধারী ব্যাগ থেকে পোশাক বের করতে পকেট থেকে সিগারেট-কেস পড়ে গেল। কুঞ্জের নজর পড়ল, তাতে নাম লেখা রয়েছে।

কুঞ্জ—এই যে, সিগারেট-কেসে নাম লেখা—সমীর দত্ত জি. ও. সি. ব্যস—ব্যস—সিগারেট-কেস ঢুকিয়ে রাখ আবার ইউনিফর্মের পকেটে। [টেলিফোনের ডায়াল ঘুরাতে লাগলেন] গুছিয়ে রাখ, যেমন যেমন ছিল তেমনি করে—ব্যাগের জিনিস ব্যাগে, এটাচিকেসের জিনিস এটাচিকেসে।

গিরিধারী ভুল করে সমীরের পোশাক অমিতার এটাচিকেসে, আর অমিতার শাড়ি সমীরের ব্যাগে রেখে চলে গেল। তরঙ্গিণী এলেন।

কুঞ্জ—কই, কোথায় আপনার স্বামী?

তরঙ্গিণী—আসেন নি এখনো?

কুঞ্জ—বুঝেছি, তিনি হলেন ভোলানাথ ডাক্তার—ভুলের ভোলানাথ, ভুলে বসে আছেন নিশ্চয়।···(ফোনের ডায়াল ঘুরাল) হ্যালো থানা? আমি স্যার—পুনশ্চ সেই কুঞ্জবিহারী। নাম-ঠিকানা পেয়ে গেছি। বেশ তো, লিখে নিন—

বিলাস—চা—

কুঞ্জ—(ভ্রূকুটি করে) আনো···নিয়ে এসো—(টেলিফোনে) ইয়েস স্যার। লিখে নিন—স্বামী হলেন সমীর দত্ত, মেয়েটির নাম অমিতা দেবী, ঠিকানা—

বিলাস চা নিয়ে কাছে আসতে কুঞ্জ বাটিসমেত তাকে লক্ষ্য করে ছুঁড়ে মারলেন। বিলাস গম্ভীর ভাবে চায়ের সেই বাটি মেঝে থেকে তুলে নিয়ে বেরুচ্ছিল, অমিতাকে দেখে দাঁড়াল। অমিতা কুঞ্জের শেষের কথাগুলো শুনেছে।

অমিতা—হ্যাঁ, অমিতা দেবী—

কুঞ্জ—বাহবা রে ভোলা ডাক্তার! বেড়ে ওষুধ তো! রোগি খাড়া হয়ে চলে এসেছে।

অমিতা—এসেছি কৈফিয়ত নিতে—

কুঞ্জ—কৈফিয়ত?

অমিতা—আমি জানতে চাই, আমাকে বাড়ি পাঠানো হয় নি কেন?

কুঞ্জ—নাম-ঠিকানা লিখিয়ে তো অজ্ঞান হও নি মা—

অমিতা—কিন্তু নাম-ঠিকানা জানতে তো আটকায় নি। সমস্ত জেনে শুনে আপনারা আমাকে বাড়ি না পাঠিয়ে সাবারাত এখানে এই অবস্থায় ইচ্ছে কবে আটকে বেখেছিলেন।

কুঞ্জ—ইচ্ছে করে?

অমিতা—হ্যাঁ, ইচ্ছে কবে। বাড়িতে খবরটাও দেন নি। কেন, তাব কাবণ জানতে চাই—

কুঞ্জ—কারণ-টাবণ আমি জানিনে। ঐ বুদ্ধিমন্তের কাছে জিজ্ঞাসা কবো।...পরোপকার! হোটেলে সদাব্রত খোলা হয়েছে! মর এখন ফৌজদাবি মামলার ফেবে পড়ে। আমি কিছু জানিনে। [টেলিফোনে] আরও গোলমাল স্যাব। হ্যালো · হ্যালো··· যাঃ, ছেড়ে দিয়েছে। ফোনে হবে না। নিজেই ছুটি, আর কি!

কুঞ্জ টেলিফোন ছেড়ে তাড়াতাড়ি ভিতব দিকে গেলেন। বিলাস যেন কিছুই হয় নি, এই ভাবে হোটেলের খাতাপত্র নিয়ে বসেছে।

অমিতা—ফোন করতে পারি?

বিলাস—নিশ্চয়—একশ'বাব—

অমিতা—(ফোনের ডায়াল ঘুরাল) সামনের বাড়ির পরেশনাথ সরকারকে ডেকে দেবেন? আমি অমিতা।...ওঃ, গলিতেই

দাঁড়িয়ে আছেন? দিন একটু ডেকে……মামাবাবু, আমি…মীরা ঘোষের বাড়ি থেকে বলছি।

তরঙ্গিণী এলেন। তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকাতে তাকাতে কাছে চলে এলেন।

অমিতা—মামীদের দলছাড়া হয়ে পড়লাম, তখনই মীরার মার সঙ্গে দেখা। তিনি কাশী-মথুরা-বৃন্দাবন ঘুরে এসেছেন। রাত্রে খাওয়া-দাওয়া—কিছুতে ছাড়লেন না।…অনেক রাত হয়ে গেল মামা… চিঠি লিখে এঁরা পাঠিয়েছিলেন, হাবা চাকর বাড়ি খুঁজে পায় নি।

তরঙ্গিণী—এসব কি?

অমিতা—(টেলিফোনে হাত চাপা দিয়ে) মিথ্যে বানিয়ে বলছি আপনাদের জন্যে। (তরঙ্গিণীর হাত ধরে কাছে আনল)…আসুন, মীরা হয়ে আপনিও দুটো কথা বলে দিন। বলবেন?

তরঙ্গিণী ঘাড় নেড়ে স্বীকার করলেন।

অমিতা—(টেলিফোনে) অ্যাঁ..আবার পুলিশে জানাতে গেলেন কেন মামা?…মীরা এসেছে, আপনার সঙ্গে কথা বলবে—(টেলিফোনে আবার হাত চাপা দিল) আপনি হলেন মীরা ঘোষ, আমার বন্ধু—বুঝলেন? দেশের ইস্কুলে এক সঙ্গে পড়তাম। কাল রাত্রে দুজনে এক ঘরে খুব আমোদ করে—

তরঙ্গিণী—(টেলিফোনে) আমি মীরা ঘোষ……হ্যাঁ, আমাদের বাড়িতেই ছিল। দুজনে এক ঘরে খুব আমোদ করে…আচ্ছা, দিচ্ছি—

অমিতা—(টেলিফোনে) যাচ্ছি মামা, এক্ষুনি যাচ্ছি। মীরা ছাড়ছে না, কিন্তু খেয়ে নিয়ে এখনই যাচ্ছি—

টেলিফোন রেখে তাড়াতাড়ি চলে যাচ্ছে।

তরঙ্গিণী—আমি বাঁচিয়ে দিলাম, আমার কিছু কাজ করুন।

অমিতা—বাঁচাচ্ছি তো আপনাদের। অজানা-অনাত্মীয়ের সঙ্গে চালাকি করে এক ঘরে রেখেছিলেন…হাসছেন যে!

তরঙ্গিণী—অনাত্মীয় হতে পারে, কিন্তু অজানা নয়—

অমিতা—মানে ?

তরঙ্গিণী—অজানা হলে তার সঙ্গে রাত দুপুরে ট্যাক্সি করে কেউ কি লেকের হাওয়া খেতে বেরোয় ?

অমিতা—কি বলছেন আপনি ?

তরঙ্গিণী—আহা, রাগ করছেন কেন ? সহপাঠী মীরা ঘোষ হতে পারি—কিন্তু অনেকগুলো চুল পেকেছে, অনেক-কিছু দেখেছি কি না !

অমিতা—আমার মামা বড় ভয়ানক মানুষ। কাল রাতে যে ভাবে আপনারা এখানে আটকে রেখেছেন—

তরঙ্গিণী—(বিলাসকে দেখিয়ে) সে তো ওঁরা—

বিলাস উঠে চলে গেল।

অমিতা—আপনি ওঁদের কেউ নন ?

তরঙ্গিণী—কেউ না, কেউ না। আমি শ্রীমতী তবঙ্গিণী শিকদার—মেয়ের বিয়েব চেষ্টায় মাসখানেক এই হোটেলে এসে উঠেছি। ···দেখুন, আপনাব উপকার করলাম, আপনিও আমার উপকার করুন।

অমিতা—মেয়ের বিয়ের ?

তরঙ্গিণী—পুরুষ ছেলে হলে সেই অনুরোধ করতাম। কিন্তু সে তো হবে না···এই প্রস্পেক্টাস নিন। সব রকম স্কীম রয়েছে—

তরঙ্গিণী প্রস্পেক্টাস দিলেন।

অমিতা—আপনি কি—

তরঙ্গিণী—ইনসিওরেন্স-এজেন্ট। যখন মেয়ে বিয়ে করতে পারবেন না, অগত্যা ইনসিওর করুন একটা। ইনসিওব-কবা যার জীবন, ভেবে দেখুন, তার কি সুবর্ণময় ভবিষ্যৎ !

অমিতা—এখন বড্ড তাড়া। আচ্ছা, আচ্ছা পড়ে দেখবো—

অমিতা তাড়াতাড়ি ভিতর দিকে চলে গেল।

তরঙ্গিণী—আপনার সঙ্গে তাহলে—

ওদিক দিয়ে ভোলানাথ ডাক্তার আসছিলেন। অমিতা চলে যাচ্ছে দেখে তিনি তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকাচ্ছেন

ভোলা—রোগি যেন তিরোধান করল ?

তরঙ্গিণী—করবে না ? স্টেথেসকোপ আনতে একবেলা। ভাগ্যিস ইনসিওরেন্সর কাজ নিয়েছি। তোমার ডাক্তারির ভরসায় থাকলে—

তরঙ্গিণী চলে গেলেন। এই সময়ে বিলাস প্রবেশ করল।

ভোলা—কিন্তু গেল কি করে ?

বিলাস—যায় নি এখনো। রাতে খায় নি, রান্নাঘরে ঢুকে তাড়াহুড়ো লাগিয়েছে।

ভোলা—তিনদিন নড়ে বসতে না পারে, এমনি করে ব্যাণ্ডেজ বেঁধে দিয়েছি।

বিলাস—ব্যাণ্ডেজ ছিঁড়ে পালাচ্ছে।

ভোলা—বলেন কি। অতি উচ্ছৃঙ্খল মেয়ে তো। ছেলেটির কি অবস্থা ?

বিলাস—গতিক সুবিধের নয়। জামা গায়ে দিচ্ছে উঠে বসে।

ভোলা—বলেন কি। বারোটার পূর্বে উঠবার কথা নয়। ঘুমের ওষুধ দিয়েছি।

বিলাস—ওষুধ ভুল—

ভোলা—তা হতে পারে।…হুঁ, তাই ঠিক। রাত্তিরবেলা কিনা—ঠাহর হয় নি, হয়তো ভুল ওষুধ দিয়েছি। চশমাটা বদলাতে হবে দেখছি।

নীলাদ্রি এলো। বিলাস তাড়াতাড়ি খাতাপত্রে মন দিল।

নীলাদ্রি—আপনি ডাক্তার ?

ভোলা—ডক্টর ভোলানাথ শিকদার এল. এম. এফ।

নীলাদ্রি—মাথায় এই সব মাখিয়েছেন আপনি ? দুর্গন্ধে ভূত পালায় ?

ভোলা—ভাল ওষুধ—আমার পেটেন্ট প্রলেপ।

নীলাদ্রি—হাতে মুখে এই সব এত তালি এঁটেছেন কি জন্যে?

ভোলা—তালি কি দেখছেন, ওষুধের পটি। অজ্ঞান হয়েছিলেন, দেখেন নি তো। কেটে কুটে এক ইঞ্চি দু'ইঞ্চি সব ফাঁক হয়ে গিয়েছিল—

নীলাদ্রি—কোথায় কাটা? এই-এই-এই—কয়েকটা পটি তুলে ফেলল।

বিলাস—আ-হা-হা, করছেন কি মশায়, পাগল হলেন? রক্ত বেরুবে—

নীলাদ্রি—কোথায়?

ভোলা—হা-হা-হা। দেখুন বিলাসবাবু, চেয়ে দেখুন কি রকম ওষুধের গুণ। বেমালুম জুড়ে গেছে। কোন চিহ্ন নেই।

নীলাদ্রি—কাটাগুলো তো এই—এই সব জায়গায় রয়েছে। ওষুধই ছোঁয়াননি—

বিলাস—ডাক্তারবাবু।

ভোলা—(অপ্রতিভ ভাবে) রাত্তিরবেলা কি না। চশমাটা সত্যিই বদলাতে হবে।

নীলাদ্রি—কাটা জায়গাগুলো বাদ দিয়ে সর্বাঙ্গ আইডিনে পুড়িয়ে দিয়েছেন। ডাক্তার নয়, ডাকাত।

ভোলা—আপনি অত্যন্ত রূঢ় শব্দ প্রয়োগ করছেন।

নীলাদ্রি—কেবল মুখের শব্দ নয়, আপনাকে রীতিমতো জব্দ করা উচিত। দেখুন না—

ভোলা—হুঁ, মিলে যাচ্ছে—

নীলাদ্রি—মানে?

ভোলা—জামার বোতামগুলো খুলতে হবে মশায়। বুকটা একবার—

নীলাদ্রি ভোলানাথের স্টেথেসকোপ ছুঁড়ে ফেলল।

ভোলা—হুঁ, মিলে গেল।

বিলাস—কি মিলে গেল ডাক্তারবাবু?

ভোলা—মস্তিষ্কে আঘাত গুরুতর। এই আশঙ্কাই করেছিলাম। উন্মাদের লক্ষণ।

নীলাদ্রি—আমি পাগল ?

ডাক্তারের কম্ফর্টার টেনে ধরল।

ভোলা—কম্ফর্টার ছাড়ুন। কি রকম ভদ্রতা মশাই ? লাগছে, ছেড়ে দিন।

ভোলানাথ কম্ফর্টাব ছাড়িয়ে নিলেন।

ভোলা—সামাল বিলাস বাবু, লক্ষণ পুরোপুরি মিলে গেছে।

ডাক্তার ছুটে চলে গেলেন। নীলাদ্রির দিকে চেয়ে বিলাস তখন আন্দাজি ঢিল ছোঁড়ে।

বিলাস—আপনার তো বিয়ে হয় নি—

নীলাদ্রি—ডাক্তার গেলেন, আপনি ঘটক বুঝি !

বিলাস—আহত অবস্থায় আপনাদেব আমি এখানে এনেছিলাম।

নীলাদ্রি—ওঃ, ধন্যবাদ !

বিলাস—যাকে নিয়ে লেকে বেড়াচ্ছিলেন, সে আপনাব স্ত্রী নয়।

নীলাদ্রি—লেকে বেড়াচ্ছিলাম ?

বিলাস—আজকাল অমন অনেকেই বেড়ায় আহা, এতে লজ্জিত হবার কিছু নেই। মেয়েটির পরিচয়ও আমরা জানি।

নীলাদ্রি—আমার চেয়ে অনেক কথাই বেশি জানেন দেখছি।

বিলাস—নাম অমিতা দেবী, ঠিকানা—

নীলাদ্রি—নাম-ঠিকানায় দরকার নেই। দেখুন, ঘটনাক্রমে জড়িত হয়ে পড়েছি—

বিলাস—আপনার নামও বলতে পারি।

নীলাদ্রি—অবস্থাটা বড্ড বিশ্রী হয়ে দাঁড়িয়েছে। কিছুতে এটা প্রকাশ না হয়।

বিলাস—রামোঃ, হোটেল খুলেছি—এসব তো কর্তব্য। লোকের গুহ্য কথা প্রকাশ হলে ব্যবসা চলবে কি করে ? কিন্তু—

নীলাদ্রি—আপনাদের খরচপত্র হয়েছে তো। এই দশটি টাকা—

দশ টাকার নোট বের করল।

বিলাস—বলেন কি! রাতটুকুর মধ্যেই যে পঁচিশ টাকা উড়ে গেছে, তার উপর মনের উদ্বেগ—

নীলাদ্রি—এখন দশ টাকা মাত্র আছে। পরে পাঠিয়ে দেবো।

বিলাস—তাই দেবেন।

নীলাদ্রি যাচ্ছিল, বিলাস তাকে ডাকল।

বিলাস—দাঁড়ান···ঠিকানা লিখে নিই, যদি ধরুন মনে করিয়ে দিতে হয়। টাকাকড়ির ব্যাপার লোকে প্রায়ই ভুলে যায় কি না! [লিখতে লিখতে] শ্রীসমীর দত্ত—ঠিকানা?

নীলাদ্রি—আমার নাম সমীর দত্ত?

বিলাস—রক্ষিবাহিনীর জি. ও. সি. আপনি—কে না জানে. আপনাকে? বলুন, ঠিকানা বলে দিন সমীববাবু—

নীলাদ্রি—আমি হলাম সমীর দত্ত [ভোলানাথ ডাক্তাব এলেন]। ··ডাক্তাব আবার এসেছ?

ভোলা—ঔষধ-সেবনের অবিলম্বে বন্দোবস্ত করুন বিলাসবাবু। লক্ষণ সাংঘাতিক—

নীলাদ্রি—ওষুধ?

বিলাস—এত?

ভোলা—এই যৎসামান্য। বোতলেব ওষুধ দুবার করে সকালে বিকালে, শিশির ওষুধ দুপুরে। কৌটোয় বড়ি আছে—খাওয়ার পর একটা করে। এই অয়েণ্টমেণ্ট গায়ে মালিশ, এইটে মাথায় মাখতে হবে, এইটের দুফোঁটা তুলোয় করে কানে গোঁজা, এইটে—

নীলাদ্রি—কোটোর বড়ি দিয়ে গুলি খেলতে হবে, বোতল ডাক্তারের মাথায় ভাঙতে হবে—

ভোলা—বদ্ধ উন্মাদ। কিছু বিশ্বাস নেই বিলাসবাবু। আপনি ডেকেছিলেন, আমার ভিজিট—

নীলাদ্রি—ভিজিট?

ভোলা—আজ্ঞে হ্যাঁ···আমি চলে যাচ্ছি মশাই। বলে দিন বিলাস-বাবু ভিজিট আপনারা দেবেন তো?

নীলাদ্রিও অন্তদিকে চলে যাচ্ছে।

বিলাস—ওকি সমীরবাবু, কাউকে কিছু না দিয়ে—

ভোলা—পাগল চলল যে!

নীলাদ্রি—(মুখ ফিরিয়ে) পাগল? আমি রক্ষিবাহিনীর সমীর দত্ত, আমার কাছে ভিজিট নেবে? এসো না—এসো না—এসো না—

শিশি-বোতল উঁচিয়ে নীলাদ্রি এগুচ্ছে। ভোলা ডাক্তার সভয়ে পিছুতে লাগল। হঠাৎ শিশি-বোতল ফেলে নীলাদ্রি দ্রুতবেগে চলে গেল।

ভোলা—পাগলামি নয়, শয়তানি, মশায়—

বিলাস—যাবে কোথা? জি. ও. সি.—ঠিকানা খুঁজে বার করবো। সুদসমেত আদায় হবে।

কুঞ্জ ও গিরিধারী প্রবেশ করল।

কুঞ্জ—ভদ্রলোক চলে গেলেন, ব্যাগ রয়ে গেছে—

বিলাস—ডাক্তারের ভিজিট বাকি।

কুঞ্জ—ব্যাগ আটকে রেখে চুরির দায়ে পড়বি যে গর্দভ! গাড়িতে উঠছে—গিরিধারী, ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে আয় গাড়ির ভিতর। যা—যা—

গিরিধারী ব্যাগ নিয়ে চলে গেল। ওদিক দিয়ে তরঙ্গিণী এলেন।

কুঞ্জ—আর, খাণ্ডারী মেয়েটাও তো পিছন-দরজা দিয়ে বেরুল। তার এটাচিকেস রয়ে গেছে—

তরঙ্গিণী—চলে গেছে? দেখুন তো, এই পথে বেরুবে বলে ঘাঁটি আগলে আছি।

কুঞ্জ—আপনার কি দরকার?

তরঙ্গিণী—ইনসিওরেন্স করবে বলেছে। আমি যাব তাদের বাড়ি। দিন, আমি পৌঁছে দেবো এটা—

অমিতার এটাচিকেস তরঙ্গিণী তুলে নিলেন।

চতুর্থ দৃশ্য

পরেশের বাড়ির সামনে গলি। সকালবেলা। বাড়ি ঢুকবার গেট। মাথায় ব্যাণ্ডেজবাঁধা সমীর অধীর ভাবে পায়চারি করছে। অমিতা হনহন করে এলো। গেট পার হয়ে সে বাড়ি ঢুকতে যাচ্ছে, সমীর এসে আটকাল।

সমীর—দাঁড়াও অমিতা—

অমিতা—(তীব্র স্বরে) আবার এসেছ? শয়তান, বিশ্বাসঘাতক—

সমীর—(শান্ত ভাবে) না এসে উপায় কি? তোমার কথাটা ভেবে দেখলাম তারপরে। পথে পথে এত কষ্ট পেয়েছ, আবার তোমার মামা পথে বের করে দেবেন—সেটা বড় নিষ্ঠুরতার কাজ হয়। ভেবেচিন্তে তাই ঠিক করলাম—

অমিতা—(পরম আগ্রহে) কি?

সমীর—তোমার মামাকে ফোটো দেখাবো না, কেউ দেখবে না। নেগেটিভসুদ্ধ নষ্ট করে ফেলব।

অমিতা—বাঁচালে। হাতে কি তোমার?

সমীর—সেই নেগেটিভ। আর ছটা প্রিন্ট। ছবিগুলো খাসা উতরেছে। সত্যিই কাজ জানে বিপিন।

অমিতা—(হাত বাড়িয়ে) দাও এগুলো, নষ্ট করে ফেলি।

সমীর—দেবো, নিশ্চয় দেবো। তার আগে একটা কাজ করতে হবে তোমায়।

অমিতা—কি?

সমীর—বন্ধু হয়ে নীলাদ্রি আমায় অপমান করল। মাথা ফাটিয়ে দিয়েছে। প্রতিশোধ চাই। থানায় যাচ্ছি। পুলিশ-কেস হবে নীলাদ্রির নামে।

অমিতা—দোষ তো তোমারই—

সমীর—না। বরঞ্চ সিভ্যালরি বলবে সর্বজনে। রাস্কেলটা তোমায় বেইজ্জত করতে যাচ্ছিল, বাঁচাতে গিয়ে আমার এই দশা। আদালতে তোমায় সাক্ষি মানব, এই কথা বলে আসতে হবে।

অমিতা—সে তো সত্যি নয়—

সমীর—তবে কি এই সত্যি হবে অমিতা, ডাকাতের দলের তোমরা গোপনে টার্গেট-প্র্যাকটিশ করছিলে, আমি দৈবাৎ সেখানে গিয়ে পড়লাম—

অমিতা—এত বড় মিথ্যে—

সমীর—মিথ্যে নয়, মিথ্যে নয়। ফোটোগ্রাফ রয়েছে। মিথ্যে কি করে হবে? কি স্পষ্ট উঠেছে, দেখ—

এক কপি ফোটো অমিতার হাতে দিল।

সমীর—ওটা বরঞ্চ রেখে দাও। নিরিবিলি ভাল করে দেখো। আর আদালতে কি ভাবে বললে নীলাদ্রিকে সায়েস্তা করা যাবে, মনে মনে তা-ও কিছু ভেবে রেখো।

অমিতা—পারব না, কক্ষনো আমি পারব না—

সমীর—বেশ, ভাবতে হবে না। উকিলই শিখিয়ে দেবে। যেমন শেখাবে, বলে এসো।

অমিতা—যাবই না আমি আদালতে—

সমীর—যেতে হবে। ফৌজদারি মামলায় নয় তো ওয়ারেণ্ট করে ধরে নিয়ে যাবে। আর যতক্ষণ এই নেগেটিভ আমার হাতে, শেখানো কথা টরটর করে বলে আসতে হবে কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে।

অমিতা—আমি পারব না—

নেপথ্যে পরেশের গলা।

পরেশ—কে রে?

সমীর—তোমার মামা বাড়িতেই আছেন দেখছি। তাকে দিয়ে যাই তবে এক কপি ফোটো—

অমিতা—না-না—

সমীর—থানায় যাচ্ছি, সেখানে গিয়েও দেবো।

অমিতা—হাত জোড় করছি, তোমার পায়ে পড়ছি—

সমীর—বলো, দেবে সাক্ষি। ছবি-নেগেটিভ সঙ্গে সঙ্গে পুড়িয়ে ফেলব। কেউ জানবে না।

অমিতা—(কেঁদে ফেলে) দেবো, দেবো—

[নেপথ্যে পরেশ—অমিতা এসে গেছিস ?]

হুঁকো টানতে টানতে পরেশ দেখা দিলেন। সমীর তাড়াতাড়ি সরে পড়ল।

পরেশ—আসুন, আসতে আজ্ঞা হোক। গঙ্গাস্নান শেষ হল তবে এতক্ষণে ?

অমিতা—ফোনে তো বলেছি মামা।

পরেশ—আমি ভাবলাম, মা-গঙ্গা ভাসিয়ে নিলেন বুঝি ! সারারাত আমি থানায় আর গঙ্গার ধারে ছুটোছুটি করেছি।

এই সময় হকার খবরের কাগজ ফেলে দিয়ে গেল। পরেশ কাগজ তুলে নিয়ে খুলে দেখছেন। এই অবসরে অমিতা বাড়ি ঢুকল। অনতিপরে অমিতার সমবয়সী বন্ধু মীরা ঘোষ এসে উপস্থিত। পরেশ চোখ তুললেন।

পরেশ—এই যে, শোন শোন। হ্যাঁ মা, বলি নেমন্তন্নে-আমন্তন্নে, বুড়ো মামাকে বুঝি মনে পড়ে না ?

মীরা—আপনার ভুল হচ্ছে বোধ হয়। আমার নাম—

পরেশ—মীরা ঘোষ। অমিতার সঙ্গে তোমায় কতবার দেখেছি !

মীরা—অমিতার বন্ধু আমি—ক্লাসফ্রেণ্ড—

পরেশ—তা-ও জানি মা, তা-ও জানি। কাল তোমাদের বাড়িতে খুব খাওয়া-দাওয়া হল—

মীরা—খাওয়া-দাওয়া ? না তো।

পরেশ—তোমার মা তীর্থ করে ফিরে এসেছেন। অমিতা তোমাদের ওখানে কাল রাত্রিবেলা—

মীরা—রাত্রি কোথায় মামা, সে তো সন্ধ্যেবেলা। অমিতা একটিবার গিয়েছিল, তক্ষুনি চলে এলো।

তরঙ্গিণী এলেন। বাড়ির নম্বর দেখছেন। হাতে এটাচিকেস।

পরেশ—কে? কাকে চান আপনি? একি, অমিতার এটাচিকেস আপনার কাছে?—মানে, আমি অমিতার মামা। নাম কি আপনার?

তরঙ্গিণী—আমি—আমি তার ক্লাসফ্রেণ্ড—

মীরা—ক্লাসফ্রেণ্ড আপনিও? কই দেখেছি বলে তো মনে হচ্ছে না। আপনার নাম?

তরঙ্গিণী—মীরা ঘোষ—

পরেশ—মীরা ঘোষ?

তরঙ্গিণী—নিশ্চয়ই—হ্যাঁ—ঠিক। আপনি অমিতার মামা, আপনাকে আমিই ফোন করলাম!

পরেশ—অমিতা, অমিতা—

অমিতা এলো।

অমিতা—কি মামা!

পরেশ—এই হল ক্লাসফ্রেণ্ড মীরা ঘোষ। আর ইনিও হলেন ক্লাসফ্রেণ্ড মীরা ঘোষ। কাল কোন মীরার বাড়ি ছিলে তুমি?

অমিতা এগিয়ে এসে তরঙ্গিণীকে দেখিয়ে বলে—

অমিতা—এই তো মীরা। সত্যি মামা—মীরার মা আমায় বৃন্দাবনী শাড়ি দিয়েছেন, এই দেখুন—

অমিতা এটাচিকেস খুলে ফেলে। বেরুল সমীরের ভলান্টিয়ারের পোশাক।

পরেশ—বাঃ, দিব্যি শাড়ি তো! বৃন্দাবনে আজকাল এই সব শাড়ি চলছে বুঝি? বাঃ, বাঃ—

পঞ্চম দৃশ্য

আদালতের উঠান। তিনজন মক্কেল—তাদের ক খ গ বলে অভিহিত করা হল—প্রবীণ উকিল মহিমচন্দ্রকে ঘিরে ফেলেছে। মহিমচন্দ্র ক্ষীণদৃষ্টি—চোখে মোটা চশমা। মাঝে মাঝে উকিল-মক্কেল প্রভৃতি আনাগোনা করছে। একপাশে সোডা-লেমনেড পান-বিড়ির দোকান। আর এক পাশে হাতবাক্স নিয়ে ভেণ্ডারেব দোকান।

ক—তারপর উকিলবাবু, বাড়ি এসে বুড়োর হাতখানা না ধরে—

খ—কচকচ করে চিবোতে লাগল। আমি বলি, বাবার ক্ষেতের আখ পেয়েছ ?

মহিম—আঃ, এক এক কবে বলুন না—

গ—আমারটা এইবার—

মহিম—হবে, হবে।—তারপব ?

ক—হাত ধরে ঝাঁকি দিয়ে বলে, বের কবো সিন্দুকের চাবি—

গ—বিশ্বাস বললো, সাত পাক ঘুরেছি, চৌদ্দপাক দিয়ে খুলে দেবো।

খ—তিনটে আখ দমাদম ভাঙলাম তার পিঠে—

মহিম—তিনজনে একসঙ্গে কেস বলছেন। সমস্ত যে গোলমাল হয়ে যাচ্ছে।

ক—আমার আজ হবে, উকিলবাবু। আমার কথা আগে শুনুন—

খ—আমারটাও আজ—

গ—আমারটা—

সমীর একরকম ছুটে এলো সেখানে।

সমীর—আমারটা এক্ষুনি স্যাব। হাকিম এজলাসে এলেই ডাক পড়বে। দু-দিন সাবকাশ নেওয়া হয়েছে।

মহিম—আপনি তো আমার মক্কেল নন—

সমীর—আজ্ঞে না, সুধীর সামন্ত করছিলেন। তাঁব অসুখ। সাবকাশের দরখাস্ত হাকিম আজ ছুঁড়ে ফেলে দিল। ফাইল-ক্লিয়ারের তাড়া। বলে, আজ সাক্ষি হাজির না করলে মামলা

ডিসমিস করে দেবে। আপনার মুহুরির কাছে ওকালতনামা রেখে আমি স্যার আপনার জন্য ছুটোছুটি করছি—

ক খ গ আলোচনা করতে করতে ভেণ্ডারের দোকানে গিয়েছে।

মহিম—ওকালতনামাই সব নয়—

সমীর—না স্যার, তা হবে কেন?

মহিমকে টাকা দিল।

মহিম—এর চেয়েও বড় কথা…এখন, এই শেষ মুহূর্তে—

সমীর—এত শেষ হত না স্যার। দেড় ঘণ্টা ধরে খুঁজছি আপনাকে।

মহিম—কিন্তু মামলা বুঝে নিতে হবে তো?

সমীর—সোজা…হামেশাই এরকম হচ্ছে। নিতান্ত এখন জেদাজেদির ব্যাপার দাঁড়িয়ে গেছে—

মহিম—হাকিম কামরা থেকে পাঁচ-সাত মিনিটের মধ্যে বেরিয়ে পড়বে যে!

সমীর—পাঁচ-সাত সেকেণ্ডের মধ্যে বুঝিয়ে দিচ্ছি স্যার।…আজ ঠিক সতের দিনের কথা, ১৬ই নভেম্বর রাত্তির প্রায় নটায় আমার জানাশুনো একটা মেয়েকে আমারই পুরানো জানাশুনো একজনে অপমান করতে উদ্যত হয়েছিল—

মহিম—(নোটবুকে টুকতে টুকতে) মেয়েছেলের অপমান…রসুন… জায়গাটা?

সমীর—গঙ্গার ধারে পোড়ো-বাগান, সাতাশ নম্বর ছিদাম মিত্তির লেন—

মহিম—(টুকতে টুকতে) সাতাশ নম্বর ছিদাম মিত্তির লেন—পোড়ো-বাগান। বেশ—

সমীর—এই যে…এই সেই মেয়েটি—[অমিতা প্রবেশ করল] মামলার প্রধান সাক্ষি অমিতা মিত্তির। পোড়ো-বাগানে মেয়েটাকে নিয়ে গিয়ে—এই যে দরখাস্তটা দেখুন—

মহিম বারংবার অমিতার দিকে তাকাচ্ছেন। ক খ গ এই সময়ে এসে পড়ল।

ক—হয়ে গেল এদিকে? আমারটা শুনুন উকিলবাবু। বুড়ো বলে, ছেড়ে দে; নয় তো চাবি আনি কেমন করে?

খ—সেই তিনগাছা আখ নিয়ে মশায় কুরুক্ষেত্তোর।

মহিম—নাঃ, জ্বালাতন করলেন আপনারা। আমার মুহুরির কাছে গিয়ে ধীরেসুস্থে বলুন। সে লিখে নেবে। চলুন, বলে দিচ্ছি—

মক্কেলদের নিয়ে মহিম ওদিকে গেলেন।

অমিতা—সমীর-দা, পারব না—আমি পারব না। সারা রাত ঘুমুতে পারি নি। এত বড় মিথ্যে বলতে পারব না আমি—

সমীর—নীলাদ্রি কি অপমান করে নি তোমায়?

অমিতা—করেছে। ভুল ধারণা নিয়ে গালিগালাজ করেছে। কিন্তু তোমায় যে এত বিশ্বাস করতাম—তুমি কি করেছ?

এই সময় মহিম এসে পড়লেন। তাঁকে দেখে সমীর হাসির ভান করল।

সমীর—হ্যাঃ, আমি আর কি করেছি? ওসব বলে কেন আর লজ্জা দাও? ইদানীং ঐ আমার স্বভাব হয়ে দাঁড়িয়েছে—কারো কোন বিপদ দেখলে স্থির থাকতে পারি না। আর সেই জন্যে যত হাঙ্গামা···(নিচু গলায়) ভাল কথা, নেগেটিভ থেকে সেই ফোটো আরও খান পনের ছাপা হয়েছে। দু-চার খানা রাখবে নাকি?

অমিতা রাগে মুখ ফেরাল।

সমীর—অমিতা, অপমানিত হয়েছিলে কিনা সেই সমস্ত একবার শুনিয়ে দাও স্যারকে।

অমিতা—হ্যাঁ, কিন্তু—

মহিম—কিন্তু হওয়াই উচিত।

সমীর—মানে?

মহিম—(গর্জন করে উঠলেন) রাত্রি ন'টার সময় গোড়োবাগানে কেন গিয়েছিলে মা-লক্ষ্মী? আমারও মেয়ে ছিল, থাকলে

এত বড়টা হত। হয়তো বা এমনই হত। মরে গেছে, ভাগ্যিস সে মরে গেছে—

সমীর—যে অপমান করল, তার শাস্তি হবে না উকিলবাবু?

মহিম—আলবৎ হবে। যাতে হয় তার জন্যে প্রাণপণ চেষ্টা করব।... তুমি মক্কেল, মেয়ে তো নও!

অমিতা—মেয়ে হলে বুঝি—

মহিম—শাস্তি তোমাকেই দিতাম। চাবকাতাম।

বিপিন ছুটে এলো।

বিপিন—হাকিম এসে গেছে, এজলাসে বসেছে।

মহিম—যাকগে, যাকগে। মামলা বলো, তাড়াতাড়ি বলো। তুমি ফরিয়াদি; নাম বলো তোমার।

সমীর—সমীর দত্ত। পিতা ঈশ্বর মৃত্যুঞ্জয় দত্ত।

মহিম—আসামি?

সমীর—নীলাদ্রি চৌধুরি—

মহিম—(বিস্ময়-দৃষ্টিতে তাকালেন) কি নাম?

সমীর—নীলাদ্রি চৌধুরি। পিতার নাম জানা নেই। হাল সাকিম—ল-হস্টেল।

মহিম—ল-হস্টেলের নীলাদ্রি চৌধুরি—পোড়ো বাগানবাড়িতে মেয়ের অমর্যাদা করতে যাচ্ছিল, তুমি বাঁচিয়েছ?

সমীর—বাঁচাতে গিয়ে আমার এই দশা—

[নেপথ্যে পেয়াদা হাঁক পাড়ছে—সমীর দত্ত ফরিয়াদি হাজির! নীলাদ্রি চৌধুরি আসামি হাজির!]

সমীর-অমিতা-মহিম ব্যস্ত হয়ে যাচ্ছেন, হঠাৎ ঘ এসে হাজির।

ঘ—সই বাকি আছে উকিল বাবু। এই যে তিনটে সই—

মহিম—(সমীরকে) যাও তোমরা। হাকিমকে আমার নাম করে বলো, সই ক'টা সেরে যাচ্ছি আমি।...কই, কোথায় সই, বের করো।

সমীরেরা চলে গেল। মহিম 'ঘ'-এর হাত থেকে নথি নিয়ে পাতা উলটে উলটে সই করছেন। এমন সময় সুরেন মুহুরি নীলাদ্রিকে নিয়ে এলো। মহিম চোখ তুললেন।

মহিম—কি মুহুরি মশায়, ওদের কেস ছুটো লিখে নিতে বললাম, হয়ে গেছে?

সুরেন—আজ্ঞে না, হচ্ছে। ছোটবাবু এসেছেন। মিথ্যে ফৌজদারিতে জড়িয়েছে ওঁকে। হৃদয় মোক্তার কাজ করছে। লজ্জায় কিছুতে আপনার সামনে আসবেন না, আমি জোর করে নিয়ে এলাম—

মহিম—মক্কেলের কাজ ছেড়ে কেন উঠে এলেন আপনি?

সুরেন—চিনতে পারছেন না? আমাদের ছোটবাবু—নীলাদ্রিবাবু। মিথ্যে কেস চাপিয়ে দিয়েছে ওঁর উপব।

নীলাদ্রি—বাবা, আমি—

মহিম—সাট্ আপ! চোখে ভালো দেখিনে, কিন্তু নিজের ছেলে চিনি। মেয়েলোকের অপমান করে আমাব ছেলে কাঠগড়ায় দাঁড়ায় না। সমীর দত্তের ওকালতনামায় সই করেছি—সে আমার মক্কেল, তাব কাজ করতে যাচ্ছি।

সুরেন—সর্বনাশ! তাহলে যাতে অন্তত মিটমাট হয়ে যায়—

মহিম—মিটমাট হবে না। আইনে যতখানি আছে, সেই শাস্তি দেওয়াব। হৃদয় মোক্তার কেমন করে ঠেকায় দেখি—

সুরেন হতভম্ব হয়ে গেছে।

সুরেন—চৌধুরি মশায়—

মহিম—যান, যান—মক্কেলের কাজ করুনগে মুহুরি মশায়।… কই, আর কোথায় সই বাকি আছে?

মহিম সই করছেন। নীলাদ্রি ও সুরেন মুহুবি চলে গেল। কাজ শেষ করে মহিমও চললেন আদালত-কামরার দিকে। কথা বলতে বলতে পরেশ ও পুলিশ ইনস্পেক্টর প্রবেশ করলেন।

ইনস্পেক্টর—নীলাদ্রির কোন দোষ নেই। শয়তান সমীর দত্ত। আবার সাহস বোঝ—কোর্টে তুলতে গেছে এই সব ব্যাপার।

পরেশ—উঃ, তোমার রিপোর্টটা ক'দিন আগে যদি পেতাম অনাদি—

ইনস্পেক্টর—রিপোর্ট আগে পেলে আমরা পুলিশ থেকেই মামলা খতম করে দিতাম। এদ্দূর গড়াতে পারত না।

পরেশ—বিলাসকুঞ্জে রাত কাটিয়েছে, আর আমায় এসে একশ' গণ্ডা মিথ্যে বানিয়ে বলল। ধরাও পড়ে গেল।...তোমায় বলতে কি অনাদি, অমিতার এটাচিকেস থেকে সমীরের ভলন্টিয়ারের পোশাক বেরিয়েছে, পকেটে নাম-লেখা সিগারেট-কেস—

ইনস্পেক্টর—তবে দেখতে পাচ্ছ, ভাগনীটি তোমার কম নয়। সাংঘাতিক মেয়ে। দু-জনের ষড়যন্ত্র।

পরেশ—মোটর-দুর্ঘটনার ব্যাপার তা হলে—

ইনস্পেক্টর—একদম বাজে। ট্যাক্সির পাত্তা মিলল না, নম্বরটা অবধি কেউ নিয়ে রাখে নি। অমনি একটা রটনা করেছে, সাফাইয়ে যদি দরকার পড়ে। তুমি জানো না পরেশ, ঐ চরিত্রের ছেলেমেয়ে—ওদের অসাধ্য কাজ নেই।

পরেশ—হ্যাঁ, সব করতে পারে ওরা। আমার উঁচু মাথা হেঁট করে দিল। একটু যদি আঁচ দিতে ক'টা দিন আগেও—

ইনস্পেক্টর—আমরাই বা জানব কি করে? বললে, ভাগনী হারিয়েছে; আবার খবর দিলে, পাওয়া গেছে। ব্যস, খতম। হোটেলের এনকোয়ারিতে পাওয়া গেল সমীর-অমিতার ব্যাপার। সেই অমিতাই যে তোমার ভাগনী—

পরেশ—(ইনস্পেক্টরের হাত জড়িয়ে ধরে) তুমি বাল্যবন্ধু। ব্যাপারটা নিয়ে হৈ-চৈ না হয় ভাই, খবরের কাগজে না ওঠে—

ইনস্পেক্টর—প্রসিকিউসান উকিলকে তো দেখাতেই হবে। মহিম চৌধুরি দাঁড়িয়েছে, দুঁদে উকিল, তন্নতন্ন করে না দেখে ছাড়বে না। হাকিমকে বলব আমি, মহিমবাবুকেও অনুরোধ করব,

ব্যাপারটা না ছড়ায়। তবে এটাও তো দেখতে হবে, নির্দোষী সাজা না পায়, নীলাদ্রি চৌধুরি খালাস পেয়ে যায় যাতে—

পরেশ—দেখতে হবে বই কি।

ইনস্পেক্টর—আচ্ছা, দেখি গিয়ে ওদিককার ব্যাপার—

পরেশ পান-বিড়ি-লেমনেডের দোকানে গেলেন। লেমনেড খাচ্ছেন। ইনস্পেক্টর আদালত-কামরার দিকে যাচ্ছেন। এমন সময় বিপিন এলো।

বিপিন—ইনস্পেক্টর বাবু, আসামি বেকসুর খালাস। সাক্ষি বিগড়েছে। সাক্ষির কাঠগড়ায় অমিতা মিত্তির হলপ পড়ে বলে গেল, সমীর অত্যাচার করছিল—নীলাদ্রি চৌধুরি তাকে বাঁচাল।

ইনস্পেক্টর—বলো কি হে? সমীরের বিরুদ্ধে সাক্ষি দিল মেয়েটা? দু-জনের যোগসাজসের ব্যাপার—গণ্ডগোল কিছু তবে ঘটেছে ওদের মধ্যে। বাঁদর ছেলেমেয়েগুলোর কাণ্ডই আলাদা!

ইন্‌স্পেক্টর আদালত-কামরার দিকে ছুটলেন। সমীর উত্তেজিত ভাবে এলো।

সমীর—সমস্ত বরবাদ। জানতাম না, মহিম উকিল নীলাদ্রির বাবা। খালাস হয়ে বাপে-বেটায় চলে আসছে।

বিপিন—সামাল হয়ে চলাফেরা কোরো সমীর। একবার পিটে সাহস বেড়ে গেল কিনা—এর পরে দেখা হলেই তো নীলাদ্রি পিটতে আসবে। এত করে বললাম, মামলার তালে যেও না। তা নয়, অপমান করেছে! মহামানী রাজা দুর্যোধন হয়ে পড়েছ কিনা—একটা কি দুটো ঘা পড়তে না পড়তেই অপমান হয়ে যায়। বোঝ এবার—

সমীর—ছাড়ছিনে আমি অমিতাটাকে। দেখে নেবো। সর্বনাশ করব আমি তার—

পরেশ ফিরছেন; তাঁকে দেখে সমীর দ্রুত কাছে গেল।

সমীর—নমস্কার পরেশবাবু। ভয়ানক ব্যাপার। ফোটো দিচ্ছি, চেয়ে দেখুন আপনার ভাগনীর কাণ্ড—

পরেশ—(ফোটো ছুড়ে ফেললেন) দূর হও। কাণ্ড তো তোমারই সঙ্গে।···বিলাসকুঞ্জে হু'জনে রাত কাটিয়েছ—

সমীর—কে বলল ?

পরেশ—ন্যাকা সেজো না। পুলিশ-ইনস্পেক্টর আমার ছেলেবয়সের বন্ধু। সে নিজে হোটেলে এনকোয়ারি করেছে। রিপোর্ট দেখেছি। রাস্কেল—

রাগ করে অন্য দিকে চলে গেলেন।

সমীর—অ্যাঁ, বলে কি ? আমি আর অমিতা বিলাসকুঞ্জ বোর্ডিং-এ—

বিপিন—ভালই তো! জব্দ করবার কায়দা পেলে। ছবিতে জত হচ্ছিল না; রিভলবার থাকলেই যে ডাকাত মেয়ে হবে, তার কোন মানে আছে ?

সমীর—কী ব্যাপার! দেখ তো বিপিন হোটেলে খোঁজ নিয়ে। মিছা-মিছি আমায় বদনামের ভাগী হতে হচ্ছে—

বিপিন—বদনামে ডরাও তুমি ? তবে হ্যাঁ, বলতে পার, মিছামিছি হচ্ছে, এইটে বড় ক্ষোভ। সত্যি কেন হল না!

নীলাদ্রি আসছে। বিপিন চোখ টিপছে সমীরকে সবে যাবার জন্য। সমীর বুঝতে না পেরে পিছন ফিরে দেখতে পেল নীলাদ্রিকে।

সমীর—মামলা জিতে এলে, অভিনন্দন জানাচ্ছি। হাজার হোক, পুরানো বন্ধু—

নীলাদ্রি—সঙ্কোচ হয় না সামনাসামনি দাঁড়াতে ? নির্লজ্জ বেহায়া কোথাকার!

সমীর ও বিপিন চলে গেল। মহিম ও স্বরেন মুহুরি আসছেন।

মহিম—মুহুরি মশায়, রাগ দেখেছ তোমাদের ছোটবাবুর! কথা নেই, বার্তা নেই, মুখ ফিরিয়ে চলে যাচ্ছেন।

নীলাদ্রি—আপনি তো আমায় চেনেন না।

মহিম—চিনব কি করে ? মহিম চৌধুরির ছেলে, মুকুন্দ চৌধুরির নাতি মেয়েমানুষের অমর্যাদা করে কাঠগড়ায় দাঁড়িয়েছে—এ কি হতে পারে ? কখনো হয় না।

নীলাদ্রি—হয় না যে, তা তো দেখলেন।

মহিম—হবে কোত্থেকে? তোর বাবার তোর চৌদ্দপুরুষের এত বড় সাহস হয় নি, তোর অমনি হলেই হল?…আয়, শোন্, একটা নতুন র‍্যাকেটের টাকা দিচ্ছি—

নীলাদ্রি—র‍্যাকেটের টাকা দেবেন আপনি?

মহিম—হ্যাঁ দেবো, এক্ষুণি দিচ্ছি—

নীলাদ্রি—তা হলে মেনে নিলেন, খেলাধূলায় উৎসাহ দেওয়া উচিত?

মহিম—খেলা মানে? খেলার জন্যে র‍্যাকেট দিচ্ছি নাকি? এই সব কাজে লাগাবি। বিবেকানন্দ-অরবিন্দের দেশে যারা অসৎ দুশ্চরিত্র, তাদের মাথা ফাটাবি এমনি করে।…কিন্তু মেয়েটার মুখের দিকে তাকালে কেমন যেন মায়া লাগে। ও মেয়ে খারাপ ভাবতে পারা যায় না।

নীলাদ্রি—খারাপ নয় বাবা। সমীরের চক্রান্তে পড়েছিল।

মহিম—তাই যেন হয়। যত-কিছু জেনেছি, মিথ্যে হয় যেন।… খুকীর কথা মনে আছে তোর নীলু?

নীলাদ্রি—আছে ঝাপসা মতন। আমিও তো ছোট তখন।

মহিম—সাড়া পেলেই 'বাবা' বলে কাছে ছুটে আসত। সে চলে গেছে, তার কথা একেবারে ভুলে গিয়েছিলাম। ভুগে ভুগে কঙ্কালসার হয়ে খুকি আমার সেই যে চোখ বুজেছিল, আজকে কোর্টের মধ্যে হঠাৎ মনে হল নীলু, নতুন স্বাস্থ্য নিয়ে সে আবার আমার সামনে দাঁড়িয়েছে। খুকি দেখতে ঐ অমিতার মতোই ছিল—কি বলো মুহুরি মশায়?

সুরেন—আজ্ঞে না। এমন-কিছু নয়। একটু-আধটু যদি—

মহিম—একটু-আধটু? তোমরা কি চোখ মেলে দেখ, না আর কিছু? আমার এই ঝাপসা নজরে দেখতে পেলাম অবিকল সেই চেহারা, আর তুমি বলছ কিনা…মেয়েটা কোথায় গেল রে নীলু?

নীলাদ্রি—জানি না—

মহিম—জানো না, তা একটু খোঁজ নিয়ে দেখা তো উচিত।

নীলাদ্রি—কি হবে খুঁজে ?

মহিম—কি হবে খুঁজে ! তা ঠিক। মেয়েটা ভাল নয়, সত্যিই ভাল নয়। তবু খোঁজ নেওয়াটা হল ভদ্রতা। বুঝলে ?··· ভদ্রলোকের ছেলে, সব সময় ভদ্রতা-জ্ঞান যেন বজায় থাকে—

নেপথ্যে পরেশের গলা।

পরেশ—আমার উঁচু মাথা হেঁট হয়ে গেল। পা ছুঁসনে বলছি হারামজাদি—

পরেশ ঘাড়ধাক্কা দিয়েছেন। অমিতা পড়তে পড়তে সামলে নিল।

মহিম—একি, পরেশবাবু ?

পরেশ—আপনি সমস্ত জানেন। পুলিশের রিপোর্টও দেখেছেন—

মহিম—স্ত্রীলোকের গায়ে হাত ? আপনার পরে তো শ্রদ্ধা থাকল না—

পরেশ—(অমিতার প্রতি) মরে যা, মরে যা—

মহিম—করছেন কি ? ছি-ছি, ভাগনী হয় আপনার—

পরেশ—না, কেউ নয়। আমার অতি-বড় শত্রু। বাড়ির ত্রিসীমানায় কোন দিন পা ফেলবিনে। ঘেন্না করি তোকে। থু-থুঃ—

অমিতা—মামা, মামা—

পরেশ চলে গেলেন। অমিতাও পিছনে পিছনে চলল।

মহিম—ঘেন্না আমিও করি, নিশ্চয় করি। বুঝলে নীলু, এই বিবেকানন্দ-অরবিন্দের দেশের কলঙ্ক হয়ে এসেছে এরা। ···কিন্তু কি করা যায়, বলো তো নীলাদ্রি ?

নীলাদ্রি—চলুন বাবা।

মহিম—হ্যাঁ, তাই চলো।···কিন্তু কি করা যায় ? মামা তাড়িয়ে দিচ্ছে। আর যাই হোক, মেয়েটা তোমায় বাঁচিয়ে দিল, ওর সাক্ষিতেই চক্রান্ত ফেঁসে গেল—

টলতে টলতে অমিতা প্রবেশ করল।

মহিম—কোথায় চলেছ ?

অমিতা—আর কোথাও না হয়, গঙ্গায়—

মহিম—দেখ, দোষ করে ফেলেছ—রাগটা কম কোরো, সুখে থাকবে।

অমিতা—পথ ছাড়ুন।

মহিম—ভয়ের কথা বলছ, পথ ছাড়ি কি করে ?

অমিতা পাশ কাটিয়ে চলে যায় দেখে মহিম হাত ধরে ফেললেন।

অমিতা—কেন, কেন আপনি ধরছেন ?

মহিম—ভয় ধরিয়ে দিচ্ছ যে !

অমিতা—মামা তাড়িয়ে দিয়েছেন, বাবা তো নেই—

মহিম—বাবা থাকলেও তাড়াতেন। হলফ করে বলতে পারি। দোষটি কি করেছ বলো তো ! রাগ তো আছে ষোল আনা !

অমিতা—দোষ ভাগ্যের। যান, কাটা ঘায়ে নুনের ছিটে দেবেন না। আমার কেউ নেই, এ পৃথিবীতে আমার জায়গা নেই।

মহিম—আমার বাড়িতে আছে—

অমিতা—আপনার বাড়িতে ?

মহিম—আলবৎ। মহিম চৌধুরি কাউকে ভয় করে নাকি ? তুমি আমার ভাগনী নও, মেয়েও নও—রক্তের সম্পর্ক ছিটেফোঁটাও নেই। আমার তো মাথা হেঁট হবে না, আমার কি ! হাঃ হাঃ হাঃ !

মহিম চৌধুরি আপন-ভোলা হাসি হাসতে লাগলেন।

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

(ক) মহিমের বাড়ি। শোবার ঘর। খাট-বিছানা প্রভৃতি একদিকে, অপর দিকে জলচৌকি-ড্রেসিংটেবল।

অমিতা প্রসাধনে ব্যস্ত। নীলাদ্রি এল ; তার হাতে র‍্যাকেট।

নীলাদ্রি—শোন—

অমিতা—চুপ, চুপ। ব্যস্ত···দেখছ না?

নীলাদ্রি—গান গাও একটা।

অমিতা—ভাল গাইয়ের গান তো শুনবেই একটু পরে।

নীলাদ্রি—কীর্তন? ধর্মকর্ম আমাদের সহ্য হয় না—আমার না, বাবারও না—

অমিতা—কিন্তু মা'র?

নীলাদ্রি—মাকে নিয়ে তো মুশকিল। তিনি আর এক জগতের মানুষ।···বাজে কথা দিয়ে ভোলাবার মতলব! বলো, গাইবে কিনা?

অমিতা—না।

নীলাদ্রি—বেশ, চললাম তবে। বাবাকে গিয়ে বলিগে—

গমনোদ্যত।

অমিতা—শোন, শোন। কি বলবে বাবাকে?

নীলাদ্রি—বলব, অমিতার সঙ্গে বিয়ের দিন ঠিক করুন।

অমিতা—আজকে বাড়িতে এত লোকজন। তার মধ্যে ঐ সব—

নীলাদ্রি—বিয়ে না হলে জব্দ হচ্ছ কই? 'পতি পরম গুরু' হয়ে কাণ্ডটা কি করি দেখো। বলবই আজ—

র‍্যাকেট উঁচিয়ে প্রহারের ইঙ্গিত করল।

অমিতা—বেশ, বলোগে। বাবা যা মানুষ—ঠিক কানমলা খেয়ে আসবে।

নীলাদ্রি—তোমার নাম করে বলব যে অমিতা অস্থির হয়ে পড়েছে—

অমিতা—মিথ্যে কথা।

নীলাদ্রি—তোমার মনের কথা। আচ্ছা, দেখ তবে—

অমিতা—শোন শোন।···তা তুমি পার, তোমায় বিশ্বাস নেই।

নীলাদ্রি—তবে শোনাও গান। এই বসলাম।

নীলাদ্রি খাটের উপর বসল। অমিতা প্রসাধন করছে আর গান গাইছে :

ফুলের মালা চাইনে তোমার ; গানে—গানে—গানে—
মায়ার কাজল পরে এলে প্রাণের মধ্যখানে।

হঠাৎ অমিতা দেখে, নীলাদ্রি র‍্যাকেটটা বেহালার মতো ধরে বাজাবার ভান করছে। সে গান বন্ধ করল।

অমিতা—ঠাট্টা ? গাইব না আমি।

নীলাদ্রি—বেশ, রইল এসব। এবার ?

ব্যাকেট রেখে দিল, তবু অমিতা ফিরে তাকায় না। প্রসাধনে ব্যস্ত।

নীলাদ্রি—শেষ করো লক্ষ্মীটি। আহা, চমৎকার লাগছে।

অমিতা—চমৎকার লাগলেই গাইতে হবে ? আমার লজ্জা করে না বুঝি !

নীলাদ্রি—এখানে তো কেউ নেই।

অমিতা—তুমি রয়েছ।

নীলাদ্রি—আমার কাছে লজ্জা ! তুমি স্ত্রী হতে যাচ্ছ—আমি হব স্বামী—

অমিতা—তবু পুরুষমানুষ।

নীলাদ্রি—তা বটে ! স্বামী হই, যা-ই হই—পুরুষমানুষ তো বটে !··· আচ্ছা, এইবার আড়াল হয়ে গেল—

ব্যাকেট দিয়ে মুখ আবৃত করল।

অমিতা—চোখ বোজ।

নীলাদ্রি—বেশ—

চোখ বুজল।

অমিতা—মুখ ফেরাও।

নীলাদ্রি—আচ্ছা—

মুখ ফেরাল।

অমিতা—দেখবে না কিন্তু। খবরদার !

অমিতা গান শুরু করল :

বাতায়নে ভিড় করেছে বন-বিহগের দল
গানে গানে হৃদয় দু'টি হল রে উতল—
মন পেয়েছে সুরের পাখা ; উধাও তোমার পানে—
দু'জনে আজ একলা হলাম প্রাণের মধ্যখানে।

অমিতা—ঐ যে দেখছ, ঘাড় ফিরিয়েছ···দুষ্টু, দুষ্টু, দুষ্টু কোথাকার!

অমিতা ছুটে গিয়ে নীলাদ্রির মুখ অন্যদিকে ফিরিয়ে দিল। হাতে ছিল ফেসক্রীম। অমিতার দুষ্টামি নিশ্চয়—তারই সাদা দাগ লাগল নীলাদ্রির মুখে। অমিতা ছুটে পালাল।

নীলাদ্রি—দাঁড়াও, দিচ্ছি চালাকি ভেঙে—

সে-ও ছুটল।

(খ) মহিমের বৈঠকখানা। ঘরে অনেক অয়েলপেন্টিং। টেলিফোন আছে। গড়গড়া, কিন্তু কলকে নেই। মহিম মনোযোগের সঙ্গে মোকর্দমার নথিপত্র দেখছিলেন, এমন সময় অমিতা প্রবেশ করল।

অমিতা—বাবা!

মহিম—বোসো, ঠাণ্ডা হয়ে বোসো দিকি চঞ্চলা মা আমার।

অমিতা—বসি কি করে? বাড়িতে এত বড় ব্যাপার, কত দিকে কত কাজ—

মহিম—না, তুমি কাজ করতে পারবে না : মা-জননী চুপটি করে খালি বসে থাকবে। কাজের লোক আমি দেখতে পারিনে।

অমিতা—দেখতে পারেন না?

মহিম—না, দু'চক্ষে দেখতে পারিনে।

এই সময়ে নীলাদ্রি এল। মহিমকে দেখে সে থতমত খেয়ে দাঁড়াল।

মহিম—তুই এখানে?

নীলাদ্রি—এই···যাচ্ছি—

মহিম—তা তো দেখছি হে নবাব-পুত্তুর। কিন্তু, কোন্ দিকে ?

নীলাদ্রি—মানে আজকে হল ঝুলন-পূর্ণিমা। মা পাড়ার মেয়ে-পুরুষ সব নেমন্তন্ন করেছেন—

মহিম—তোমার আড্ডা দেবার জন্য হয়েছে! সেই ধান্দায় চলেছ। লজ্জা করে না ?

নীলাদ্রি—আজ্ঞে ?

মহিম—অকেজো লোক আমার দু'চক্ষের বিষ। সর্বক্ষণ একটা না একটা কাজ নিয়ে থাকবি।···দেখ্, এই একটা কাজের লোক—মাথা ভাঙলেও কাজ না করে শুনবে না।

নীলাদ্রি—(নিম্নকণ্ঠে) কাজ কত !

মহিম—এগজামিন এসেছে—আমি ভাবছি, শ্রীমান বই নিয়ে বসেছেন।

নীলাদ্রি—আজকের এই গণ্ডগোল, নেমন্তন্ন-আমন্ত্রনের মধ্যে—

মহিম—হুঁ, হুঁ !

নীলাদ্রি—আজ্ঞে, পড়া হল তপস্যা—

মহিম—তাই তপোবনের আবশ্যক ? বেশ তো, তোমার মা আর অমিতা যে ঘরে শোয়—তারই বারাণ্ডায় আপাতত তপোবন বানিয়ে নাও গে।

নীলাদ্রি—কোথায় ?

মহিম—অমিতার ঘরের বারাণ্ডায়। বাড়ির সবাই মচ্ছবের আয়োজনে আছে—ওদিকে কেউ যাবে না, কিছু অসুবিধা হবে না।

নীলাদ্রি—আজ্ঞে না, কোন অসুবিধা হবে না।

নীলাদ্রি অমিতাকে ইঙ্গিতে যেতে বলছে, অমিতা দুষ্টুমি করে অস্বীকার করছে। শেষে অমিতা রাজি হল।

নীলাদ্রি—দু'মিনিটের মধ্যে কিন্তু—

মহিম—(মুখ তুলে) দু'মিনিটের মধ্যে—কি ?

নীলাদ্রি—পড়তে বসব। খানে, এগজামিন একেবারে এসে পড়েছে কিনা—দেরি করা ঠিক নয়।

এতক্ষণে নীলাদ্রির মুখের দিকে মহিমের নজর পড়ল।

মহিম—মুখে কিসের দাগ ?

নীলাদ্রি—দাগ ? কিসের দাগ ? ওঃ, টেবিলে কালি ঢেলে পড়েছিল, তাই কি রকম করে লেগে গেছে।

মহিম—কালি আজকাল সাদা হয়ে গেছে ? সাদা কালিতেই এগজামিন দেবে—হ্যাঁ, বুঝতে পারছি।

নীলাদ্রি—(আয়নার কাছে গেল) তাই তো—সাদাই বটে !

মুখ মুছতে মুছতে তাড়াতাড়ি চলে গেল। আবার ফিরে অমিতাকে দুটো আঙুল দেখিয়ে ইঙ্গিত করে গেল। মহিম ফড়ফড় করে খুব গড়গড়া টানতে লাগলেন।

অমিতা—(হেসে উঠল) হি-হি-হি ! গড়গড়া টানছেন বাবা, কলকে নেই—

মহিম—অ্যাঁ ?

অমিতা—কলকেই নেই যে মোটে।

মহিম—তাইতো, হারাণীকে কখন বলেছি তামাক দিয়ে যেতে। (হারাণী কলকেয় ফুঁ দিতে দিতে এলো) কখন বলেছি তামাক দিয়ে যেতে—কি হচ্ছিল ?

হারাণী—নীলুবাবু ডাকলেন—

মহিম—কেন ? কি বলে ?

হারাণী—কলম খারাপ হয়ে গেছে। অমিতা-দিদি গিয়ে একবার যদি—

মহিম—কেন ? আমার মা-জননী কলমের মিস্ত্রি নাকি ?

অমিতা—আমার কলমটা চান বুঝি ! দেখে আসি।

মহিম—না, কক্ষণো যাবে না। নবাবপুত্তুর কলম ভাঙবেন, কালি ঢালবেন, বই ছিঁড়বেন—গুষ্টিসুদ্ধ তাই সামলে বেড়াবে !·· বুঝলে

মা, ওর যদি কিচ্ছু হয়! (খোলের আওয়াজ) ও কি? জানলা দাও, ভাল করে এঁটে দাও—

অমিতা—খুব ভাল কীর্তন হবে বাবা—

মহিম—আরে গান তো! গান শুনলে আমার মাথা ধরে।

অমিতা—মা'র হুকুমে মুহুরি মশায় অনেক খুঁজেপেতে—

মহিম—চাকরি যাবে এবার সুরেন মুহুরির। গিন্নি গিন্নি, বুড়ো হলে মানুষের অনেক ব্যাধি হয়, ভজন-পূজন তার মধ্যে একটা। গিন্নি!

অমিতা ডাকতে যাচ্ছিল, এই সময়ে মহামায়া এলেন।

মহামায়া—কি বলছ?

মহিম—(রাগত ভাবে) বলছি, বুড়ো হলে মানুষের অনেক ব্যাধি হয়—

মহা—যেমন তোমার চোখের। কিন্তু আমার তো কানের ব্যাধি নেই—অত চেঁচাচ্ছিলে কেন?

মহামায়ার মেজাজ দেখে মহিম সামলে নিলেন।

বাইরে শিস। তারপর নীলাদ্রি মুখ বাড়িয়ে ইসারা করতে লাগল। অমিতার গ্রাহ্য নেই। মহামায়ার নজর পড়ল।

মহা—ডাকছিস, খোকা?

নীলাদ্রি—হ্যাঁ।

নীলাদ্রি সরে গেল। মহামায়াও গেলেন।

মহিম—আরে মেয়ে, অবাধ্য যাচ্ছেতাই মেয়ে—বলছি, কাজের মানুষ দু'চক্ষের বিষ, তবু চুরি করে কাজ করছ?

অমিতা—দুটো পাকা চুল তুলব, তা-ও দেবেন না?...বেশ থাকল—

মহিম—ওরে বাস্ রে! রাগ করতে হবে না। দিলাম মাথা পেতে—দেখি, কেমন শিখেছ।

অমিতা—(মুখে হাসি ফুটল) শিখব কোথা? মামার পাকা চুল নেই। বাবা তো চুল পাকবার আগেই—

মহিম—হয়েছে তেমনি—দর্প ভেঙেছে। এবার এই বুড়ো ছেলের মাথা-ভরা শণক্ষেত।

অমিতা—দর্প নয়, মনে বড় ক্ষোভ ছিল বাবা। ও আমি থাকতে দিচ্ছিনে, সমস্ত তুলে ফেলব।

মহামায়া প্রবেশ করলেন।

মহামায়া—বসে বসে চুল তুললেই চলবে অমিতা? এক্ষুণি গান শুরু হবে—পাড়ার সবাই আসবেন।

মহিমা—এই এক উপসর্গ। ছেলেটার এগজামিন সামনে, কত অসুবিধে—

মহা—অসুবিধে বাপের—

মহিম—নিশ্চয়।

মহা—দেখ, বুড়ো হয়েছ—ঠাকুরদেবতার কথা-টতা শোন এবার থেকে।

মহিম—গান হচ্ছে, ঠাকুরদেবতা কোথায়?

অমিতা—কীর্তন-গান বাবা—

মহা—চিরটা কাল আইনের কচকচি করে কাটালে। কীর্তন ঠাকুর-দেবতার গান, তা-ও জান না?

মহিম—জানিনে আবার! ঠাকুরদেবতার কীর্তন কত শুনেছি! আরে, আজই তো একটা তুমি গাচ্ছিলে মা-জননী—

অমিতা—আমি কখন গাইলাম কীর্তন?

মহিম—হ্যাঁ হ্যাঁ, গেয়েছ বই কি! ভেবেছ, বুড়ো ছেলেটা কিচ্ছু বোঝে না, বোকা! সেই যে সকালবেলা গুণ-গুণ করে গাচ্ছিলে, আমি জানলায় গিয়ে দাঁড়ালাম। কি গানটা ভালো—বলো, বলো না গো—

অমিতা—ভোমরা গুঞ্জরে—

মহিম—ঐ! 'ভোমরা গুঞ্জরে, কী মধুর! ঠাকুরদেবতার কথা কি না! কুঞ্জভঞ্জনের পালা, দাশু রায়ের গান। আমায় রোজই শুনিও ঠাকুরদেবতার কথা, আমি শুনব।

মহামায়া—আচ্ছা।

মহামায়া ও অমিতা হাসিমুখে চললেন।

মহিম—তৈরি হয়ে এসো মা-জননী, আমিও যাচ্ছি।

মহামায়া—তুমি শুনবে গান?

মহিম—আলবৎ! পরকালের ভাবনা ভাবতে হবে তো! তুমি যাচ্ছ, আমার মা-জননী যাচ্ছেন, আর আমি এখানে মামলার নথি ঘেঁটে বেড়াই! বয়ে গেছে। আমি শুনব, দিন-রাত গান শুনব। শিগগির এসো তোমরা, আমি চটপট গুছিয়ে নিচ্ছি।

মহিম তাড়াতাড়ি কাগজপত্র গোছাতে-লাগলেন।

(গ) শোবার ঘর। অমিতা ও মহামায়া ঘরের মধ্য দিয়ে যাচ্ছিলেন। মহামায়া চলে যেতেই কোন দিক দিয়ে নীলাদ্রি এসে অমিতার পথ আটকাল।

অমিতা—পথ ছাড়ো, কাপড়-চোপড় পরে নিইগে—

নীলাদ্রি—কেন?

অমিতা—কীর্তন শুনতে যাচ্ছি যে!

নীলাদ্রি—যাওয়া হবে না।

অমিতা—তার মানে?

নীলাদ্রি—মানে খুবই প্রাঞ্জল। আরও তিরিশ-চল্লিশ বছর কাটুক—দাঁত নড়বড়ে হোক, চুল পাকুক। কীর্তন-ভাগবত-কথকতা শুনবার সময় তখন—এখন নয়।

অমিতা—কিন্তু বাবা যাচ্ছেন, মা যাচ্ছেন—

নীলাদ্রি—তা হলে আরও সুবিধে। স্বচ্ছন্দে তাঁরা যান—মহানন্দে সমস্ত রাত ভগবানের নামামৃত পান করুন। ভগবান তাঁদের সুমতি দিন, রোজই গিয়ে গিয়ে শুনুন এই রকম।

অমিতা—দেরি করিয়ে দিও না। বাবা আমাকে তৈরি হতে বলেছেন।

নীলাদ্রি—আর তুমি তৈরি হতে চলেছ? বুদ্ধি করে কেন বললে না যে, অসুখ করেছে?

অমিতা—তা বই কি। অমনি খাওয়া-বন্ধের হুকুম হয়ে যেত। বাড়িতে আজ এতসব আয়োজন, আর আমি উপোস করে মরি!

নীলাদ্রি—খাওয়া—খাওয়া—পেটুক কোথাকার! যাও—

দরজা ছেড়ে সরে দাঁড়াল। অমিতা নির্বিকার ভাবে চলে যায় দেখে আবার ছুটে সামনে এল।

নীলাদ্রি—কথা দিয়ে যেতে হবে—

অমিতা—কি?

নীলাদ্রি—খুব শিগগির ফিরবে। ওঁরা থাকবেন, তুমি একা চলে আসবে।

অমিতা—তা কি করে হয়?

নীলাদ্রি—বুদ্ধি থাকলে হয়। একটু পরে বলবে, ঘুম পাচ্ছে। বলেই চলে আসবে। কত কি বলবার আছে—কথা এই গলা অবধি ছাপিয়ে উঠছে।

অমিতা—আচ্ছা।

নীলাদ্রি—বলো কতক্ষণে ফিরবে। কুড়ি মিনিট? একুশ? বাইশ?

অমিতা—আচ্ছা—

নীলাদ্রি—মনে থাকে যেন। না শুনলে নিজে গিয়ে পড়ব। আমার রাগ খারাপ—

অমিতা—কিন্তু নতুন ব্যবস্থা কি হচ্ছে জানো?

নীলাদ্রি—জানি, এখানে পড়াশুনোর জুত হচ্ছে না বলে—

অমিতা—আবার হস্টেলে যেতে হবে। সেখানে পড়ার সুবিধে।

নীলাদ্রি—হস্টেলে না পাঠিয়ে বনবাসে পাঠালে তো আরও সুবিধে হয়।

অমিতা—তুমি দু'মাস বাড়িতে, হস্টেলের ঘরে তালা দেওয়া। বাবা টাকা গুণে যাচ্ছেন। তাই বলছিলেন—

নীলাদ্রি—বনবাসে গেলে টাকাও গুণতে হবে না। আজই একটা হেস্তনেস্ত হবে। বিয়ের কথা বলব বাবাকে।

অমিতা—না, না—

নীলাদ্রি—কেন?

অমিতা—তিনি ক্ষেপে যাবেন। এমন ভালো, কিন্তু এ রকম জেদ—

নীলাদ্রি—আমি ওঁরই ছেলে। জেদ আমারও আছে। কিছু গ্রাহ্য করিনে।

মহিম এলেন। সঙ্গে সঙ্গে নীলাদ্রি যেন আর এক মানুষ।

মহিম—কি, এখানে কি?

নীলাদ্রি—বই—

মহিম—বই শোবার ঘরে?

নীলাদ্রি—আজ্ঞে, জিজ্ঞাসা করতে এসেছি। মানে—কালকে শোবার সময় বই উপরে নিয়ে গিয়েছিলাম, খুঁজে পাচ্ছিনে।

মহিম—ইস, বড্ড যে অভিনিবেশ! আজকাল ঘুমিয়ে ঘুমিয়েও পড়া হচ্ছে নাকি?

নীলাদ্রি—একজামিন সামনে কিনা—ভাবলাম, যতক্ষণ ঘুম না আসে পড়া যাবে।

মহিম—তা ভাল। এখন হারিয়ে নিশ্চিন্ত হয়েছ তো? আবার আমার টাকা পাঁচেক গচ্চা লাগাও। হারাণী, হারাণী!

অমিতা—আমি ডেকে দিচ্ছি বাবা।

অমিতা চলে গেল।

মহিম—নবাবের বেটার বই জোগাতে জোগাতে ফতুর হলাম।

নীলাদ্রি—হারায় নি নিশ্চয়—আছে কোথাও। মানে, বারবার উপর-নিচে টানাটানি—

মহিম—অসুবিধা হচ্ছে। হস্টেলে চলে যাও। একজামিনের মুখে বাড়িতে আসাই উচিত হয় নি। হারাণী!

হারাণী এল।

মহিম—দেখ্, এই ইয়ে—বই টানাটানি করে নীলুর বড্ড অসুবিধা হচ্ছে—

নীলাদ্রি—আজ্ঞে, ও একটু-আধটু—তার জন্যে কিছু ভাববেন না, মানিয়ে গুছিয়ে নেবো।

মহিম—না হে, তোমার মা'র মচ্ছব এই রকম এখন মরশুম ভোর চলবে। হস্টেলে আজই যাও।···এক কাজ কর্ হারাণী, নীলুর বই-টই বেঁধে রাখ্—দরোয়ান হস্টেলে রেখে আসবে। আর চট করে খাবারের বন্দোবস্ত করতে বল্। নীলু এখানে খাবে, শোবে গিয়ে হস্টেলে। বুঝলি?

হারাণী—আজ্ঞে—

মহিম—কি বুঝলি, বল্তো একবার।

হারাণী—দাদাবাবু শোবে এখানে, খাবে হস্টেলে, বই-টই সব গুছিয়ে তুলে রাখতে হবে।

মহিম—আমার মাথা! নীলু, নিজে গুছিয়ে নে।

অমিতার প্রবেশ।

নীলাদ্রি—এক্ষুণি?

মহিম—হ্যাঁ, এক্ষুণি। একজামিন সামনে—এক-একটা সেকেণ্ড যে এখন এক-একটা দিনের সমান।···তুমি এখনো কাপড়-চোপড় বদলাও নি। কি, করছিলে কি এতক্ষণ?

অমিতা ইঙ্গিত করে—বলে দেব?' নীলাদ্রি অনুনয় করে—'না, না—'

অমিতা—খুঁজে পাচ্ছি নে বাবা—

মহিম—কি? কি?

অমিতা—কানের দুল—

মহিম—রয়ে গেছে। ভারি তো দাম! বিশ-পঞ্চাশ টাকা—তা যাকগে। তুমি মুখ ভার কোরো না মা-জননী, কালই স্যাকরা ডাকব—ওর চেয়ে ভাল জিনিস, হীরে-বসানো দুল গড়িয়ে দেবো। (নীলাদ্রির প্রতি) যা, যা, যাচ্ছিস না এখনো?

(চিন্তিত ভাবে) কিন্তু এখন যাবে কি পরে? পাড়ার দশটি মেয়েছেলে আসবেন···(মহামায়ার প্রবেশ) গিন্নি, কানের দুল আছে?

মহামায়া—দুলের দোকান করেছি কি না! কে পরবে? (মহিম অমিতাকে দেখালেন) অমির কানে তো ঐ রয়েছে। তোমার পরতে হয় তো বলো।

অমিতা—(নীলাদ্রি সরে গিয়ে এক কোণে দাঁড়িয়েছিল, তার দিকে চেয়ে দুষ্টুমির হাসি হাসল) তাই তো! কানেই আছে দেখছি।

মহিম—কানেই আছে, অথচ তুই দেখিস নি—আমিও না। যেমন হাবা মা তেমনি হাবা ছেলে! হা-হা-হা—(হঠাৎ হাসি থামিয়ে) ওঃ বুঝেছি—ফাঁকি, ফাঁকি! বুঝলে গিন্নি, ফাঁকি দিয়ে আমার কাছ থেকে কথা আদায় করে নিল। বেশ, তাই হবে, মহিম চৌধুরি এক কথার লোক সবাই জানে। কথা যখন দিয়ে ফেলেছি, কালই স্যাকরা ডাকব। তোমরা এসো—

মহিম চলে গেলেন।

নীলাদ্রি—মা, দেখলে - বিচারটা দেখলে?

মহামায়া—কিসের বিচার?

নীলাদ্রি—কিসের বিচার! তুমি জানো না? এর একটা বিহিত করো—

মহামায়া—হয়েছে কি, আগে বল্।

নীলাদ্রি—আমার বইয়ের পাঁচ টাকায় বাবা ফতুর হয়ে যান, আর ওদিকে দুল থাকলেও হীরের দুলের হুকুম হয়ে যায়। অত বড় ডাগর মেয়ে—তার সামনে যখন তখন যাচ্ছে-তাই করে বলা···মা, হাসছে—মুখ ফিরিয়ে ঠিক হাসছে। (অমিতার কাছে গিয়ে ফিসফিস করে বলল) কুড়ি মিনিট কিন্তু···হ্যাঁ ঐ যে হাসছে—এর বিহিত করো বলে দিচ্ছি, নইলে—নইলে—

(ঘ) মণ্ডপ। কীর্তনের আসর বসেছে। তার মধ্যে সমীরকে দেখা যাচ্ছে। মহামায়াও আছেন। খানিক পরে অমিতা ও মহিম এলেন। গান হচ্ছে :—

বঁধুর লাগিয়া বাসর সাজানু, গাঁথিনু ফুলের মালা,
কাজল পরিনু দীপ উজারিনু, মন্দির হইল আলা।
(নিঠুর সে বঁধু এলো না হায়—)

(ঙ) মণ্ডপের সামনে বারাণ্ডা। নীলাদ্রি বার বার হাতঘড়ি দেখছে। শিস দিচ্ছে। ইসারা করছে। কিন্তু অমিতা দেখছে না। কীর্তন কানে আসছে। হারাণী ট্রে নিয়ে যাচ্ছে আসরের দিকে।

নীলাদ্রি—হারাণী!

হারাণী—সিগারেট নেবে নাকি একটা দাদাবাবু? কেউ নেই ইদিকে—

নীলাদ্রি—শোন্ হারাণী, ঐ যে তোর অমিতা-দিদি—ওখানে বসে বসে ঝিমুচ্ছে—

ট্রে থেকে সিগারেট তুলে নিল।

হারাণী—কীর্তন শুনছে।

নীলাদ্রি—হুঁ, কীর্তন শোনা না হাতী! সে নিষ্ঠা আছে কি আর আজকাল? ঘুম ধরেছে, ভগবানের কথা কানে ঢোকে না, শিস দিলেও কানে যায় না।

হারাণী—ছেলেমানুষ কিনা!

নীলাদ্রি—এই ইয়ে···(পকেট থেকে একটুকরা কাগজ বের করে ফাউন্টেন-পেন দিয়ে খসখস করে লিখছে) তুই খাসা মানুষ হারাণী। দাঁতে-দেওয়া ভালো মিশি বেরিয়েছে একরকম—তাই কিনে দেবো এক কোটো।

ট্রে থেকে একটা পানের দোনা নিয়ে তার মধ্যে কাগজের টুকরো পুরল।

নীলাদ্রি—হারাণী, তুই বড় ভালো। এই পানটা দিবি তোর অমিতা-দিদির হাতে।

হারাণী—(রাগতভাবে) চিঠি পাঠাচ্ছ?

নীলাদ্রি—চিঠি নয়, এইটুকুতে কি চিঠি হয় রে? বইয়ের নাম—বইটা কোথায় যে রেখেছি—বিশ মিনিটের মধ্যে বই খুঁজে দেবে বলেছিল, কি রকম বসে বসে ঘুমুচ্ছে দেখ না! বই নিয়ে এখুনি হস্টেলে যেতে হবে কিনা! বাবার তো রাগ জানিস।

হারাণী—দাও।

নীলাদ্রি—গোলমাল করে ফেলবিনে তো? মানে, দরকারি বইয়ের নাম, বেহাত হয়ে পড়লে বড় মুশকিল—

হারাণী—এর আর গোলমাল কি?

নীলাদ্রি—এই দোনাটা আলাদা করে ডান হাতে রাখ্—বুঝলি?

হারাণী—আচ্ছা।

মঞ্চ ঘুরে আবার মণ্ডপ এল।

(চ) মণ্ডপ। কীর্তন-গান চলছে। সমীর বরাবরই বারাণ্ডায় নীলাদ্রির দিকে লক্ষ্য করছিল। হারাণী অমিতাকে নির্দিষ্ট পান দিল। অমিতা বুঝতে পারে নি, পান খেয়ে কলার পাতার ঠোঙাটা ছুঁড়ে ফেলল। সমীর তাড়াতাড়ি কুড়িয়ে নিল; তারপর সে উঠল।

গান হচ্ছে :—

আসিবে বলিয়া লিখিনু দিবসে; খোয়ানু নখের ছন্দ—
উঠিতে বসিতে পথ নিরখিতে দু-আঁখি হইল অন্ধ।
(বঁধু সে এলো না হায়—)

গান শেষ না হতে মঞ্চ আবার ঘুরল।

(ছ) মণ্ডপের সামনে বারাণ্ডা। নীলাদ্রি গলা বাড়িয়ে উঁকি দিচ্ছে। বলছে—'পথ চেয়ে চেয়ে অন্ধ দু-আঁখি'। একটি মেয়েলোক এই পথে ভিতরবাড়ির দিকে যাচ্ছিল। তাকে দেখে নীলাদ্রি তৎক্ষণাৎ আবার ভালোমানুষ। আবার সে পথের দিকে তাকায়। সমীর আসছে দেখে সে ধাঁ করে ফিরে দাঁড়াল। ভেবেছিল, সমীর চলে যাবে—কিন্তু গেল না।

সমীর—(মেয়েলি ঢঙে) প্রাণেশ্বর।

নীলাদ্রি—সমীর ?

সমীর—আমায় যে ডেকে পাঠিয়েছ হৃদয়বল্লভ। পানের মধ্যে চিঠি পেলাম।

নীলাদ্রি—দেখি, দেখি—

সমীর—এই দেখ—(দূর থেকে দেখিয়ে পড়তে লাগল) মানসপ্রিয়া।

নীলাদ্রি প্রবল হাসি হেসে উঠল।

সমীর—ও কি !

নীলাদ্রি—একটু ইয়ার্কি করা গেল। উঃ, কি কাণ্ডটা করেছিলে তুমি ! যাকগে, যা হবার হয়ে গেছে—

সমীর—(পড়তে লাগল) মানসপ্রিয়া, তুমি কুড়ি মিনিটের মধ্যে আসবে বলেছিলে···এরকম কথা বলেছিলাম, আমার তো স্মরণে আসছে না প্রাণকান্ত।

নীলাদ্রি—আরে যাঃ, কোত্থেকে কি এক বাজে কাগজ উড়ে পড়েছে, আমি লিখেছি কে বললে ?···সিগারেট নেবে ? (সমীরকে সিগারেট দিল, নিজেও নিল) তারপর, এ বাড়িতে কি জন্যে ? ঠিকানা পেলে কোথায় ?

সমীর—তোমার বাবা জরুরি চিঠি দিয়েছেন।

নীলাদ্রি—বাবা ডেকে পাঠিয়েছেন ?

সমীর—হ্যাঁ, তাঁর নাকি ভয়ানক দরকার। এসে দেখি, কীর্তনের গান লাগিয়েছ।

নীলাদ্রি—খাসা কীর্তন—শোন বসে।···কাগজখানায় তো ভারি মজার কথা লেখা আছে ! দেখি, দেখি।

সমীর—হ্যাঁ, একশো মজা।···কই, ধরাও—

নীলাদ্রি নিজের সিগারেট ধরিয়ে সমীরেরটা ধরাতে গেল। এমন সময় অমিতার সঙ্গে চোখোচোখি। নীলাদ্রি গলা-খাঁকারি দিল। অমিতা উঠল। এদিকে দেশলাইয়ের কাঠি সিগারেটে না ধরে প্রায় সমীরের মুখে এনে ধরেছে।

সমীর—আ—হা-হা, ওকি ! মুখ পুড়িয়ে দিলে যে ! কেল্লা ফতে !

হেসে উঠল।

নীলাদ্রি—(সামলে নিল) কি বলছ ?

সমীর—চিঠিটা ফসকেছিল, কিন্তু গলা-খাঁকারি লক্ষ্য ভেদ করেছে।

নীলাদ্রি—তার মানে ?

সমীর—ডুবে ডুবে জল খাও ভাই, ধরা পড়েছে কেবল সমীর দত্ত।

নীলাদ্রি—যা ভাবছ, তা নয়।

সমীর—বাহাদুর ছেলে। কীর্তনের নাম করে অমিতা মিত্তিরকে একেবারে উঠোনে এনে হাজির করেছ। সেদিন তো অনেক সাধু বাক্য শুনিয়েছিলে।

নীলাদ্রি—(দৃঢ় কণ্ঠে) যা ভাবছ, তা নয়।

সমীর—অমিতা মিত্তিরকে আমি চিনি।

নীলাদ্রি—আমি যদি অমিতাকে বিয়ে করি ?

সমীর—হা-হা-হা ! অমিতাকে বিয়ে করবে—অমিতাকে বিয়ে করবে ?

নীলাদ্রি—হাসছ ?

সমীর—আরে, অমিতা মিত্তিরকে বিয়ে করবে, এর চেয়ে হাসির কথা কি আছে ? এই আমার সঙ্গেই কত ব্যাপার—খবর রাখ কিছু ?

নীলাদ্রি—রাসকেল !

নীলাদ্রি সমীরকে ধাক্কা দিল। মহিম এলেন।

মহিম—দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে গান শুনছিস নীলে ?···এ কি ?

সমীর—কিছু না স্যার—কলার খোসা পায়ের নিচে পড়ে স্লিপ করেছি।

মহিম—চিঠি পেয়েছ ?

সমীর—পেয়েই ছুটে এসেছি। গান শুনছিলাম। নীলাদ্রিকে দেখে উঠে এলাম। ক্লাসমেট—পুরাণো ঘনিষ্ঠ বন্ধু কিনা !

মহিম—বন্ধুত্বের নমুনা কোর্টেই দেখেছি। তোমাকে চাবকাতে হয়।

সমীর—চিঠি লিখে সেই জন্যে কি এনেছেন স্যার ?

মহিম—না। অনেক টাকা পাইয়ে দেব তোমাকে।

সমীর—কত টাকা স্যার? দুটো হাজার পেলে বেঁচে যাই।

মহিম—তাই দেব। লোকজন চলে যাক, নিরিবিলি কথাবার্তা—দেরি হবে।

সমীর—হোক দেরি। আমি বসে বসে গান শুনিগে।

মহিম—তাই যাও। আমি খবর পাঠাব।

সমীর চলে গেল।

নীলাদ্রি—বাবা!

মহিম—হস্টেলে এখনো যাস নি যে!

নীলাদ্রি—যাচ্ছি বাবা। একটা প্রণাম করে যাব।

নীলাদ্রি প্রণাম করল। মহিম দ্রুত চলে যাচ্ছিলেন।

নীলাদ্রি—একটা কথা—

মহিম—বই হারিয়েছিস তো? কিনে নিস—কিনে নিস···কি আর হবে!

নীলাদ্রি—বই নয়।

মহিম—তবে?

নীলাদ্রি—অমিতার কথা বলছিলাম।

মহিম—অমিতার কথা অমিতা বলবে, তোমার মাথা ব্যথা কেন বাপু?

নীলাদ্রি—সে বলতে পারবে না।

মহিম—পারবে না? ওঃ—তোমায় ওকালতনামা দিয়েছে? বেশ, সংক্ষেপে সেরে চলে যাও। হস্টেলের গেট বন্ধ হয়ে যাবে।

নীলাদ্রি—মানে—

মহিম—হুঁ?

নীলাদ্রি—অমিতা এখানে আসার পর···মানে বিস্তর ভেবেচিন্তে দেখলাম—

মহিম—এগজামিন ছাড়া এখন অন্য কোন ভাবনাচিন্তা বাপু?

নীলাদ্রি—আমি তাকে বিয়ে করব।

মহিম—ও। (গম্ভীর হলেন) ভাবনাচিন্তা আমিও করছি। আজ নয়—কোর্টের সেই দিন থেকেই। বিয়ে হবে না।

নীলাদ্রি—অমিতার চেহারা কি খারাপ?

মহিম—যদি খারাপই হত। তুমি কী এমন লাট সাহেবের বেটা যে স্বর্গের অপ্সরী নইলে ঘরে মানাবে না। খারাপ চেহারার মেয়ের বিয়ে হয় না—বলি, খারাপগুলো পড়ে থাকে নাকি?

নীলাদ্রি—তবে আপত্তি কেন?

মহিম—তোমার ভাবনা এগজামিনের। তোমার বিয়ের ভাবনা আমাদের। আমাদের ভাবনাটা আমাদেরই ভাবতে দাও বাপু।

নীলাদ্রি—আজ নতুন কথা বললে হবে কেন বাবা?

মহিম—নতুন কথা?

নীলাদ্রি—হাঁ, নতুন কথা। বরাবর বলেছেন, আমাদের স্বাধীন মত জেগে উঠবে—আপনি তাই চান।

মহিম—একশ'বার চাই। ভেড়ার পালের মধ্যে দুটো-একটা মানুষ জন্মাক, কে চায় না শুনি?

নীলাদ্রি—কিন্তু এখন—

মহিম—এখন কি?

নীলাদ্রি—রাগ করবেন না বাবা। মুখে অনেকেই ভাল ভাল কথা বলেন, কিন্তু নিজেদের উপরে পরীক্ষা এসে পড়লে—

মহিম—কিন্তু বিয়ে তোমার একলার কোন ব্যাপার নয়। তোমার বিয়ে দিলে যে আসবে, সে কেবল তোমার বউ নয়—সে হবে এই চৌধুরিবাড়ির অন্নপূর্ণা। সাধ্বী-সতী কন্যারা মণ্ডপের সামনে ঐ উঠোনে জ্বলজ্বলে সিঁদুর পরে বউ হয়ে এসে দাঁড়িয়েছেন, সাধ্বী-সতী মায়েরা তাঁদের বুকে করে ঘরে তুলে এনেছেন। ওখানে কি যার তার এসে দাঁড়াবার জো আছে! ভাগ্যের জোর চাই—বুঝলে?

মহিমের কথা শেষ না হতেই মহামায়া কথা বলতে বলতে এসেছেন।

মহামায়া—করছে কি সব? ঠাকুরের শয়ন হবে আর কখন? তোমরা এভাবে দাঁড়িয়ে···কি বচসা হচ্ছে, ও খোকা?

নীলাদ্রি—হস্টেলে যাচ্ছি।

নীলাদ্রি চলে গেল।

মহিম—রাগ দেখ!

মহামায়া—হস্টেলে যাচ্ছেতাই খাওয়ায় কি না—

মহিম—তা নয়।

মহামায়া—তবে?

মহিম—যে বয়সের যে পাগলামি! আমি করেছিলাম, ও করবে না কেন? আমিও একদিন বাবাকে গিয়ে বলেছিলাম, শিবানীর সঙ্গে যদি বিয়ে না দেন, সন্ন্যাসী হয়ে যাব।

মহামায়া—তিনি কি বললেন?

মহিম—তিনি মুকুন্দ চৌধুরি—এই রকম আধ ঘণ্টা তর্কাতর্কি কববাব মানুষ তিনি! আর আমাদেরও ঘাড়ের উপর মাথা বেখে সাহস হত না বাপকে ভণ্ড বলবার।

মহামায়া—নীলু এই কথা বলেছে?

মহিম—মানে করলে ভাই একবকম দাঁড়ায় বই কি! চটলে চলবে কেন গিন্নি, দিন বদলে গেছে। আমি বাবাকে শুধু বলেছিলাম, সন্ন্যাসী হয়ে যাব। তিনি বললেন—তাই যাস। মাস খানেকের মধ্যে দেখলাম, আত্মীয়-কুটুম্বে বাড়ি বোঝাই। রসুন-চৌকি বাজছে। মোটরগাড়ি ফটকে এসে দাঁড়াল। বাবা বললেন, ভালোয় ভালোয় উঠে বসবি—না, এত লোকের মধ্যে কানে হাত দিতে হবে? উঠে বসলাম—ভয়ে ভয়ে তোমায় বিয়ে করে আনলাম। আর এখন এরা সব—

মহামায়া—আমার একটা কথা শোন। বিয়ে দাও নীলু আর অমিতার।

মহিম—দেবো। অমিতার বিয়ের বন্দোবস্ত হচ্ছে।

মহামায়া—নীলুর সঙ্গে তো ?

মহিম—না।

মহামায়া—না ?

মহিম—হবার জো নেই।

মহামায়া—কেন নেই ? কি জন্য নেই, জানতে পারি ?

মহিম—না, জানা উচিত নয়।

মহামায়া—আমাদের ছেলেমেয়ে—তাদের জীবনের এত বড় ব্যাপার—তার কারণটা পর্যন্ত আমি জানতে পারিনে ?

মহিম—না।

মহামায়া—আমি স্ত্রী, তোমার সুখ-দুঃখের ভাগী—

মহিম—কিন্তু তোমার 'পরে যে আমার বড্ড মায়া গিন্নি! সুখের ভাগ দিয়ে থাকি—কিন্তু দুঃখের ভাগ কিছুতেই আমি দিতে পারিনে।

মহামায়া—দুঃখ ?

মহিম—হ্যাঁ, বড় দুঃখ। বুক ফেটে চুরমার হয়ে যাচ্ছে, কিন্তু মুখ ফুটে বলব কি করে ? আমি তা পারব না—পারব না—বলতে আমি পারব না—

(জ) শোবার ঘর। ম্লান আলো। অমিতা লেপ মুড়ি দিয়ে শুয়ে আছে। নীলাদ্রি টিপি-টিপি প্রবেশ করল।

নীলাদ্রি—কথায় বুক ছাপিয়ে উঠছে।...ঘুমুচ্ছ ? চালাকি হচ্ছে ? রাখো চালাকি। বাবা বললেন, হবে না বিয়ে। বললেই হল ! ঠাট্টা নয়।...বিয়ে হবে না শুনেই তো কৃষ্ণচন্দ্র শ্রীরাধিকার কক্ষে দ্রুত প্রবেশ করলেন। শ্রীরাধিকা তখন লেপের নিচে খুকখুক করে হাসছেন। তখন কৃষ্ণচন্দ্র করলেন কি—লেপ ধরে টান না দিয়ে—

লেপ ধরে টান দিল।

অমিতা—কে? কে? কে রে?

মহিম—(নেপথ্যে) কি হয়েছে মা-জননী? আমি যাচ্ছি।

নীলাদ্রি—(অমিতার মুখে তাড়াতাড়ি হাত চাপা দিল) আমি—আমি নীলাদ্রি—চুপ!

অমিতা—(নিদ্রাচ্ছন্ন চোখে) তুমি?

নীলাদ্রি—হ্যাঁ,—আমি। বলো, স্বপ্ন দেখেছ। ঐ এসে পড়লেন, বলো।

মহিম—(নেপথ্যে) আঃ, চটিটা গেল কোথায়?…আসছি আমি, আসছি—

নীলাদ্রি—বলো, আসতে হবে না। বেড়াল দেখে আঁতকে উঠেছিলে—বলো,একটা বেড়াল—

অমিতা—(নিদ্রাজড়িত ক্ষীণ কণ্ঠ) বেড়াল—

নীলাদ্রি—চেঁচিয়ে বলো। এসে পড়লেন যে! ছি-ছি-ছি—দবদালান দিয়ে আসছেন, পালাই কোন্ পথে?

মহিমের চটির শব্দ শোনা গেল।

মহিম—(নেপথ্যে) এসেছি মা-জননী। ভয় কি!

খাটের ধারে আলমারি। নীলাদ্রি চট করে গুটি-সুটি হয়ে সেখানে বসল। গোটা দুই বালিশ নিজের পাশে রেখে লেপ চাপা দিল।

নীলাদ্রি—মনে রেখ, আমি পাশবালিশ—

সে পুনশ্চ লেপের মধ্যে মুখ ঢুকাল। মহিম প্রবেশ করলেন।

মহিম—কি হয়েছে?

অমিতা—স্বপ্ন দেখছিলাম বাবা, চোর এসেছে।

মহিম—(রুখে উঠলেন) চোর তো আসবেই। সব দোষ গিন্নির। দোর খোলা, এক ফোঁটা মেয়ে ঘরে, নিজে মণ্ডপে বসে বসে পুণ্যির পাহাড় জমাচ্ছেন। চোর আসবে না তো কি ছাড়বে?

অমিতা—স্বপ্ন। সত্যি সত্যি আসেনি বাবা।

মহিম—আসেনি, আসতেও তো পারত! গিন্নির আক্কেলটা কি—

অমিতা—এবার দরজা দিয়ে শোব। মা এলে খুলে দেবো। আপনি যান বাবা।

মহিম—তাই কি হয়?

অমিতা—আমার মোটেই ভয় করবে না বাবা। রাত জেগে বসে বসে কেন কষ্ট করবেন?

মহিম—কিছু না, কিছু না। রাতে কি ঘুম হয় আমার? (চেয়ারে চেপে বসলেন) রাতে ঘুমুই না—কেবল কাশি পায়, আর তামাক খাই। বরঞ্চ গিন্নি যতক্ষণ না আসেন, এখানে বসে বসে গল্প করা যাক। রোসো, গড়গড়াটা নিয়ে আসি।

মহিম যেতেই নীলাদ্রি মুখ বের করল।

নীলাদ্রি—(ক্রুদ্ধ কণ্ঠে) তোমারই দোষ—

মহিম আবার এলেন, সঙ্গে সঙ্গে নীলাদ্রি মুখ লুকাল।

মহিম—ভয় করবে না তো? ভয় করে তো বলো—গড়গড়ায় কাজ নেই।

অমিতা—আপনি আসবেন না বাবা, শুয়ে পড়ুনগে।

মহিম—তাই কি হয় রে পাগলী মেয়ে! গিন্নির মতো আমি বেয়াক্কেলে নই।

মহিম চলে গেলেন। নীলাদ্রি মাথা তুলে বলল।

নীলাদ্রি—তোমারই দোষ। তুমি চেঁচিয়ে উঠলে কেন?

অমিতা—আমি ভাবলাম চোর। ঘুমের মধ্যে তুমি হঠাৎ লেপ ধরে টান দিলে কেন?

নীলাদ্রি—কেন ঘুমোও? সেই তো দোষ—

অমিতা—তুমি বলেছিলে—

নীলাদ্রি—কি বলেছিলাম? বলেছিলাম, ঘুম আসছে বলে চলে আসবে। সত্যি সত্যি ঘুমুতে বলিনি।

অমিতা—এসে গেছে, কি করব?

নীলাদ্রি—আশ্চর্য, ঘুম আসে তোমার! বাবা বলেছেন, আমাদের বিয়ে হবে না।

অমিতা—তুমি মত নিতে পারোনি, আমি পারব। তোমার চেয়ে আমায় বেশি ভালবাসেন, জানো ?

নীলাদ্রি—জানি। সেই সব কত কি কথা ছিল! বলতে এসে এই দুর্ভোগ।

অমিতা—তোমার তো দুর্ভোগ ভারি! লেপের মধ্যে দিব্যি আরাম করে আছ। আর আমি এদিকে শীতে হি-হি করে মরি।

নীলাদ্রি—অমিতা, শহরে কি লেপের দুর্ভিক্ষ হয়েছে যে লেপ মুড়ি দিতে এখানে এই ঘরে এসেছি। বাবা তো গড়গড়া নিয়ে গুছিয়ে আসছেন—এবার দীর্ঘছন্দে তোমাদের গল্প শুরু হবে, আর আমি ঐ লেপ চাপা পড়ে মরে থাকব। (লেপ ছেড়ে উঠে দাঁড়াল) চুলোয় যাক কথাবার্তা—প্রাণ নিয়ে পালাই···ওরে বাবা!

দরজা অবধি গিয়েই আবার যথাস্থানে ছুটে এসে লেপ মুড়ি দিল। চাপা-গলায় বলল।

নীলাদ্রি—উপায় নেই। আবার বিছানা হয়ে পড়ছি। গল্প জমিয়ে নিও না, দোহাই—

মহিম প্রবেশ করলেন।

মহিম—আসছি, দেখলাম—দরকারি ফাইলগুলো সব ছড়িয়ে রয়েছে। গুছিয়ে রেখে এলাম। ভয় করছিল না তো ?

অমিতা—না বাবা, আপনি মোটে না এলেও ভয় করত না।

মহিম—তা হোক, তা হোক! হ্যাঁ মা, এ রকম ভাবে বসে আছ, বালিশগুলোর উপর লেপ ছড়িয়ে রেখেছ—

অমিতা—বড় গরম হচ্ছে বাবা।

মহিম—সে কি ? একগাদা গায়ে চাপিয়েও আমাদের শীত যাচ্ছে না, আর তোর গরম ? উঁহু, ঐ যে কাঁপছিস—শীত লাগছে, বুঝতে পারছিস নে।

অমিতা—না, কোথায় শীত?

মহিম—ঐ যে, ঐ যে—সমস্ত শরীর কুঁকড়ে আসছে। ঠকঠকিয়ে কাঁপছিস, আর বলিস কোথায় শীত? শীত লাগছে, বুঝতে পারছিস নে। লেপটা গায়ে দিয়েই বোস না।

মহিম গিয়ে লেপের কোণ ধরতেই অমিতা তড়িদ্বেগে তাঁর হাত ধরল।

অমিতা—হ্যাঁ বাবা, কাঁপছিই বটে। আপনি আসুন, বসুন দিকি। বলছি সব। (মহিমকে যথাস্থানে নিয়ে এলো) স্বপ্ন দেখলাম, বেড়ালের স্বপ্ন দেখলাম বাবা। কালো কালো, সাদা সাদা, হলদে হলদে সব বেড়ালের দল। বাঘের মতো বড় বড় চোখ—

মহিম—বাঘের মতো চোখ?

অমিতা—বাবা, বেড়ালে লেপ মুড়ি দিয়ে শুতে খুব ভালবাসে—না?

মহিম—হ্যাঁ, বিছানা পেলে বেড়াল আর কিছু চায় না।

মহামায়া প্রবেশ করলেন।

মহিম—এই যে গিন্নি, এতক্ষণে! অত পুণ্যি বয়ে আনতে পারলে? এদিকে মহাকাণ্ড—

মহামায়া—কি?

মহিম—একটা চোর এসে—

অমিতা—চোর নয় মা, বেড়াল।

মহামায়া—ওঃ বেড়াল! তুমি যাও এবারে। যাও, দুয়োর দিই।

মহিম চলে গেলেন, মহামায়া দরজা দিলেন।

মহামায়া—এ কি অমিতা, হারাণীর কাণ্ড বুঝি! লেপ-তোষক-বালিশে খাট জুড়ে ফেলেছে—শোবে কোথায়?

অমিতা—শুয়েই তো ছিলাম। কিছু অসুবিধে হবে না মা, গুটি-শুটি হয়ে শোওয়া আমার অভ্যাস।

মহামায়া—হুঁ, অভ্যাস বই কি! বিছানাগুলো টেবিলের উপর রেখে দিই।

অমিতা—থাক থাক মা, আপনি কেন করবেন ?

অমিতা নিজেই তাড়াতাড়ি সবসুদ্ধ সরাতে গেল।

মহামায়া—তাতে কি হয়েছে ? আরে পালোয়ানের বেটি, সমস্ত এক সঙ্গে তোলবার দরকার কি ? আগে লেপটা—সর্, সর্ দিকি—

লেপ ধরে টানলেন।

মহামায়া—এ কি ? বালিশের মাথায় চুল ? হাত-পা গজিয়েছে ? একটা গোটা মানুষ ? এ কি ? (লেপ ছেড়ে দিয়ে দাঁড়ালেন) অমিতা, এ কে ?

অমিতা—(ক্রন্দনাকুল কণ্ঠে) আমি জানি নে।

মহামায়া—তুমি জানো না ? বিছানার মধ্যে মানুষ—তুমি কিছু জানো না ?

অমিতা—মানুষ যে লেপমুড়ি দিয়ে বালিশ হয়ে ছিল।

মহামায়া—বালিশ হয়ে ছিল ? (নীলাদ্রি উঠে দাঁড়াল) নীলু এখানে লুকিয়ে !

দরজা ঝনঝনিয়ে উঠল।

মহিম (নেপথ্যে)—গিন্নি দুয়োর খোল।

নীলাদ্রি—খুলো না মা, আত্মহত্যা করব।

মহিম—(জানলায় মুখ বাড়িয়ে) গিন্নি কথা বলছ, দুয়োর খোল না কেন ? চশমা ফেলে গিয়েছি। ও কি, নীলে ওখানে ? খোলো, খোলো—দুয়োর খোলো—

মহামায়া দরজা খুললেন। মহিম কঠোর দৃষ্টিতে নীলাদ্রির দিকে তাকালেন।

মহিম—তুমি এ ঘরে ?

নীলাদ্রি—আজ্ঞে, পড়ার ঘরে বড্ড মশা।

মহিম—পড়ার ঘর! হস্টেলে যাবার কথা ছিল না ?

নীলাদ্রি—ওঃ হ্যাঁ, ভুল হয়ে গেছে—

মহিম গম্ভীর ভাবে চলে যাচ্ছিলেন, অমিতা আকুল ভাবে ডাকল।

অমিতা—বাবা, শুনুন—শুনে যান।

মহিম—মিথ্যে কৈফিয়ৎ শোনবার সময় নেই।

অমিতা—মিথ্যে নয়, সত্যি—সত্যি।

মহিম—(বাহির থেকে) না।

(ঝ) মহিমের বৈঠকখানা—পুরোহিত পাঁজির পাতা উল্টাচ্ছেন। মহিম এলেন।

মহিম—এই যে পুরুতঠাকুর মশায়, বিকালবেলা মুহুরিকে পাঠিয়েছিলাম আপনার কাছে।

পুরোহিত—আমি এসে কীর্তনের ওখানে ছিলাম। আপনিও ব্যস্ত ছিলেন।

মহিম—একটা বিয়ের দিন চাই।

পুরোহিত—মুহুরি মশায় বলে এসেছিলেন। পাঁজি নিয়েই এসেছি। আসছে শুক্রবার সুতহিবুক যোগে একটা দিন আছে, আর আছে তার দু'হপ্তা পরে।

দরোয়ান ফতে সিং একটুকরা কাগজ নিয়ে এল।

মহিম—এ কি?

ফতে—এক বাবু পাঠিয়ে দিলেন। বাবু দাঁড়িয়ে আছেন।

মহিম—তোমার মা'র ঘরে চশমা ফেলে এসেছি। নিয়ে এসো। (ফতে সিং চশমা আনতে গেল) এত রাত্রে—বাবু? দেখুন তো ঠাকুর মশায়—

পুরোহিত—(পড়তে লাগলেন) মানসপ্রিয়া।

মহিম—মানসপ্রিয়া—বলেন কি! তারপর?

পুরোহিত—মানসপ্রিয়া, তুমি যে কুড়ি মিনিটের মধ্যে আসবে বলেছিলে—

ফতে সিং চশমা নিয়ে এল।

মহিম—দিন, দিন—দেখি, নীলের হাতের লেখা···নীলে লিখছে এই সব? ফতে সিং বোলাও, আবি বোলাও হারামজাদাকে—

ফতে সিং চলে গেল। সমীর এল।

মহিম—তুমি পাঠিয়েছ ?

সমীর—হ্যাঁ, গান ভেঙে গেছে, অথচ খবর দিলেন না। রাত হয়ে যাচ্ছে—

মহিম—তুমি পাঠিয়েছ এই কাগজ ?

সমীর—আজ্ঞে হ্যাঁ। আমার নামের ছাপান কার্ড নেই কিনা !

মহিম—কার্ড নেই, তাই মানসপ্রিয়া ?

সমীর—মাই গড ! এই চিঠি পাঠিয়ে দিয়েছি ? এ পিঠ তো পড়বার কথা নয় স্যার। উল্টো দিকে এই যে নাম লিখে দিয়েছি—এই দেখুন—সমীর দত্ত। হাতের মাথায় কাগজের টুকরো পেলাম, সেটা যে নীলাদ্রির চিঠি—ছি-ছি-ছি !

নিজের গাল চড়াতে লাগল।

মহিম—নীলাদ্রি কাকে লিখেছে চিঠি ?

সমীর—জানব কি করে স্যার ? পান খেয়ে অমিতা মিত্তির ঠোঙা ফেলে দিল, ঠোঙার ভিতর থেকে কাগজ বেরুল—

মহিম—স্কাউণ্ড্রেল !

সমীর—আমি স্যার ?

মহিম—তুমি এবং আরও অনেকে। দাঁড়াও ঐখানে। ঠাকুর মশায়, কাল বিয়ের দিন চাই।

পুরোহিত—কাল ?

মহিম—হ্যাঁ, কাল—কাল—কালই—

পুরোহিত—কিন্তু পাঁজিতে যদি—

মহিম—না থাকলেও করে দিতে হবে। কাঞ্চন-মূল্যে সব মেলে—বিয়ের দিন মিলবে না ?

পুরোহিত—তা হলে গোধূলিলগ্নে।

মহিম—গোধূলিলগ্ন। শুনলে সমীর, ঠিক গোধূলির সময়ে। ঠাকুর মশায়, সকালে এসে ফর্দ করে দেবেন।

পুরোহিত চলে গেলেন।

সমীর—গোধূলিলগ্নে কার বিয়ে স্যার ?

মহিম—তোমার—তোমার—শয়তান !

সমীর—কিন্তু কার সঙ্গে বিয়ে···কি বৃত্তান্ত—আমি তো কিছুই জানিনে।

মহিম—অমিতার সঙ্গে। হাত-পা বেঁধে মেয়েটাকে পচা-ডোবায় ফেলে দিচ্ছি।

সমীর—না, মাপ করুন। আমার অন্য জায়গায় বিয়ে ঠিক হয়ে গেছে।

মহিম—কোথায় ? এমন সুপাত্রকে কে মেয়ে দিচ্ছে ?

সমীর—ডাক্তার ভোলানাথ শিকদার আর মিসেস তরঙ্গিণী শিকদার। তাঁদের মেয়ে।

মহিম—বিয়ে ভেঙে দাও।

সমীর—কথা দিয়েছি।

মহিম—তোমার আবার কথা !

সমীর—সে মেয়ের কাঁচা-সোনার রং—

মহিম—টাকা দিয়ে সোনার দাম পুষিয়ে দেবো। বলেছি তো, দু'হাজার—

সমীর—না স্যার, ও টাকা তারাও দেবে—

মহিম—বেশ, তিন হাজার। এই আমার শেষ দর; আর এক পয়সা উঠব না।

সমীর—তা ছাড়া সব সময় স্নেহদৃষ্টি যেন বজায় থাকে স্যার। টাকা কিছু নয়, ঐটেই আসল।

সমীর পায়ের ধূলা নিল।

মহিম—সরো—সরো—পা বিষের মতো জ্বলছে।···মানুষ হবে সত্যি সত্যি ? তা হলে তোমায় আমি মাথায় করে রাখব সমীর। অমিতা আমার মেয়ে, দুর্ভাগিনী মেয়ে—

গলা ধরে এল।

সমীর—একটা দিন মোটে সময় স্যার। জিনিসপত্র কেনা-কাটা, গোছানো-গাছানো—

মহিম—বায়না চাও—এ্যাডভান্স? মুখ ফিরিয়ে দাঁড়াও, মুখ দেখতে চাইনে। পাঁচশ' দিচ্ছি, কাল গোধূলিতে ভালোয় ভালোয় বিয়ে করে যেও, বাকি আড়াই হাজার দিয়ে দেবো। টাকা নিয়ে আসছি—মুখ ফেরাও—তোমায় সহ্য করতে পারছি না—

(ঞ) পাশের ঘর। মহিম আয়রণসেফ খুলে টাকা বের করছেন। কাছে দাঁড়িয়ে নীলাদ্রি।

মহিম—হ্যাঁ, আমি তোমায় সহ্য করতে পারছিনে।

নীলাদ্রি—ভুল বুঝেছেন। অন্যায় কিছু নয়। অমিতাকে আমি বিয়ে করব।

মহিম—না—না—না। বিয়ে করবে না, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তার বিয়ে দেখবে।

নীলাদ্রি—অ্যাঁ?

মহিম—কাল সমীরের সঙ্গে অমিতার বিয়ে। তুমি তার উদ্যোগ-আয়োজন করবে।

নীলাদ্রি—এ হবে না, কিছুতে না। অমিতাকে বিয়ে আমি করবই। চাইনে আপনার টাকাকড়ি, বিষয়-সম্পত্তি। করুন আপনি ত্যাজ্যপুত্তুর—

মহিম—ত্যাজ্যপুত্তুর করব, আর ছেলে আমার—(দেয়ালে তৈলচিত্র দেখাতে দেখাতে) আমার বাবার—আমার ঠাকুরদাদার—এঁদের সকলের মুখে কালি দিয়ে বেড়াবে। আর আমি ঘরে বসে হাহাকার করে মরব। সে হবে না।

নীলাদ্রি—কি করবেন তবে আপনি?

মহিম—আটকে রাখব। বংশের নাম ডোবাতে দেবো না।

নীলাদ্রি—চললাম আমি।

মহিম—ফতে সিং !

নীলাদ্রি—দারোয়ান ডাকছেন ?

মহিম—দড়ি দিয়ে বেঁধে রাখব, পাগলকে যেমন করে রাখে। (ফতেসিং এল) খোকা চলে যায়। ওকে আটকাও। দেউড়ির দারোয়ানদের চেঁচিয়ে ডাকো—

ফতে সিং—হুজর !

মহিম—দোতলার ঘরে শিকল দিয়ে রাখো—

সমীরের প্রবেশ।

ফতে—খোকাবাবু !

নীলাদ্রি—চলো ফতে সিং—

দু-জনে চলে গেল।

সমীর—এ কি স্যার, সত্যি সত্যি কি আপনি—

মহিম—পাগল হয়ে গেছি। পাগল না হলে কেউ কি ছেলেকে দারোয়ান দিয়ে · (হঠাৎ রূঢ় কণ্ঠে) মজা দেখতে এসেছ ?

সমীর—না স্যার, ঐ যে বললেন—মানে—বড্ড দেরি হচ্ছে, বেশি সময় নেই তো !

মহিম—(নোট ছুঁড়ে দিলেন) যাও—

সমীর—যাচ্ছি স্যার। তা হলে কাল গোধূলিলগ্নে—

মহিম—হাঁা, হ্যাঁ—গোধূলিলগ্নে। বেরোও—

এই সময়ে অমিতা আসছিল, তার সঙ্গে সমীরের চোখাচোখি হল।

অমিতা—গোধূলিলগ্নে কি হবে ?

মহিম—তোমার বিয়ে—ঐ সমীর দত্তের সঙ্গে—

অমিতা—অ্যাঁ ?

মহিম—ওরই সঙ্গে—হ্যাঁ, ওরই সঙ্গে। না দিয়ে উপায় নেই উপায় কি কিছু রেখেছ ? নিজের মাথা নিজে খেয়ে বসে আছ।

অমিতা—(শান্ত কণ্ঠে) আপনি দিচ্ছেন বিয়ে ?

মহিম—তোমার মামাও। সমস্ত কথাবার্তা হয়ে গেছে। তিনি নিজে এসে সম্প্রদান করবেন।

অমিতা—মামা চান মায়ের গয়নাগুলো হজম করতে। আপনার স্বার্থ—

মহিম—আমার ছেলে—

অমিতা—আর আমার স্বার্থ, আপনাদের ষড়যন্ত্র থেকে নিজেকে বাঁচানো।

মহিম—ষড়যন্ত্র করেছি আমি ?

গোলমাল শুনে মহামায়া এলেন।

অমিতা—আপনি আর মামা দু'জনে।

মহিম—আমি আর তোমার মামা হলাম একদলের ?

অমিতা—না, আপনি আরও নিচের। মামা স্পষ্ট—বোঝা যায় তাঁকে ; আপনার থাকে স্নেহের একটা পর্দা, তাতে মতলব প্রচ্ছন্ন হয়ে থাকে।

মহিম—কি, কি বললে ? নিজের মেয়ে বলে তোমায় ঘরে এনেছিলাম।

অমিতা—সে ভূয়ো, মেকি। সরুন—পথ দিন—

মহামায়া—পাগল হয়েছিস নাকি অমি ?

অমিতা—পথ দিন মা।

মহামায়া—কোথায় চললি এই রাতে ?

অমিতা—সেদিন যেখানে যাচ্ছিলাম। গঙ্গায় এখনো জল আছে।

মহামায়া—না, যাওয়া হবে না। কাল সকালে যেখানে যাবি যাস মা। রাতটা থাক এখানে।

অমিতা—এক মিনিটও নয়। কেন থাকব ? কিসের সম্পর্ক আপনাদের সঙ্গে ?

মহিম—সম্পর্ক নেই ?

অমিতা—না। নিজের ছেলেকে দারোয়ান দিয়ে আটকে রাখা যায়। পরের মেয়ের উপর জোর চলে না।

মহামায়া—অমিতা, অমিতা—

অমিতা চলে গেল, মহামায়া পিছনে চললেন।

মহিম—চলে গেল ? কোন সম্পর্ক নেই ? যাক, চলে যাক গিন্নি, ডেকো না, ডেকো না—

বাইরে চিৎকার। ফতে সিং দ্রুত প্রবেশ করল।

ফতে—খোকাবাবু দোতলার জানলা থেকে লাফিয়ে পড়েছে—

মহামায়া—(মহামায়া দ্রুত এসে) খোকা—নীলু—সে-ও গেল ?

মহিম—অমিতা গেছে, খোকা গেল। বাবা, দাদা, চৌধুরি বংশের আদিপুরুষ—তোমরা সব রইলে, আমার বংশ-গরিমা রইল, আমি রইলাম—যাক, সব যাক। হা-হা-হা ! হা-হা-হা ! হা-হা-হা !

মহিম উন্মাদের মতো হাসতে হাসতে অবশেষে কেঁদে ফেললেন।

তৃতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

মহিমের বৈঠকখানা। পরদিন সন্ধ্যা। একপাশে স্তূপীকৃত জিনিস, তার মধ্যে সমীর দত্তের ব্যাগটাও দেখা যাচ্ছে। মহামায়া জিনিসপত্র গোছাচ্ছেন। ব্যাগের ভিতর থেকে বৃন্দাবনী শাড়ি বেরুল। মহামায়া নেড়েচেড়ে দেখছেন, এমন সময়ে মহিম ক্লান্ত ভাবে প্রবেশ করলেন। তাঁকে দেখে মহামায়া জিনিসপত্র এক পাশে ঠেলে দিয়ে কষ্ট ভাবে উঠে দাঁড়ালেন।

মহামায়া—কি? এ সমস্ত কি? কি তোমার মতলব বলো তো?

মহিম—মিছে হস্টেল-চার্জ কেন দেব? তাই নীলুর জিনিসপত্র সেখান থেকে আনিয়ে ফেললাম।

মহামায়া—যদি নীলু ফিরে আসে?

মহিম—হস্টেলে আর যাবে না।

মহামায়া—বাড়ি থাকবে?

মহিম—না, বাড়ির দরজাও তার কাছে চিরকালের মতো বন্ধ।

মহামায়া—কি, বলছ কি তুমি?

মহিম—হ্যাঁ, তাই—

মহামায়া—তোমার জবরদস্তি। এই জবরদস্তিতে বাছা আমার প্রাণের মমতা না করে দোতলা থেকে ঝাঁপ দিয়েছিল।

মহিম—হবে—

মহামায়া—আমিও চলে যাব, যে দিকে দু-চোখ যায়। ছেলে নেই, মেয়ে নেই—ফাঁকা বাড়ি পাহাড়ের মতো বুকে চেপে বসেছে। নিশ্বাস আটকে আসে। আমি চলে যাই—তুমি একা একা থেকে রাজত্ব করো।

মহিম—একা থাকব কেন গিন্নি?

মহামায়া—না, একা আর কিসে! তুমি আছ, আর আছে তোমার জেদ—

মহিম—আছেন ঐ আমার পিতা মুকুন্দ চৌধুরি, পিতামহ কাশীশ্বর চৌধুরি, আছেন চৌধুরি বংশের ঐ সব মহামান্য দিক্‌পালেরা। এ বংশে মালিন্যের স্পর্শ ওঁরা কিছুতে ক্ষমা করবেন না।

মহামায়া—বংশের দিক দিয়ে অমিতা এ বাড়ির অযোগ্য ছিল না।

মহিম—কিন্তু চরিত্রের দিক দিয়ে?

মহামায়া—কি বলছ তুমি?

মহিম—অমিতা কুলটা—

মহামায়া—মিথ্যে কথা।

মহিম—না—না, সত্যি। এতদিন তোমায় বলতে পারিনি গিন্নি। কিন্তু আজকে আর কেউ পাশে নেই—তোমায় না বলে বাঁচি কি করে?

মহামায়া—মিথ্যে, মিথ্যে! অমিতা ফুলের মতো। বুড়ো হয়ে গেলাম—কেবল মুখই দেখি, বুকের ভিতর দেখতে পাইনে ভাবো?

মহিম—তুমি জানো না। পুলিসের রিপোর্ট—

মহামায়া—রিপোর্ট মিথ্যে—

মহিম—অমিতার মামা নিজে বলেছেন, তার বাক্সে ছিল সমীর দত্তের পোশাক। বিলাসকুঞ্জ বোর্ডিং-এ রাত কাটিয়েছে সে আর সমীর দত্ত—

সমীর প্রবেশ করল।

সমীর—আজ্ঞে, এই যে আমি। আমার কথা কি হচ্ছিল?

মহামায়া—তুমিই সমীর? অস্বীকার করো বাবা—এঁকে কারা ভুল বুঝিয়ে মাথা খারাপ করে দিয়েছে। তুমি নাকি অমিতার সঙ্গে হোটেলে—

সমীর—হয়ে গেছে একটা বিষম অন্যায় কাজ। পুরানো কথা তুলে লজ্জা দেবেন না মা—

মহামায়া—তবে কি ?

সমীর—দেখুন, এই ইয়ে···গুরুজনের সামনে মিথ্যে বলব কি করে ? সে আমি পারব না। আমরা অপরাধী।

মহামায়া—অপরাধী ?

সমীর—তবে বিয়ে সেই আমারই সঙ্গে হয়ে যাচ্ছে যখন—

চোখে আঁচল চেপে মহামায়া দ্রুত চলে গেলেন।

মহিম—হবে না বিয়ে।

সমীর—বলেন কি ? আমি তৈরি হয়ে এসেছি । এই পরামাণিক ! (পরামাণিক এল) এই দেখুন স্যার—টোপর, চলনজোড়, দর্পণ—সমস্ত কেনা হয়ে গেছে। দিন ভোর মার্কেটিং করেছি, নিজে আয়না ধরে চন্দনের ছাপ লাগিয়ে এসেছি। এই দেখুন—

মহিম—বেরিয়ে যাও।

সমীর—আজ্ঞে ?

মহিম—বেরিয়ে যাও, এক্ষুণি—

সমীর—(একটু স্তব্ধ থেকে) ওঃ, শেষ পর্যন্ত অমিতাকে তবে নিজের ঘরে রাখাই ঠিক করলেন ? কিন্তু উচ্ছিষ্ট কন্যায়—(মহিম লাঠি তুললেন) বেশ, চললাম। একটা মোচড় দিচ্ছেন, কেউ কিছু লাগিয়ে গেছে। কিন্তু অমিতার গার্জেন আইনত পরেশবাবু, আপনি নন। তাঁর সঙ্গে কথাবার্তা পাকা। ঐ যে, এসে পড়েছেন পরেশবাবু। সম্প্রদান করতে এলেন পরেশবাবু ? কিন্তু ইনি মত পরিবর্তন করেছেন—বিয়ে দেবেন না, মেয়ে ঘরে রাখবেন।

মহিম—(লাঠি উঁচিয়ে) বেরিয়ে যাও বলছি। ফতে সিং—

সমীর—গুড নাইট স্যার—

সমীর চলে গেল। পরেশ ইতিমধ্যে প্রবেশ করেছেন।

মহিম—অমিতা-মা নেই পরেশবাবু। চলে গেছে।

পরেশ—ওঃ !

মহিম—খোকা, নীলু—আমার ঐ একটি ছেলে—সে-ও গেছে।

পরেশ—এক সঙ্গে নিশ্চয়—

মহিম—কি বলছেন? আটকে রেখেছিলাম, দোতলার জানলা দিয়ে লাফিয়ে পড়ে··

পরেশ—অক্ষত দেহে চলে গেছে। অত উঁচু থেকে পড়েও।

মহিম—আপনি ওরকম ভাবে কথা বলছেন কেন পরেশবাবু?

পরেশ—কিছু না। স্রেফ বোকা বানিয়ে দিলেন, তাই বলছি।

মহিম—মানে?

পরেশ—মানে আমরাও কিছু কিছু বুঝি মশাই। ছেলের সঙ্গে সরিয়ে দিয়েছেন, এখন বলছেন অন্য রকম।

মহিম—ছেলের সঙ্গে সরিয়ে দিয়েছি?

পরেশ—তার সঙ্গে বিয়ে দেবেন বলে। হয়তো বা বিয়ে হয়েই গেছে।

মহিম—ছেলের ভাগ্য বলতাম, যদি বিয়ে দেবার উপায় থাকত!

পরেশ—ভাগ্য বাপেরও—

এই সময়ে মীরা এল সেখানে।

পরেশ—ঝানু উকিল আপনি, অমিতার মা'র গয়না ব্যাঙ্কে জমা আছে, সে খবরটা কি না নিয়েছেন?

মীরা—এই তো অমিতার বৃন্দাবনী শাড়ি, মা যা দিয়েছিলেন।

মহিম—হস্টেল থেকে নীলুর জিনিসপত্রের সঙ্গে এসেছে।

পরেশ—কিন্তু এ শাড়ি তো সমীর দত্তের কাছে চলে গিয়েছিল। আপনার ছেলের কাছে থাকবার কথা নয়।

মীরা—বুঝুন তা হলে এবার।

পরেশ—তাই তো!

মহিম—ব্যাপার কি পরেশবাবু?

পরেশ—ভুল করে অমিতার স্যুটকেসে গিয়েছিল সমীরের ইউনিফর্ম। সেটা আমি স্বচক্ষে দেখেছি। আর অমিতার শাড়ি গিয়েছিল

সমীরের সঙ্গে। সমীরও স্বীকার করে সে কথা। অথচ নীলাদ্রির কাছে সেই শাড়ি। আরও যেন কি গোলমাল আছে।

মীরা—আমি জানি। অমিতা সমস্ত বলেছে আমায়।

মহিম—কি জানো, খুলে বলো।

মীরা—বলতে পারছি না, মুখ বন্ধ।

পরেশ—বলো, বলো—

টেলিফোন বেজে উঠল। মহিম সেদিকে চললেন।

মহিম—তুমি কি বলতে চাও, তারা দু'জনে—

মীরা—নিষ্পাপ। কিন্তু মুশকিল হচ্ছে, আমি খুলে বলতে পারব না।

পরেশ—আচ্ছা, আমি সমীরকে জিজ্ঞাসা করে জানছি আবার কোন প্যাঁচ আছে। বৃন্দাবনী শাড়ি নীলাদ্রির কাছে যায় কি করে?

পরেশ চলে গেলেন।

মহিম—(টেলিফোনে) হ্যালো—বিয়ে? নিমন্ত্রণ করছ বুঝি?··· বিয়ে হয়ে গেছে? খুব ভালো!···আমি তৃতীয় ব্যক্তি···না, না— তোমার বাবা নই, চৌধুরি-বংশের তুমি কেউ নও—

মীরা—নীলাদ্রিবাবু বলছেন? বিয়ে করেছেন?

মহিম—হ্যাঁ, অমিতাকে। দুঃসাহসী ছেলের দুষ্কৃতি। আবার ফোন করে জানিয়ে দিচ্ছে। (টেলিফোনে) শুনবে? শুনতে চাও? ···অমিতা ভালো মেয়ে নয়, সমীর দত্তের সঙ্গে এক ঘরে রাত্রিবাস করেছে।··আমি বলছি। মিথ্যে নয়, মিথ্যে নয়—শোন—

টেলিফোন ছেড়ে দিলেন।

মীরা—মিথ্যে কথা।

মহিম—কি বলছ তুমি?

মীরা—হ্যাঁ, মিথ্যে—

মহিম—তুমি বলতে চাও, বিলাসকুঞ্জে অমিতা রাত্রিবাস করেনি?

মীরা—করেছে। সমীরের সঙ্গে এক ঘরে নয়। আপনারই ছেলের সঙ্গে। নীলাদ্রি বাবুর কাছে অমিতার শাড়ি তার প্রমাণ।

মহিম—বিয়ের আগে? হতে পারে না। আর যাই হোক চৌধুরি বংশের রক্ত নীলুর দেহে।

মীরা—যদি জানতেন, কি অবস্থায় পড়ে—

মহিম—অবস্থা যাই হোক।

মীরা—একবার বোর্ডিং-এ গিয়ে খোঁজ নিয়ে দেখুন না! সেটা ন-মাস ছ-মাসের পথ নয়।

মহিম—আমার বয়ে গেছে।

মীরা—বেশ আমিই যাব। সমস্ত লিখিয়ে এনে দম্ভে অন্ধ আপনার চোখ আমি খুলবই—

মীরা চলে যাচ্ছিল, মহিম ডাকলেন।

মহিম—শোন, এই কথা বলতে চাচ্ছিলে না? বলছিলে মুখ বন্ধ?

মীরা—এ কি বলবার কথা? দু-জনের বিয়ে হয়ে গেছে, তাই বলতে পারলাম। নইলে অমিতা কুমারী মেয়ে, আর নীলাদ্রিবাবুর শহরময় খ্যাতি—

মহিম—আমি বিশ্বাস করি না, বিশ্বাস করি না। ওদের বাঁচাবার জন্য তোমার বানানো গল্প।

মীরা—বিশ্বাস করবেন কি করে? ফৌজদারি কোর্টে পৃথিবীর পঙ্কিল চেহারাটাই তো দেখে আসছেন চিরকাল।

মীরা চলে গেল।

মহিম—নীলু, খোকা!

উদ্‌ভ্রান্তের মতো এদিক-ওদিক চেয়ে ফোনের রিসিভার তুলে ধরলেন।

মহিম—খোকা, নীলু, সে নাকি তুই? সমীর নয়—তুই? তুই একবার বল্।...ঠিকানা জানিনে, কোথায় আছিস। বল্, অমিতা নিষ্পাপ, তুই নিষ্পাপ।... মীরা মা, রাগ কোরো না। যাব আমি তোমার সঙ্গে। দাঁড়াও, দাঁড়াও—

দ্বিতীয় দৃশ্য

(ক) বিলাসকুঞ্জ বোর্ডিং-এর একটি ঘর। জ্যোৎস্নারাত্রি, জানলা দিয়ে মেজেয় জ্যোৎস্না এসে পড়েছে।

নীলাদ্রি—আর একদিন এই হোটেলে, ঠিক এই ঘরের ভিতর—

অমিতা—পুরীর ট্রেন ফেল করে কী মুশকিলটা হল!

নীলাদ্রি—ভালই তো হয়েছে। সে রাত্রে অচেনা দু'জনেঅ জ্ঞান অবস্থায় ছিলাম—

অমিতা—আজ সজ্ঞানে সুখের বাসর সাজিয়েছি। কিন্তু ভয় করছে আমার।

নীলাদ্রি—বোর্ডিং-এর ওরা জানল—সেদিন আমাদের সম্বন্ধে যা ভেবেছিল, সমস্ত ভুল।

অমিতা—বাবার কথা বড্ড মনে পড়ছে। এই আনন্দের মধ্যে তিনি নেই।

নীলাদ্রি—কি ভয়ঙ্কর জেদ বাবার!

অমিতা—বাবাকে টেলিফোন করা তোমার উচিত হয় নি।

নীলাদ্রি—নইলে কি করে বোঝাতাম যে আমি তাঁরই ছেলে। জেদ আমারও আছে।

অমিতা—বাহাদুর বটে!

নীলাদ্রি—নিশ্চয়। তোমার বিয়ে আজকে হবার কথা। হলও তাই। সমীর দত্তের সঙ্গে নয় নীলাদ্রি চৌধুরির সঙ্গে। বাবা আর একবার হারলেন। চিরকাল তিনি হেরেই আসছেন।

অমিতা—চিরকাল… মানে?

নীলাদ্রি—উনি নিজে নাকি বিয়ে করতে চেয়েছিলেন এক জায়গায়। পারেন নি। আবার বুড়ো বয়সে ছেলের বিয়ে দিতে চান নি এক জায়গায়। তা-ও পারলেন না।

অমিতা—এই জেদাজেদি নিয়েই পৃথিবীর যত ঝগড়া—

নীলাদ্রি—কিন্তু আজকে ঝগড়া নয় অমিতা, অন্য কথা বলো। হ্যাঁ—

অমিতা—অন্য কথা ? তাই তো—কি কথা বলা যায়, তুমি বলে দাও

নীলাদ্রি—জানি না।

অমিতা—তুমি কি সুন্দর!

নীলাদ্রি—ও কথা তুমি বললে ব্যাঙের মতো শোনায়।

অমিতা—কত দয়া তোমার!

নীলাদ্রি—খবরদার! দয়া আমার নেই।

অমিতা—(হেসে) কত · কত ভালোবাস তুমি!

নীলাদ্রি—হ্যাঁ, ঠিক!

নীলাদ্রি অমিতাকে বাহুপাশে বাঁধতে গেল। অমিতা হেসে পালাল।

অমিতা—বাইরে কি সুন্দর জ্যোৎস্না উঠেছে দেখ।

নীলাদ্রি—লেকের জলে জ্যোৎস্না পড়েছে—

অমিতা—(গেয়ে উঠল)

চাঁদের জোছনা গলে গলে সব পড়ছে জলে—
জল করে ঝিকামিক।
আমার নয়নে কি দেখিছ প্রিয় ?
চেয়ে চেয়ে তুমি কি দেখিছ অনিমিখ ?

নীলাদ্রি—চলো চলো, লেকের ধারে বেড়াইগে।

অমিতা—(ভয় দেখাচ্ছে) দেখতে পাচ্ছ গাছের নিচে কে-একজন ? বাবাই যেন বেড়াচ্ছেন পালানো ছেলের খোঁজে।

নীলাদ্রি—(সেই ভঙ্গিতেই) ঐ রে! তোমার মামা বেড়াচ্ছেন। ধরে নিয়ে টপ করে সমীর দত্তের সঙ্গে আবার বিয়ে দিয়ে দেবেন।

অমিতা জিভ বের করে ভেঙচাল। দু-জনে ছুটোছুটি করে দোর খুলে বেরুল।

(গ) লেকের পাশে অমিতা আর নীলাদ্রি। আগের সেই গান চলছে। নীলাদ্রি ফুল কিনে অমিতার খোঁপায় পরিয়ে দিল। অমিতা গাইছে :

কোন রূপবতী এলায়ে পড়েছে দোলন-চাঁপার বনে—
রাতের হাওয়া দোল দিয়ে যায় তোমার আমার মনে।
চাঁদ আর জল এমন উতল,

মন বেভুল, মন বেঠিক—
কি দেখিছ অনিমিখ ?

মোর চুলে ফুল—দেখ, দেখ—
কালো চুলে চাঁপা দোলে দুল-দুল—

ঝিকমিক, ঝিকমিক!

আমার নয়নে কি দেখিছ প্রিয়,

চেয়ে চেয়ে অনিমিখ ?

ভোলানাথ ডাক্তার এলেন।

ভোলা—এটা ঠিক হচ্ছে না মশায়। (নীলাদ্রি তাড়াতাড়ি সরে দাঁড়াল) উঁহু, ঠিক নয়।

নীলাদ্রি—কি ঠিক নয়?

অমিতা—গান গাওয়া?

ভোলা—গান গাওয়া খারাপ—টনশিলে ইনফ্লামেশন হতে পারে। তার চেয়ে আরও খারাপ শীতের দিনে ঠাণ্ডা লাগানো। ব্রঙ্কাইটিশ ধরে যেতে পারে।

নীলাদ্রি—আপনিও তো বেরিয়েছেন।

ভোলা—প্রিকশান কত নিয়েছি দেখুন। এই গরম গেঞ্জি, তার উপর গরম কামিজ, তার উপর ওয়েস্টকোট, তার উপর আলোয়ান; মাথায় মঙ্কিক্যাপ, তার উপর কম্ফর্টার—

অমিতা—তা বটে!

ভোলা—তবু আসতে চাইনি। শ্রীমতী ধরে পড়লেন, চলো—বেড়িয়ে আসি। কি করি বলুন, টানে টানে আসতে হল।

নীলাদ্রি—আমাদেরও তাই। শ্রীমতী বললেন, জলে-পড়া জ্যোৎস্না দেখব।

অমিতা—আমি?

নীলাদ্রি—নিশ্চয়। জ্যোৎস্নার টানে টানে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে এলাম।

ভোলা—আমাদেব ওসব নয়। বিয়ের বছর তিনেকের মধ্যে জোছনা-টোছনা সব পিঠটান দিয়েছে। টানাটানির সংসার মশাই, স্রেফ কম্ফর্টারের টান।

নীলাদ্রি—সে কি?

ভোলা—আসব না, কিছুতে আসব না—প্র্যাকটিশ-অব-মেডিসিন খুলে বসেছি—বই কেড়ে ফেলে কম্ফর্টার ধরে এই টান। হিড়হিড় কবে টেনে নিয়ে এসে·· মাপ কববেন মশায়, আপনার মুখটা বিশেষ পবিচিত বলে অনুমান হচ্ছে।

নীলাদ্রি—কই, না তো!

তরঙ্গিণীর প্রবেশ।

তবঙ্গিণী—মিসেস সেনেব সঙ্গে দেখা। কেঁদে কেঁদে চোখ ফুলিয়েছেন। ছেলে মাবা গেছে।

অমিতা—এই বে!

ভোলা -ডাক্তাব ডাকেনি বুঝি?

তবঙ্গিণী—ইনসিওবেন্স কবা ছিল না।

অমিতা (চুপি চুপি নীলাদ্রিকে) সেই এজেন্ট—

মাথায় কাপড তুলে দিন।

তবঙ্গিণী—তা বুঝিয়ে বললাম, এবাব ছেলে মবেছে—মিস্টার সেনও তো মবতে পাবেন। ইনসিওব করুন, কান্নাব দায় থেকে বেঁচে যাবেন।

ভোলা—যাই বলুন মশায়, আপনার মুখ অতিশয় পরিচিত। নিশ্চিত বোধগম্য হচ্ছে না—চশমাটা বদলাতে হবে।

তবঙ্গিণী—ওঁব স্ত্রীও। হ্যা, ঠিক—সেবাবে বোডিং-এ দেখা। প্রস্পেক্টাস দিয়েছিলাম, পড়ে ফেলেছেন তো?

অমিতা—সময় পাইনি।

নীলাদ্রি—সময় এবাবও হবে না। দু'একদিনের জন্য এসেছি।

তরঙ্গিণী—ঠিক! পৃথিবীর সম্বন্ধেও ঠিক ঐ কথা। ক'দিনের জন্যেই বা আসা! অতএব ইনসিওর করুন।

নীলাদ্রি—আমরা…মানে, একটু বিষয়ান্তরে আলাপ করছিলাম—

তরঙ্গিণী—ওঃ! তা বেশ তো, করুন আলাপ। আপনার স্ত্রীর সঙ্গে আমার সামান্য দু-একটা কথা—তাকে নিয়ে ওদিকে যাচ্ছি।

তরঙ্গিণী অমিতার হাত ধরে একপাশে নিয়ে বসলেন।

নীলাদ্রি—দেখুন, আলাপ যে স্ত্রীর সঙ্গেই।

তরঙ্গিণী—পরে ঢের সময় পাবেন। এই উনি—আমার স্বামী এবং ডাক্তার।…তুমি তো আচ্ছা মানুষ—আলাপ করো।

ভোলা—(হঠাৎ উচ্ছ্বসিত ভাবে) মনে পড়েছে, মনে পড়েছে—আপনার কাছে আমাব ভিজিট বাকি মশাই।

নীলাদ্রি—আমার তো মনে পড়ে না।

ভোলা—না পড়াই সম্ভব। ঋণের ব্যাপাব সুস্থ অবস্থাতেই মনে থাকে না, আর সে তো মস্তিষ্কেব ব্যাধি। কিন্তু অসত্যভাষণ আমার কোষ্ঠিতে নেই।

নীলাদ্রি—বেশ! (কয়েকটা টাকা দিল) আজ আমি কাবো মনে ক্ষোভ রাখব না। হল তো?

ভোলা—হ্যাঁ, ধন্যবাদ! আপনাব নামও এবার মনে পড়েছে মশাই। সমীর দত্ত, সমীব দত্ত—বলুন কি না?

নীলাদ্রি—হ্যাঁ, সমীর দত্ত।

তরঙ্গিণী ও অমিতার কথা হচ্ছিল। তবঙ্গিণীর কানে গেল।

তরঙ্গিণী—কে? সমীর দত্ত কে?

ভোলা—এই যে ইনি।

তরঙ্গিণী—তোমার মাথা! সে হবে তো আমাদের জামাই।

নীলাদ্রি—এক নাম কি দু'জনের হয় না?

তরঙ্গিণী—অমিতা দেবী নাম বললেন, আর যেন কি-একটা!—কি?

নীলাদ্রি—অমিতা বাজে কথা বলেছে।

ভোলা—একদম বাজে কথা।

তরঙ্গিণী—না, বাজে উনি কখনো বলবেন না। একদিন কত বড় উপকার করেছিলাম।

মোটর থামার শব্দ।

সমীর—(নেপথ্যে) বিলাসকুঞ্জ হল সামনের ঐ বাড়ি।

পরেশ—(নেপথ্যে) ঐখানেই ছিলে তোমরা ?

নীলাদ্রি ও অমিতার চোখোচোখি হল। বিষম ভয় পেয়েছে।

অমিতা—আমরা যাই।

তরঙ্গিণী—কথা শেষ হল না যে !

তরঙ্গিণী পথ আটকে দাঁড়ালেন।

নীলাদ্রি—হয়েছে, যথেষ্ট হয়েছে। পথ ছাড়ুন, দোহাই, রাতটুকু অব্যাহতি দিন। ইনসিওর করব, নিশ্চয়—

নীলাদ্রি ও অমিতা দ্রুত চলে গেল।

তরঙ্গিণী—শুনুন, শুনুন। আর একটা কথা—

তরঙ্গিণী ও ভোলানাথ পিছু ধরেছেন। এই সময়ে সমীর ও পরেশনাথ প্রবেশ করলেন। সমীরের দিকে তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে তাকিয়ে তরঙ্গিণী চলে গেলেন।

পরেশ—ঐ বিলাসকুঞ্জে তুমি আর আমার ভাগনী—

সমীর আজ্ঞে হ্যাঁ। আর লজ্জা দেবেন না। সাময়িক খেয়ালে হয়ে গেছে। দেখুন, আমি অনুতপ্ত। প্রায়শ্চিত্তও করতে যাচ্ছি তাকে বিয়ে করে।

পরেশ—তাকে পাবে কোথায় ?

সমীর—পৃথিবী খুঁজব। বোর্ডিংটাও একবার দেখতে হবে। একবার থেকে গেছে, চেনা জায়গা, খোঁজখবর মিলে যেতে পারে।

পরেশ—কিন্তু নীলাদ্রির বাক্স থেকে যে অমিতার বৃন্দাবনী শাড়ি বেরুল ?

সমীর—চুরি করেছে, বুঝলেন না ? ছোকরা সব পারে। আস্ত মেয়েটা চুরি করে নিয়ে পালাল, আর ও এক শাড়ি ! নীলাদ্রির সঙ্গেও একবার দেখা হওয়ার ভারি দরকার।

পরেশ—কেন ?

সমীর—অমিতার সব ইতিহাস জানে না বলে ঠেকছে। মহিম চৌধুরি টাকার লোভে গোপন করেছে। আমার সঙ্গে বোর্ডিং-এ ছিল শুনলে সে নিজেই পিছিয়ে পড়বে। আপনার জুৎ, আড়াই হাজারের মধ্যে সমস্ত খতম—

পরেশ—পাঁচশ' যে কমিয়ে দিলে ?

সমীর—আজ্ঞে হ্যাঁ, পাঁচশ' ভুজুং-ভাজাং দিয়ে মহিম চৌধুরির কাছ থেকে বাগিয়েছি। আই এম ভেরি আপরাইট—সর্বদা ধর্ম বজায় রেখে চলি। পাঁচশ' পেয়ে গেছি, আড়াই হাজার দিয়ে দেবেন—গয়না সমস্ত আপনার। কলঙ্কও চাপা পড়ে গেল, সেই আমিই যখন বিয়ে করে ফেলছি।

সমীর ও পরেশ কথা বলতে বলতে চলে যাচ্ছিলেন। এই সময়ে তরঙ্গিণী এসে সমীরকে ডাকলেন। সমীর দাঁড়াল, পরেশ চলে গেলেন।

তরঙ্গিণী—কাকে বিয়ে করব বলছ ? আমার মেয়ের সঙ্গে বিয়ের কথা।

সমীর—ওঁরা অনেক টাকা দেবেন।

তরঙ্গিণী—আমার মেয়ের কাঁচা-সোনার রং।

সমীর—কাঁচা সোনার চেয়ে গিনি সোনার দর বাজারে অনেক বেশি।

তরঙ্গিণী—তখন তো রাজি হয়ে গিয়েছিলে—

সমীর—তখন হয়েছিলাম। তারপর হু-হু করে দর যে বেড়েই চলেছে। আগে কাপড় পাওয়া যেত পাঁচ টাকায়, এখন পনের টাকা। দশ টাকায় আগে তোফা পাঁ ত, এখন দর করে দেখুনগে।

তরঙ্গিণী—কিন্তু তোমার কথা মতো এবারে মেয়ে নিয়ে এসেছি যে!

সমীর—এসেছেন, ফিরিয়ে নিয়ে যান।

(গ) হোটেলের ঘর। নীলাদ্রি ও অমিতা। নীলাদ্রি দরজা-জানলা এঁটে দিচ্ছে, অমিতা হাসিমুখে গান গাইছে :

কোথায় ছিলে রাজার কুমার, কোথায় তুমি ছিলে ?
তেপান্তরের কোন সুদূরে সোনার মঞ্জিলে ?
পাতালপুরে ছিলাম একা—
হঠাৎ কখন দিলে দেখা,
এক মুঠো জবার মতন পরাণ রাঙিলে।

নীলাদ্রি অমিতার মুখে হাত চাপা দিল।

নীলাদ্রি—আঃ, এই বিপদ—আর তোমায় গান পেয়ে বসল।

অমিতা—(আবার গান)

মুখের পরে তাকিয়ে দেখ চিনতে পারো কিনা ?
তোমার মনে আমার মনে বিনা সুরের বীণা।
আর জনমে ছিলাম ফুটি'
একটি বোঁটার কুসুম দুটি—
এক লহমায় চিনে ফেলে হিয়ায় তুলে নিলে।

নীলাদ্রি—মনে রেখো, এটা রোগির ঘর—পেঁচার মতো গম্ভীর হয়ে থাকবার যায়গা। সমীর দত্ত ঘোরাঘুরি করছে, দেখেছ তো ?

অমিতা—আহা, মনে লেগেছে। কত আশা করে বরপাত্তোর হয়েছিল।

নীলাদ্রি—তোমার মামাকেও জুটিয়ে এনেছে। দেখলে হৈ-চৈ করবে। বোর্ডিং-এর মধ্যে চেঁচামেচি করে চৌধুরি-বংশের মুখ পোড়াবে।··· সত্যি, এখানে উঠে ভুল করেছি।

অমিতা—চলো পালাই। আমাদের দেখতে না পেলে গণ্ডগোল হবে না।

নীলাদ্রি—পালাব ?

অমিতা—সেই যা কথা হয়েছিল, পুরীতে দিদিমার কাছে থাকা যাবে। তারপর সব ঠাণ্ডা হয়ে গেলে ফিরে আসব।

নীলাদ্রি—বেশ, সন্ধ্যে সাড়ে-সাতটায় গাড়ি। সেই অবধি এমনি ভাবে থাক, কেউ কোন রকম সন্দেহ করতে না পারে।

অমিতা—সন্দেহ আবার কিসের ?

নীলাদ্রি—এক দফা, আমার দুই রকম নাম। ডাক্তার জানে এক রকম, ইনসিওরেন্স-ওয়ালিকে তুমি বলেছ আর এক রকম। দ্বিতীয় দফা, দুয়োর-জানলা এঁটে আমরা এই রকম ঘরের মধ্যে আছি।

অমিতা—সবাই জানে, তুমি হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়েছ।

নীলাদ্রি—স্বামী অসুস্থ, আর স্ত্রী প্রবল কণ্ঠে গান ধরেছে—

অমিতা—হয় না বুঝি ?

নীলাদ্রি—যাত্রা-থিয়েটারে হয়। মরে গেছে—মড়ার চাবিপাশে ঘুরে ঘুরে বিনিয়ে বিনিয়ে গান হচ্ছে। জীবনে হয় না।...স্থির হয়ে বোসো অমিতা, নয় তো সকলে নানা কথা বলতে শুরু করবে—

অমিতা—(লঘু কণ্ঠে) কি বলবে ?

নীলাদ্রি—জ্বর-টর মিছে কথা, ছুতো ধরে পড়ে আছে—

অমিতা—ছুতো ধরে লেপ মুড়ি দিয়ে সন্দেশ চুরি করে খাচ্ছে।

নীলাদ্রি—কিম্বা তারও চেয়ে মিষ্টতর কিছু। যেহেতু স্বামী-সেবার অজুহাতে সকাল থেকে তুমিও একদম বেরোও নি।

দরজায় করাঘাত। অমনি নীলাদ্রি বিছানায় পড়ে কান্নাকাটি শুরু করল।

অমিতা—কে ?

গিরি—(নেপথ্যে) আমি গিরিধারী।

নীলাদ্রি—আয়।

নীলাদ্রির ইঙ্গিতে অমিতা খিল খুলল। গিরিধারী রেকাবিতে করে কার্ড এনেছে ; সেটা নীলাদ্রিকে দিল।

অমিতা—গিরিধারী, কিছু খাবারের বন্দোবস্ত করতে পারিস ? হ্যাঁ, বার্লি-সাবু বাবু খাবেন না। খুব গোপনে। অসুখ কিনা, বাবুর বড্ড অসুখ—

নীলাদ্রি—(কার্ড পড়ে) ডাক্তার ভোলানাথ... বলগে, দেখা হবে না। অসুখ বেড়েছে।

গিরি—বলেছিলাম। তবু তিনি আসবেন।

নীলাদ্রি—জোর করে আসবেন নাকি?

গিরি—বললেন, ডাক্তার তো অসুখ হলেই আসে।

নীলাদ্রি—তুই বেরিয়ে যা। খিল এঁটে দিচ্ছি।

গিরিধারী বেরিয়ে গেল। কিন্তু দরজা দেওয়ার আগেই তরঙ্গিণী ঢুকলেন।

তরঙ্গিণী—মাপ করবেন। খবর দিই নি। কাল রাত্রে এত কথাবার্তা—সকালে অসুখের কথা শুনে বিষম ভয় হয়ে গেল।

নীলাদ্রি—আচ্ছা, আপনার ভয় পাবার গরজটা কি বলুন তো?

তরঙ্গিণী—ভয় পাব না, বলেন কি! এখনো প্রোপোজ়াল যায় নি, ভালো-মন্দ কিছু হলে আপনার স্ত্রী যে কেঁদেই কূল পাবেন না!... যাই হোক, ভাল আছেন দেখে আশ্বস্ত হলাম।

নীলাদ্রি—ভাল আছি, কে বলল?

তরঙ্গিণী—আপনাদের মুখ-চোখ বলছে। ও-রকম হাসিখুশি—হ্যাঁ, মোটা রকম ইনসিওরেন্স থাকলে সম্ভব বটে!

নীলাদ্রি—আমার অসুখ, একশ'বার অসুখ। বকাবেন না।

তরঙ্গিণী—কিছু নয়, মনের ভ্রম। ও রকম হয় মশাই। বিশ বচ্ছর এই কাজ করছি, অনেক দেখেছি। অসুখ তো সামান্য কথা—ইনসিওরেন্স-এজেন্ট দেখলে লোকে আগে থাকতেই মরে যায়। আমরা তবু ছাড়িনে।

নীলাদ্রি—(হাতজোড় করে) আপনি দয়া করে যাবেন কি?

তরঙ্গিণী—অসুখ? বেশ, তবে ডাক্তার দেখান। ওগো, বাইরে কি করছ? ভেতরে এসো।

ভোলানাথ প্রবেশ করলেন।

তরঙ্গিণী—দেখ। বলো, কি রোগ—

ভোলা—কি রোগ মশায়?

তরঙ্গিণী—রোগই বলে দেবে তো লোকে তোমায় ডাকতে যাবে কেন?

ভোলা—স্টেথেসকোপ বের করব, না থার্মোমিটার? না ছোঁরাছুরি

চালানোর দরকার হবে? মোটামুটি একটা বলে দিন মশায়। বলি, দেহের কোনখানে বেদনা-টেদনা ঠেকছে?

নীলাদ্রি—দেখুন, মাথায় আমার আগুন জ্বলছে। এ সময়—

ভোলা—মাথায় আগুন, অর্থাৎ মস্তিষ্ক-ব্যাধির পুনরাক্রমণ। ভয়ানক কথা! প্রোপোজালটা সই করে সর্বাগ্রে ওঁকে বিদায় করুন। ওঁর সামনে ভাল মাথারই বিকৃতি দেখা যায়।

নীলাদ্রি—মাথায় আমার খুন চেপে আসছে। আপনারা যাবেন, না শান্তিভঙ্গের জন্য পুলিস ডাকতে হবে?

ভোলা—আপনি অতি রূঢ় বাক্য প্রয়োগ করছেন।

নীলাদ্রি—শুধুই মুখের বাক্য থাকবে না বেশিক্ষণ—

তরঙ্গিণী—তবে চললাম আপাতত। আবার বিকালে আসব। বুঝতে পারছেন না, আমরাই হচ্ছি যথার্থ হিতাকাঙ্ক্ষী।

তরঙ্গিণী চলে গেলেন।

নীলাদ্রি—(ভোলার প্রতি) আপনি যে দাঁড়িয়ে?

ভোলা—ডাক্তার ডাকলেন, ফী দেবেন না?

নীলাদ্রি—(অমিতার প্রতি) দাও—(অমিতা দুটো টাকা দিল। টাকা বাজিয়ে নিয়ে ভোলা ডাক্তার চলে গেলেন) দুয়োর দাও—শিগগির খিল এঁটে দাও। আমি কম্বল মুড়ি দিয়ে থাকি, তুমি মাথার পাশে বোসো। পার তো চোখে দু-এক ফোঁটা অশ্রু আমদানি করো। কি জানি, হিতাকাঙ্ক্ষীরা দুয়োর ভেঙেও ঢুকে পড়তে পারেন। বিশ্বাস নেই!

(ঘ) হোটেলের ড্রইংরুম। টেবিলের উপর খাতা খুলে কুঞ্জ পরেশকে দেখাচ্ছেন। সমীর দেয়ালের বোর্ডে আগন্তুকদের নাম দেখছে। ফরাসে নিমগ্ন হয়ে দু-জন দাবা খেলছে।

কুঞ্জ—বললাম তো, নীলাদ্রি নামে আমার বোর্ডিং-এ কেউ নেই।

পরেশ—(সমীরের প্রতি) শুনলে?

সমীর—নাম বদলে থাকতে পারে!

পরেশ—এই জোড়াটি কি রকম বলুন তো? নীলকণ্ঠ হালদার ও স্ত্রী। নীলে নীলে মিলে গেছে। এসে পৌঁচেছেও কাল।

কুঞ্জ—ওঁরা প্রায়ই আসেন। ভদ্রলোক মোগলসরাইয়ে গুদামবাবু ছিলেন। দু-বস্তা ময়দা সরিয়ে চাকরি যায়। গায়ে শ্বেতি উঠেছে—ঐ যে, ঐ যে—তিনি দাবা খেলছেন। দেখুন, মিলছে?

সমীর—(বোর্ড দেখতে দেখতে) আচ্ছা, এই জোড়া? মিস্টার ও মিসেস রে—

কুঞ্জ—ওদিকে এগুবেন না মশাই। বোর্ডিং-এর চাকরবাকরও এগুতে ভরসা পায় না। হক না-হক থাপ্পড় ঝাড়ে। সাহেবি মেজাজ—

পরেশ—আর এঁরা—এই এগারো নম্বর রুমে?

কুঞ্জ—দেখা হলে বুঝবেন। ছেঁকে ধরবে। গিন্নি ইনসিওরেন্স-এজেন্ট, কর্তা ডাক্তার।

সমীর—ওঃ, তারা এখানে বুঝি? দেখি—(সমীর কুঞ্জর কাছে এল) হ্যাঁ, তরঙ্গিণী শিকদার। মেয়েটিকে সত্যি সঙ্গে এনেছেন দেখছি।··আচ্ছা ম্যানেজার বাবু, ওঁদের মেয়েকে আপনি চাক্ষুষ দেখেছেন? শুনছি কাঁচা-সোনার রং—

কুঞ্জ—আপনিও চাক্ষুষ করুন। ঐ ওঁরা সবসুদ্ধ সশরীরে হাজির। (তরঙ্গিণী, ভোলানাথ ও তাঁদের মেয়ে লতিকা বেড়িয়ে ফিরলেন। লতিকা বড় লজ্জাবতী, সর্বাঙ্গ কাপড়ে মোড়া) মিস্টার এণ্ড মিসেস শিকদার, এই দু'জন ভদ্রলোক আপনাদের কথা জিজ্ঞাসা করছেন।

ভোলা—আমার কথা? অসুখ করেছে নিশ্চয়। বলুন, কি অসুখ—

তরঙ্গিণী—তোমায় বই কি! তোমায় ডাকবে আগে ইনসিওর করে তারপর। টাকাটা শিগগির পাবার উপায় করে দেবে।··আরে, বাবাজী যে! এই আমার মেয়ে লতিকা।

লতিকা বিদ্যুৎগতিতে ছুটে পালাল।

তরঙ্গিণী—মেয়ে আমার লজ্জাবতী।

পরেশ—বড় ভয়ানক লজ্জা তো হে!

তরঙ্গিণী—বাবাজী, কথা আছে। এসো না, শোন—

তরঙ্গিণী ও ভোলানাথের সঙ্গে সমীর চলল।

পরেশ। এত লজ্জা! এই কাঁচা-সোনা মেয়ে যে বিয়ে করবে তার তো বড্ড মুসকিল।

মঞ্চ ঘুরতে শুরু হল। সমীর ফিরল।

সমীর—আজ্ঞে?

পরেশ—শুভদৃষ্টির সময় ও-মেয়ে তো লজ্জায় চোখ মেলবে না।

সমীর—কি জানেন, হাঁড়িকাঠে পড়েই যত কিছু ভ্যা-ভ্যা—বলির পরে দেবচক্ষু হয়ে যায়।

সমীর চলে গেল।

১ম দাবাড়ে—কিস্তি!

২য় দাবাড়ে—এই চলল গজ—

১ম দাবাড়ে—ফের কিস্তি—

২য় দাবাড়ে—চাপলাম নৌকো—

(ঙ) হোটেলের বারাণ্ডা। বিলাস গিরিধারীর হাত চেপে ধরেছে। গিরিধারীর হাতে কাগজে-মোড়া বাটি।

বিলাস—খোল্ খোল্—বের কর্ কি আছে।

গিরি—আমি কি জানি?

বিলাস—তুই জানিসনে মিথ্যেবাদী, জানি আমি?…এ কি? ভাত? মাছ-ভাজা? ডিম-সেদ্ধ?

গিরি—আমি জানিনে বিলাসবাবু, সত্যি জানিনে। আমি আট নম্বর ঘরে জলের কুঁজো নিয়ে যাচ্ছিলাম—

বিলাস—অমনি বাটিটা খবরের কাগজে মোড়ক হয়ে ঝপ্‌পাস করে তোর হাতের উপর পড়ল, আর জলের কুঁজো পাখনা মেলে ফুড়ুৎ করে উড়ে পালাল?

গিরি—পা ছুঁয়ে দিব্যি করছি—

বিলাস—আট নম্বর ঘর তো? চালাকির জায়গা পাস নি? আয় হতভাগা, আয়—

গিরিধারীর হাত ধরে টানতে টানতে নিয়ে চলল।

(চ) হোটেলের ড্রইংরুমে গিরিধারীর হাত চেপে ধরে বিলাস দাঁড়িয়ে। কুঞ্জ খাতা দেখছেন।

কুঞ্জ—আট নম্বর ঘর? দাঁড়া···(খাতা দেখে) ভারি ভদ্রলোক! অগ্রিম জমা দিয়েছেন।

বিলাস—ভদ্রলোক না হাতি! সেবারে ডাক্তারের ফী আর আমার—

কুঞ্জ—চুপ! আমার খদ্দের-লক্ষ্মী—হ্যাঁ, এই তো··ভদ্রলোকের অসুখ, এই তো দুধ-সাবু আর কমলালেবু গিয়েছে আট নম্বরে। মিথ্যে বলবার জায়গা পাস নি?

গিরিধারীর প্রতি হুঙ্কার দিয়ে উঠলেন। গোলমাল শুনে তরঙ্গিণী ও ভোলানাথ এলেন।

গিরি—হ্যাঁ, দুধ-সাবু' থালা ভরতি ভাত উড়ে গেছে। মাছের কাঁটা আর আলুর খোসায় এত বড় ঢিবি—

তরঙ্গিণী—আট নম্বর ঘর তো? অসুখ না আরো-কিছু! এমন অভদ্র লোক—

ভোলা—আমি ডক্টর শিকদার, ক্যাম্বেলে পাশ—আমি স্বয়ং পরীক্ষা করে এসেছি।

বিলাস—পয়সার সাশ্রয় মশায়, স্রেফ জমাখরচের ব্যাপার—বুঝছেন না? ও তো হরদম চলছে। (গিরিধারীকে) বল্ বেটা, কত দিয়েছে তোকে?

কুঞ্জ—বল্—

গিরি—পাঁচ টাকা।

কুঞ্জ—পাঁচ টাকা—অ্যাঁ, পাঁচ টাকা?

বিলাস—সব খুলে বল্, কি ব্যাপার—

গিরি—বাবুর অসুখ—

তরঙ্গিণী—এত বড় অসুখ যে আমরা যখন গেলাম, বিছানায় পড়ে কাতরাচ্ছিলন।

বিলাস—আহা, বলতে দিন না।

গিরি—বাবুর অসুখ, তা ঠাকরুনের যত ভাত বাবু গবাগব খেয়ে নিল। ঠাকরুন বলে—খাও, আমি সাবুই খাব। তখন বাবু বলে, কিছু ভাত-তরকারি লুকিয়ে নিয়ে আয় দিকি, কেউ জানতে না পারে। পাঁচ টাকার নোট দিয়ে দিল একটা।

বিলাস—বোঝা গেল, অসুখ নয়—ফাঁকি।

কুঞ্জ—কিন্তু ফাঁকির গরজটা কি, বোঝা যাচ্ছে না। পরশু রাতে এসেছেন, এসে না চাইতেই অগ্রিম টাকা দিয়েছেন।

বিলাস—দিয়েছে ভয়ে ভয়ে। আর একবার এসে—

১ম দাবাড়ে—আগেও এসেছিলেন বুঝি ?

কুঞ্জ—ইচ্ছে করে আসে নি। আমার কুলকুষ্মাণ্ড রাস্তা থেকে টেনে এনেছিল।

এই সময়ে মীরা ও মহিম প্রবেশ করলেন।

কুঞ্জ—বসুন—বসুন—

মহিম—আপনি ম্যানেজার ?

কুঞ্জ—আজ্ঞে হ্যাঁ, শুনছি—এটা মিটিয়ে নিই।

১ম দাবাড়ে—সকাল থেকে ভদ্রলোক মোটে বেরোন নি।

২য় দাবাড়ে—ওঁর স্ত্রী-ও না।

তরঙ্গিণী—বেরুবেন কি, ঘরের মধ্যে একশ' মজা—দুয়োর এঁটে হল্লা হচ্ছিল।

ভোলা—স্ত্রীলোকটি সঙ্গীতের অনুশীলন করছিলেন।

১ম দাবাড়ে—ঘরে দরজা দেওয়া, বেরুচ্ছেন না, তার উপর গান-বাজনা—অতি সন্দেহজনক ব্যাপার।

২য় দাবাড়ে—(প্রথমের মুখ খেলার দিকে ফিরিয়ে) এই যে, জোড়া ঘোড়া ঢুকল টক্‌-টক্‌-টক্‌—

তরঙ্গিণী—সন্দেহ নয়। একেবারে প্রত্যক্ষ। এ ব্যাপার পুরোণো—আমি জানি। সেবার মিথ্যে করে টেলিফোন পর্যন্ত করলাম।

ভোলা—আঃ!

তরঙ্গিণী—কেন করেছিলাম? ইনসিওর করবে, সেইজন্যে তো! ওরা কথা রাখেনি—আমিই বা গোপন রাখব কেন?

মহিম—দেশে এই রকমের বড় প্রাদুর্ভাব হচ্ছে। তাড়া খেয়ে জোড়ে জোড়ে হোটেলে এসে জোটে। প্রতিবিধান হওয়ার দরকার।

১ম দাবাড়ে—নিশ্চয়, প্রতিবিধান দরকার।

২য় দাবাড়ে—(প্রথমের মুখ খেলার দিকে ফেরাল) এই যে, আগে দাবা সামলাও।

ভোলা—(বিলাসকে) বিহিত করুন মশায়, হোটেলে পরিবার নিয়ে উঠি।

বিলাস—আমি যাচ্ছি। এক্ষুণি দূর করে দেবো। হোটেলের গুড-উইল বাঁচাতে হবে। সেবারে কা বেকুবটাই না বানাল!

বিলাস দ্রুত চলে গেল, তরঙ্গিণীও গেলেন। সমীর এল।

সমীর—ভদ্রলোকটির নাম কি ম্যানেজার বাবু?

মহিম ম্যানেজার বাবু!

কুঞ্জ—বসুন না, হচ্ছে। রুম চাই তো?

মহিম—(সমীরকে দেখালেন) আমি জানতে চাই, এই লোক কোনদিন আপনার হোটেলে এসে রাত্রিবাস করেছিল কিনা?

কুঞ্জ—বলতে বাধ্য নই।

মীরা—আপনারা বলেন না বুঝি?

কুঞ্জ—বলি. এক পুলিসের লোকের কাছে। পুলিস যদি হন, সন্তোষজনক প্রমাণ দিন।

মহিম—পুলিস নই, কিন্তু প্রমাণ দিচ্ছি।

টাকা দিলেন।

মীরা—সন্তোষজনক হয়েছে তো?

কুঞ্জ—বসুন, বসুন। ওরে কে আছিস, এঁদের দু-কাপ চা দিয়ে যা।

মীরা—মাস ছয়েক আগে একটা মেয়ে আর একটা ছেলেকে আপনারা আহত অবস্থায় এনেছিলেন, মনে পড়ে?

কুঞ্জ—খুব, খুব—

মহিম তাদের নাম কি?

কুঞ্জ—বসুন। (খাতা দেখে) অমিতা দেবী আর সমীর দত্ত।

মহিম—(মীরাকে) কেমন? হয়, তুমি গল্প বানিয়েছ—আর নয়তো অমিতা গল্প বানিয়ে তোমার কাছে ভালমানুষ হয়েছে।

মীরা—(সমীরকে দেখিয়ে) একে চেনেন?

মহিম—এই সেই সমীর দত্ত।

ভোলা—কক্ষণো না। আমার ভিজিট বাকি ছিল, এবার শোধ করে দিয়েছেন। তিনি আট নম্বরে আছেন। সেই মেয়েটি সুদ্ধ।

মীরা—তারা আছে? এখানে আছে

কুঞ্জ—এ ভাবে গোপন তথ্য ফাঁস করা অত্যন্ত অন্যায় ডাক্তার।

মীরা—তারা আছে? আসুন না ম্যানেজারবাবু, আমরা দেখা করব। (কুঞ্জ ইতস্তত করছেন) এবার আরও সন্তোষজনক হবে। বুঝলেন? আপনি আসুন—

মীরা মহিমের হাত ধরে নিয়ে চলল। কুঞ্জও চললেন।

(চ) হোটেলের বারান্দা। ক্রুদ্ধভাবে নীলাদ্রি আসছিল। সঙ্গে বিলাস, অমিতা আর তরঙ্গিণী।

নীলাদ্রি—কে? কারা নিন্দে রটাচ্ছে? আমি দেখে নেবো।

বিলাস—সকলে। ঐ যে ওঁরাও—

মহিম, নিকুঞ্জ ও মীরার প্রবেশ।

কুঞ্জ—এই যে, এঁরাই।

মহিম—দাঁড়া।

নীলাদ্রি—কেন ?

অমিতা—বাবা, চলে যাচ্ছি আমরা। অনেক কষ্ট দিয়ে গেলাম।

অমিতা প্রণাম করল।

মহিম—(আগুন হয়ে উঠলেন) নবাবের বেটা! পরের মেয়ে প্রণাম করল, নিজের ছেলে তুই কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলি। মুখ্য গোঁয়ার কোথাকার! তোকে পড়াতে হাজার হাজার টাকার অপব্যয় করেছি।

নীলাদ্রি—(ঠক করে প্রণাম করল) আপনারা এখানেও জুটে এসে কুকুরের মতো তাড়াবার ব্যবস্থা করছেন। ভেবেছেন, পৃথিবীতে আর জায়গা নেই ?

সমীর, পরেশ, দারাড়ে দুইজন, ভোলানাথ বাইরের দিক দিয়ে এবং মিঃ বে ভিতরের দিক দিয়ে একের পর এক আসছেন।

সমীর—এই যে ভাই নীলাদ্রি। সেই পোড়োবাগানে অমিতার চমৎকার ফোটো আছে। তোমার এক কপি পাওয়া দরকার।

মহিম—স্কাউণ্ড্রেল, মাথার খুলি ভেঙে দেবো। জানিস, অমিতা আমার পুত্রবধূ ?

ভোলা—আপনার ?

মহিম—হ্যাঁ।

তরঙ্গিণী—আপনার ছেলে আর ছেলের বৌ এখানে—বোর্ডিং-এ ?

মহিম—রাগ। দেখছেন না, রেগে টং। রাগের পুরুষ রাগ করে এসেছেন।

পরেশ—সমীর, তুমি বলছিলে এই হোটেলে তুমি ছিলে। কই ? তা হলে যত সব মিথ্যে রটিয়ে এসেছ ?

মহিম—আমার বাড়ির বউ, তার নামে শয়তান কত কি রটনা করেছে মশায়!

২য় দাবাড়ে—কাল আলাপ হয়েছে। দেখলাম, ছেলেটি আর বউটি অতি ভদ্র, অত্যন্ত সুশীল।

মিঃ রে—এ দুর্বৃত্তকে ভালো করে শিক্ষা দেওয়া দরকার।

২য় দাবাড়ে—প্রহার, স্রেফ কিল-চড়-ঘুসি।

সমীর—শুনুন, শুনুন। আহা কথাটা শুনুন না, আমি দোষী নই।

তরঙ্গিনী—একশ' বার দোষী। আমার মেয়েকে বিয়ে করবার কথা। এখন সবে পড়ছে।

ভোলা—আমি বলি কি, প্রহারের পরিবর্তে লতিকার সঙ্গেই ওর বিবাহ সংঘটিত হোক। পাত্রী এখানেই আছে।

২য় দাবাড়ে—সেটা তো শাস্তি হবে না।

১ম দাবাড়ে—হবে, হবে। বিয়ে তো বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই শাস্তি।

সমীর—আমি বিয়ে করব না।

২য় দাবাড়ে—তোমার চোদ্দপুরুষ বিয়ে করবে।

পরেশ—করবে না কেন হে? মেয়ে তো সেই কাঁচা-সোনা!

মহিম—কথা দিয়েছ যখন করতেই হবে। এক্ষুণি পাকা-দেখা।

সমীর—আড়াই হাজার টাকা চাই আমার। এঁরা তা-না না-না করছেন।

২য় দাবাড়ে—আড়াই হাজার ঘুসি।

মহিম—হোক বিয়ে, আমি দেবো টাকা।

সমীর—আপনি?

মহিম—নিশ্চয়। এই মা-জননীর বিয়েয় দিতে চেয়েছিলাম। মহিম চৌধুরি এক কথার লোক। অমিতার বিয়ে নি-খরচায় হয়ে গেল—মেয়ের বিয়েয় খরচ করতে আমার বড্ড শখ।

তরঙ্গিনী—দেবেন?

মহিম—হ্যাঁ হ্যাঁ, যান। পাকা-দেখার উদ্যোগ করুন এক্ষুণি। যান—যান আপনারা।

সকলে চলে গেলেন; রইলেন মহিম আর অমিতা।

অমিতা—কী আনন্দ হচ্ছে যে বাবা।

মহিম—আনন্দ চোখে জল আসছে মা। আমি হেরে গেলাম।

অমিতা—কিসে?

মহিম—হারলাম না? ছেলে জিতল—

অমিতা—তবু আপনার জিত।

মহিম—আমার—কিসে?

অমিতা—হ্যাঁ—আপনারই। সেকালে হেরেছিলেন মুকুন্দ চৌধুরির ছেলে, একালে জিতে গেল আপনার—এই মহিম চৌধুরির ছেলে। তা হলে? আপনার জিত হল না?

মহিম—তা তো বটে! মহিম চৌধুরির ছেলে না হলে কেমন জিতত দেখি! জিত আমারই। তুই মেয়ে হয়ে এসেছিলি, মা হয়ে চিরকাল ঘরে থাকবি। আমারই জিত—ষোলআনা জিত—হাঃ হাঃ হাঃ। হেরে গেছি বলবে কোন হতভাগা?

(জ) হোটেলের ড্রইংরুম। সকলে উপস্থিত। সর্বাঙ্গে বস্ত্রাবৃত লতিকাকেও আনা হয়েছে। মহিম ও অমিতা প্রবেশ।

তরঙ্গিণী—আসুন আসুন, আমরা তৈরি—

মহিম—খোল, মখখানা খোল দিকি মা। কনের মুখটা তুলে ধরুন। (সমীরের প্রতি চাপা-গলায়) এই তোমার কাঁচা-সোনা?

২য় দাবাড়ে—কি মশায়, চুপচাপ কেন? বিয়ে হবে না কিল-চড়—

মহিম—বিয়েয় অধিক শাস্তি বলে মনে হচ্ছে।

মীরা—হোক। রূপ যদি না-ও থাকে, আপনি তো রূপোর দিকে এগিয়ে দিচ্ছেন।

পরেশ—হ্যাঁ, জমাখরচে ঠিক থাকলে হল।

সমীর—আমার আপত্তি নেই।

মহিম—তা হলে? তাই তো! কিছু নিয়ে আসিনি, কি দিয়ে যে আশীর্বাদ করি—

অমিতা কানের দুল খুলে দিল।

অমিতা—এই নিন বাবা। আপনি হীরে-বসানো নতুন একজোড়া তো গড়িয়ে দেবেন—

মহিম—দেবোই তো। ওহে ম্যানেজার, তোমার লোকজন কোথায়?

গিরিধারী এল।

মহিম—যা বাপু, ছুটে যা। ক'জন আছেন এখানে, গুণে দেখে নে—এঁদের মতো মিষ্টি নিয়ে আয়।

টাকা নিয়ে গিরিধারী ছুটে বেরুল।

প্রেক্ষাগৃহ থেকে একজন দর্শক—আমরাও তো আছি।

মহিম—তাই তো! ওঁরাও সব রয়েছেন, দেখতে পাইনি—

ভোলা—চশমা আপনাকেও বদলাতে হবে মশায়।

২য় দাবাড়ে—আগে বলতে হয়! এখন চলে গেছে, বাজার অনেক দূর।

মহিম—অন্যায় হয়ে গেল। যাকগে, বিলাসকুঞ্জ বোর্ডিং-এ বসে দোকানের মিষ্টি খেতে যাবেন কেন মশায়রা? সন্ধ্যাবেলা আমার বেহালার বাড়ি যাবেন অনুগ্রহ করে। সকলে যাবেন, নিমন্ত্রণ করে যাচ্ছি।

২য় দাবাড়ে—বাড়ি চেনা যাবে তো?

মারা—খুব, খুব। এই তো, আমিই গিয়ে পড়েছিলাম একটু আগে। সদর উঠানে জামরুলগাছ, গোয়ালা গাই দুইছে, ঝি বাসন মাজছে কলতলায়—

ভোলা—ব্যস, ব্যস! চিনতে কোন অসুবিধে হবে না। টুকে নিচ্ছি—বেহালার বাড়ি···গোয়ালা গাই দুইছে···ঝি বাসন মাজছে কলতলায় ঠিক চিনে যাবো—

যবনিকা